বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

এসএসএস

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম

বর্তমানে সুবিধাবঞ্চিত ৬৩ জন ছেলেমেয়ে এই হোম হতে ভরণপোষণসহ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সকল সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে।

প্রচ্ছদ:
মিসেস খাদিজা আক্তার, টাঙ্গাইলের ভূয়াপুর উপজেলার কষ্টাপাড়া গ্রামে বাড়ি। তিনি এসএসএস-এর ঋণ কর্মসূচির একজন সদস্য। মিসেস খাদিজা এসএসএস হতে প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ ও কারিগরি সেবা গ্রহণ করে সফল ও স্বাবলম্বী হয়েছেন।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আব্দুল হামিদ ভূইয়া
নির্বাহী পরিচালক

রচনা ও সম্পাদনায়

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

সহযোগিতায়

এসএসএস-এর আন্তঃবিভাগসমূহ

এসএসএস কর্তৃক প্রকাশিত।

সূচিপত্র

সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালকের বাণী ৭-৯

পরিচালনা পর্ষদ ও অরগানোগ্রাম ১০-১২

এসএসএস পরিচিতি ১৩-২৪

পরিচালনা ও সুশাসনের রূপরেখা ২৫-২৮

এসএসএস-এর শীর্ষ ব্যবস্থাপনা ২৯-৩৪

এসএসএস-এর বিগত ১৫ বছর: ক্রমবিকাশের পুঞ্জি ৩৫-৩৬

এসএসএস-এর কর্মসূচি ৩৭

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৩৮-৬৩

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৬৪-৮৫

সম্ভাবনা ও সক্ষমতার উন্নয়ন কর্মসূচি ৮৬-৯৫

এসএসএস-এর ঘটনা-প্রবাহ ৯৬-১০২

অডিটরস ও আর্থিক প্রতিবেদন ১০৩-১১২

ক্রেডিট রেটিং ১১৩

উপসংহার ১১৬

দারিদ্র্য হ্রাস, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে এসএসএস সূচনা-লগ্ন হতে কাজ করে যাচ্ছে।

এসএসএস-এর কর্মএলাকা

৩০ জুন ২০২৩ প্রান্তে

জেলা: ৪৩টি

সভাপতির বাণী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানাবিধ ঘটনা-প্রবাহে সমাপ্ত হলো ২০২২-২৩ অর্থবছর। সদ্যবিদায়ী অর্থবছরে আমাদের আর্থসামাজিক বলয়ে বিদ্যমান ছিল প্রতিকূল পরিস্থিতি। তথাপি, সার্বিক স্বার্থে এসএসএস-এর কার্যক্রম ছিল গতিশীল। সকল কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ নিয়ে প্রকাশ করা হলো: এসএসএস বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে সকলকে জানাচ্ছি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

এসএসএস দীর্ঘ তিন-যুগেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের ক্রম-ধারায় এসএসএস মানবসম্পদের উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সম্প্রসারণ এবং সম্পদ ও সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহারের দ্বার উন্মোচন করেছে। সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন-সাধনে সংস্থা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বহুমুখী জনবান্ধব কর্মকাণ্ড। ফলে, তৃণমূল-পর্যায়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করার সুযোগ পাচ্ছে। উৎপাদন ও ক্রমাগত উন্নয়ন ভাবনায় এগিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা, মানবতা ও ইতিবাচক নেতৃত্ব--উন্নয়নের পথ তৈরি করছে। কর্মএলাকায় সাধারণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন ও জীবনমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংস্থার সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সকল সদস্য, দাতা ও উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা--সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও আমার শুভেচ্ছা ও প্রীতি রইল সংস্থায় নিয়োজিত কর্মী ও প্রান্তিক স্তরের উন্নয়ন-সদস্যবৃন্দের প্রতি--যাদের নির্মোহ কর্মস্পৃহায় অর্জিত হয় সাফল্য ও প্রবৃদ্ধি।

এসএসএস-এর প্রবাহমান উন্নয়ন শিখা, অনন্ত ধারার বৈচিত্র্যরূপে চলমান থাকুক--এই কামনায় শেষ করছি।

মুর্শেদ আলম সরকার
সভাপতি, এসএসএস।

> ❝ সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা, মানবতা ও ইতিবাচক নেতৃত্ব--উন্নয়নের পথ তৈরি করছে। কর্মএলাকায় সাধারণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন ও জীবনমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

৩০ জুন ২০২৩-এ সংস্থা ৬,৩৯১ জন কর্মী ও ৫৮৩টি শাখার মাধ্যমে ১০ লক্ষ ৫২ হাজার ১ শত ৮৮টি পরিবারকে পরিষেবা প্রদান করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করে ৭,৯৯৩.৪৭ কোটি টাকা।

এসএসএস-এর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা। উন্নয়নের ক্রমধারায় আমরা অতিবাহিত করলাম অর্থবছর ২০২২-২৩। সকলের সামষ্টিক প্রতিশ্রুতি, নিষ্ঠা আর প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলছে এসএসএস-এর কর্মযজ্ঞ। বিগত অর্থবছরের কর্মকাণ্ড ও অর্জন নিয়ে সঙ্কলিত হলো: এসএসএস বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩।

এসএসএস সূচনা-লগ্ন থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে নিরন্তরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থা সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করেছে নানামুখী উদ্যোগ। বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বহুমাত্রিক জনবান্ধব ও উন্নয়নমুখী কার্যক্রম। উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এসএসএস আজ জাতীয়-পর্যায়ের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থার বস্তুনিষ্ঠ কর্মকৌশল, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা এবং উন্নয়ন সংস্কার সাধারণ ও মেহনতি মানুষের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে, কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ, ছোট ব্যবসা, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, পরিবহন, প্রত্যক্ষসেবা ও অন্যান্য খাত সৃষ্টি হচ্ছে। সংস্থার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে ২ লক্ষ ২১ হাজার ৪ শত ৪৩ জন। ফলে, স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষের আয়, সম্পদ ও জীবনমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়ন। ৩০ জুন ২০২৩-এ সংস্থা ৬,৩৯১ জন কর্মী ও ৫৮৩টি শাখার মাধ্যমে ১০ লক্ষ ৫২ হাজার ১ শত ৮৮টি পরিবারকে পরিষেবা প্রদান করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করে ৭,৯৯৩.৪৭ কোটি টাকা।

উন্নয়ন-বান্ধব সংস্থা হিসেবে এসএসএস সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে অবস্থান করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সঙ্কট ও অস্থিরতার পরও সংস্থার সকল পরিষেবা ছিল চলমান। অনুপ্রেরণা, আর্থিক পরিষেবা, ত্রাণ ও অনুদান, চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ অন্যান্য বিষয়ে সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায়। উপকৃত হয় সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মসূচি হতে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ২ শত ৪২ জন রোগী, শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি হতে ২ হাজার ৮ শত ৯৪ জন ছাত্রছাত্রী, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি হতে ৪,৫৫০ জন প্রবীণ পরিষেবা গ্রহণ করেন। সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ কর্মকাণ্ডে (অনুদান হিসেবে) সংস্থার ব্যয় হয় ১৪.৬৩ কোটি টাকা।

সমন্বিত উন্নয়ন নিয়ে এসএসএস গুরুত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ: সংস্থা কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ খাতে তথ্যগত, আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর-বিষয়ক পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ফলে কর্মএলাকায় বেশকিছু স্থিতিশীল উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ড্রাগনফল চাষ সম্প্রসারণ, গাভিপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন, দেশি ও কাদাকনাথ জাতের মুরগিপালন প্রকল্প এরমধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম), এসইপি প্রকল্পের উপপ্রকল্প--উত্তম কৃষি কলাকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে মধুপুর অঞ্চলের আনারসের গুণগতমান উন্নয়ন (আইপিজিএপি), জলবায়ু পরিবর্তন ও বন্যা (ইসিসিসিপি-ফ্লাড) এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ট্রান্সফরমেশন (আরএমটিপি) প্রকল্প পরিবেশ সংরক্ষণ, জীবনমান উন্নয়ন ও নিরাপদ ফলমূল উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এসএসএস পরিষেবার গুণগত উৎকর্ষসাধন ও সংস্করণে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিস্তরে আদর্শ নীতি, কর্মপদ্ধতি ও নেতৃত্ব, সুশাসন, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও পেশাদার মনোবৃত্তির চর্চা অনুসৃত হচ্ছে। সুনিপুণ মানবসম্পদ তৈরিতে গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। ২০২২-২৩ সময়সীমায় সংস্থা ২,৩৭৩ জন কর্মী এবং ৬,০৬৬ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

সংস্থার অর্জিত সুনাম ও স্বীকৃতির পিছনে রয়েছে সকলের ক্রমাগত সহায়তা ও সদিচ্ছা। এমআরএ, এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, পিকেএসএফ, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এবং সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সংস্থার কর্মী ও তৃণমূল সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভকামনা।

আব্দুল হামিদ ভূইয়া
নির্বাহী পরিচালক, এসএসএস।

“
এসএসএস পরিষেবার গুণগত উৎকর্ষসাধন ও সংস্করণে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিস্তরে আদর্শ নীতি, কর্মপদ্ধতি ও নেতৃত্ব, সুশাসন, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও পেশাদার মনোবৃত্তির চর্চা অনুসৃত হচ্ছে। সুনিপুণ মানবসম্পদ তৈরিতে গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ।

পরিচালনা পর্ষদ

মুর্শেদ আলম সরকার
সভাপতি

মো. আব্দুর রউফ খান
সহ-সভাপতি

সাধারণ পর্ষদ

নিলুফা ইয়াসমিন
কোষাধ্যক্ষ

কাজী জাকেরুল মওলা
সদস্য

মমতাজ বেগম
সদস্য

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন প্রধান
সদস্য

মো. আব্দুল বারী
সদস্য

উৎপল কুমার সিংহ রায়
সদস্য

লায়লা ভূঞা
সদস্য

তাহমিনা পারভীন
সদস্য

প্রতিমা দেবী
সদস্য

মো. আব্দুস সবুর মিয়া
সদস্য

মো. আব্দুল খালেক
সদস্য

ফিরোজা বেগম
সদস্য

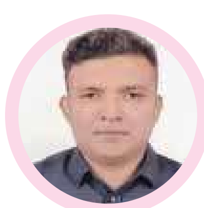

তানভীর রেজা
সদস্য

লিয়াকত আলী খান
সদস্য

এস. এম পারভেজ
সদস্য

সেলিম হোসেন ভূঞা
সদস্য

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান
সদস্য

নাজমুন নাহার
সদস্য

অপর্না পাল
সদস্য

মোহাম্মদ এনামুল হক খান
সদস্য

কার্যনির্বাহী পরিষদ

মুর্শেদ আলম সরকার
সভাপতি

মো. আব্দুর রউফ খান
সহ-সভাপতি

নিলুফা ইয়াসমিন
কোষাধ্যক্ষ

লায়লা ভূঞা
সদস্য

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন প্রধান
সদস্য

লিয়াকত আলী খান
সদস্য

তানভীর রেজা
সদস্য

এস. এম পারভেজ
সদস্য

আব্দুল হামিদ ভূইয়া
সদস্য সচিব

Organogram of SSS

Abbreviation

DD	= Deputy Director	PO	= Program Officer
AD	= Assistant Director	BM	= Branch Manager
SPM	= Senior Program Manager	OBM	= Operational Branch Manager
ASPM	= Asst. Senior Program Manager	ABM	= Assistant Branch Manager
PM	= Program Manager	BA	= Branch Accountant
SPO	= Senior Program Officer	AVCF	= Assistant Value Chain Facilitator
APO	= Asst. Program Officer	VS	= Vehicle Supervisor
ZM	= Zonal Manager	ZA	= Zonal Accountant
AM	= Area Manager	MLSS	= Member of Lower Subordinate Staff

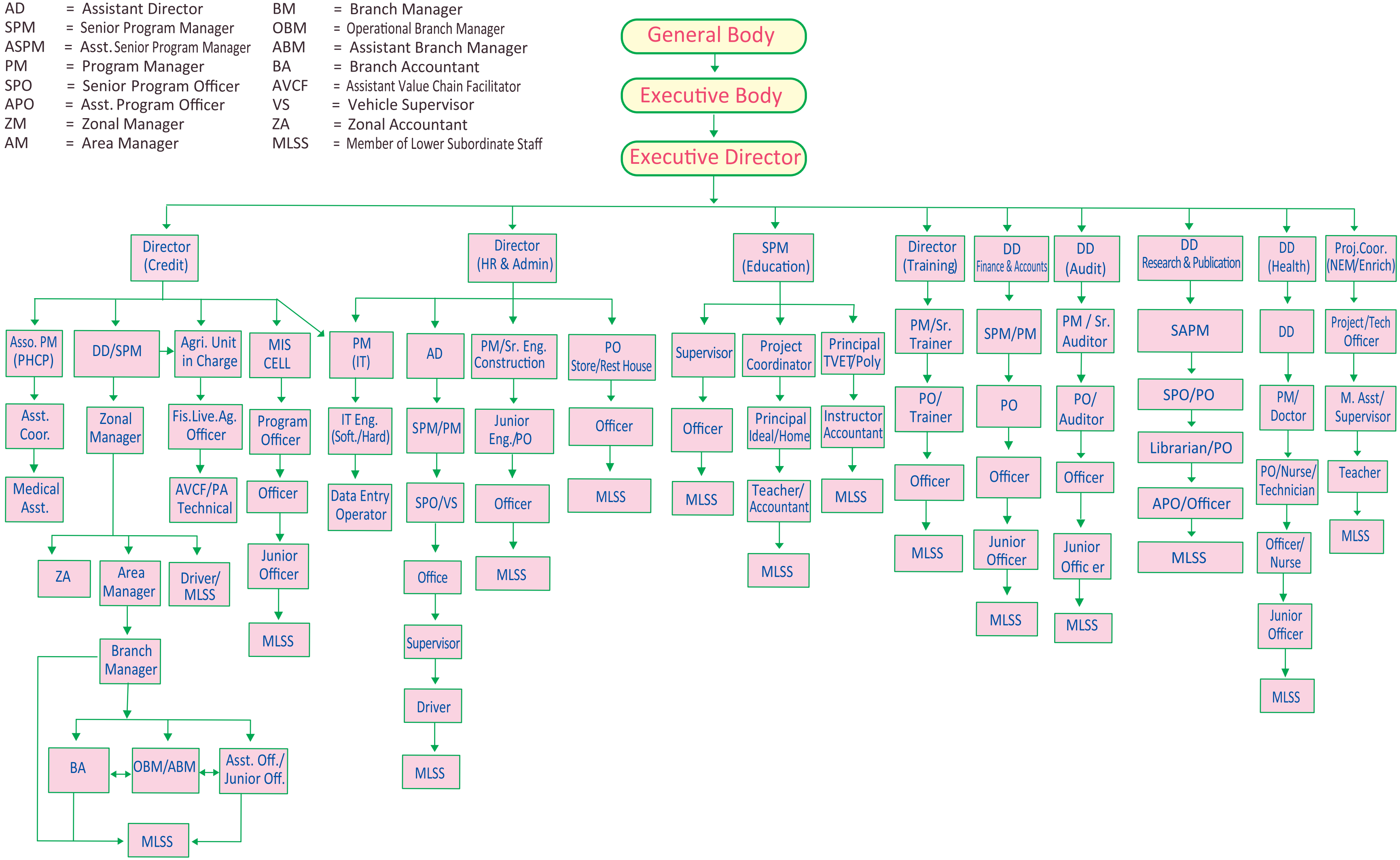

এসএসএস পরিচিতি

- সূচনা, ভিশন ও মিশন
- উদ্দেশ্য, কর্মকৌশল ও পদ্ধতি, নৈতিকতা, মূলনীতি ও আচরণবিধি
- মৌলিক কার্যক্রম
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সুবিধাভোগী
- কতিপয় উল্লেখযোগ্য সূচক
- আইনগত সত্তা ও ভৌগোলিক ব্যাপ্তি
- উন্নয়ন সহযোগী ও নেটওয়ার্কিং সংস্থা

সূচনা

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) জাতীয়-পর্যায়ের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৮৬ সালে কতিপয় উদ্যমী ব্যক্তির মানবহিতৈষী নিরন্তর প্রচেষ্টায় এসএসএস প্রতিষ্ঠিত হয়। এগিয়ে চলে কল্যাণ ও জনবান্ধব কর্মকাণ্ডে। ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয় সৃজনশীলতা ও বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড। এসএসএস-এর সকল পরিষেবা উন্নয়ন-বর্ধনে নিয়োজিত, সাধারণ জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ-সাধনে নিবেদিত।

এসএসএস সূচনা-লগ্ন থেকে বিভিন্ন জনবান্ধব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আগুয়ান। সততা-নিষ্ঠা, উদ্ভাবনী ও মানবকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে প্রাণবন্ত। সংস্থা পরিবারভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে, সম্পদ ও সক্ষমতা উৎপাদনমুখী হচ্ছে। সাধারণ জনগোষ্ঠীর স্থিতিশীল কর্মসংস্থান তৈরিসহ জীবনমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে, এসএসএস-এর অগ্রযাত্রা চলমান। গতিশীল এই ধারায়, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সংস্থা উৎকৃষ্ট কলাকৌশল অন্বেষণ করে যাচ্ছে। গৃহীত ও প্রবর্তিত ঐ-সকল কর্মপ্রণালী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, নেতৃত্ব, বাজার সম্প্রসারণ ও কাঠামোগত উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে চলছে। অগ্রগামী এ-সকল কর্মকাণ্ড সংস্থাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অলঙ্কৃত করছে।

ভিশন

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

মিশন

অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সুসংগঠিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়নে বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সম্পদ-সক্ষমতা ও সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকল্প ব্যবহার, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবাপরিষেবা প্রদান এবং পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য

- জনসাধারণকে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুসংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করা;
- খাদ্যপুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা, চিকিৎসাসেবা প্রদান ও অপুষ্টি দূর করা;
- নিরাপদ নলকূপ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপনে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- নির্যাতন, যৌতুক, অকারণে তালাক ও বহুবিবাহ প্রতিরোধে নারীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- বাল্যবিবাহ, কিশোর অপরাধ ও অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিহত করতে কল্যাণধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- অনাথ শিশু, প্রবীণ ও অসহায় ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং সমাজ হতে ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল করা;
- শিশু-কিশোরদের বিদ্যালয়মুখী করা, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গরিব মেধাবীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে আর্থিক সেবাপরিষেবা প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচন করা;
- স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং
- পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং দুর্যোগোত্তর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

ছবি:
এসএসএস পৌর-আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী

কর্মকৌশল

সংস্থার উন্নয়ন কৌশল হলো: অভীষ্ট পরিবারসমূহে স্থিতিশীল আয় ও জীবিকার উন্নয়নে সম্পদ ও সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিত করা, যা পর্যায়ক্রমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, শান্তি ও ন্যায়নীতি-সম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

কর্ম প্রণালী

এসএসএস-এর নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে: অসংগঠিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা; সমিতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে জীবন ও জীবিকা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা; শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; দক্ষ মানবসম্পদ ও মানবমূলধন তৈরি করা; স্থিতিশীল আয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করা; স্ব-কর্মসংস্থান ও মুজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোগ ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা; অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক পরিষেবা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা; মূলধন সংগ্রহকরণ ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা; উন্নয়ন সম্প্রসারণে গবেষণা, উদ্ভাবন ও অনুসন্ধান পরিচালনা করা ইত্যাদি পন্থা অনুসৃত।

নৈতিকতা ও মূলনীতি

- উন্নয়নে বাস্তবসম্মত ও জনকেন্দ্রিক পদ্ধতি;
- কর্ম বাস্তবায়নে সততা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সৃজনশীলতা;
- কর্মকাণ্ডে মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা ও পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থা;
- কর্মপরিবেশে সুস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও কর্মী-বান্ধব পরিবেশ;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব-কর্তব্যে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, পেশাদারিত্ব ও বিচক্ষণতা।

আচরণবিধি

- সর্বধর্ম, সংস্কৃতি ও লিঙ্গের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন;
- সংস্থার ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপদ্ধতি এবং গোপনীয়তায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা;
- কর্মীদের মধ্যে পারস্পারিক বিশ্বাস, দলবদ্ধ-কর্মসম্পাদন;
- সহযোগিতার মানসিকতা ও সমান-সুযোগ;
- ইতিবাচক নেতৃত্ব, মনোভাব ও সময়ানুবর্তিতা;
- সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও নিয়মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন।

মৌলিক কার্যক্রম

মৌলিক কার্যক্রম

- আর্থিক পরিষেবা
- কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন

- সমৃদ্ধি
- অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম)
- নিরাপদ কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন

- স্বাস্থ্যসেবা
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ
- সাংস্কৃতিক-ক্রীড়া ও কৈশোর উন্নয়ন
- অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং প্রভৃতি

- শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন
- কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
- শিক্ষাবৃত্তি

- মানবসম্পদ উন্নয়ন
- প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও উন্নয়ন

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সুবিধাভোগী

কর্মএলাকার সুবিধাবঞ্চিত কিন্তু নিজের মঙ্গলবর্ধনে সচেষ্ট জনসাধারণ এসএসএস-এর অভীষ্ট জনগোষ্ঠী। সংস্থা পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাসী। কেননা, সমাজের মৌলিক পরিবর্তনে প্রতিটি পরিবার মুখ্য একক। সমাজের শিশু-কিশোর, যুবসমাজ, নারী-পুরুষ ও প্রবীণ সবাই ভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্থার উন্নয়ন সদস্য (সুবিধাভোগী) হতে পারে।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য সূচক

উন্নয়ন-সদস্য
১০,৫২,১৮৮টি পরিবার

সংস্থা বর্তমানে ১০,৫২,১৮৮টি পরিবারে সেবা-পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছে। সংস্থার মোট উন্নয়ন-সদস্যের মধ্যে নারী ১০,২১,৪৫৬ জন, পুরুষ ২৭,৮৩৮ জন এবং শিশু-কিশোর ২,৮৯৪ জন। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে সংস্থা হতে প্রায় ৮০ লক্ষ পরিবার বিবিধভাবে সুবিধা গ্রহণ করছে।

সমিতি সংখ্যা
৪৩,৮৬১টি

৩০ জুন ২০২৩ প্রান্তে এসএসএস-এর সমিতি সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৩,৮৬১টি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে
১,০২,৭৩১টি পরিবার

নতুন উন্নয়ন-সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

নারীর অংশগ্রহণ

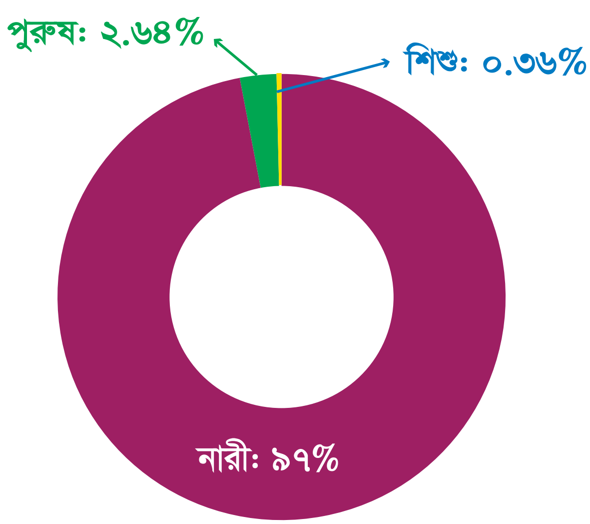

মোট উন্নয়ন সদস্যের
৯৭% নারী

ঋণ গ্রহীতা

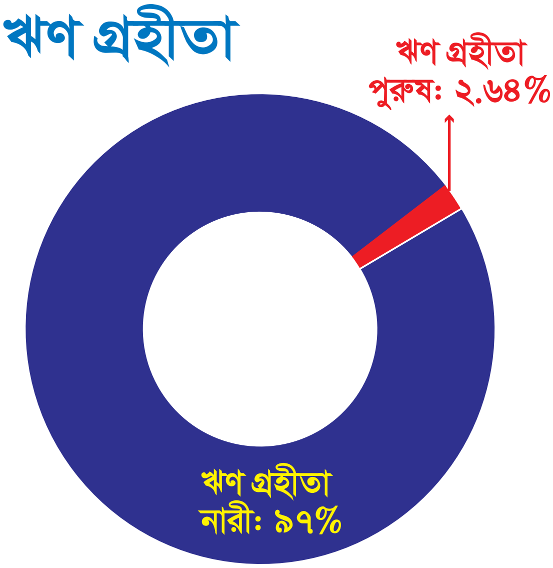

কর্মী সংখ্যা

মোট ৬,৩৯১ জন

৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থায় মোট ৬,৩৯১ জন নিয়োজিত রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪,৯২২ জন পুরুষ কর্মী এবং অবশিষ্ট ১,৪৬৯ জন নারী।

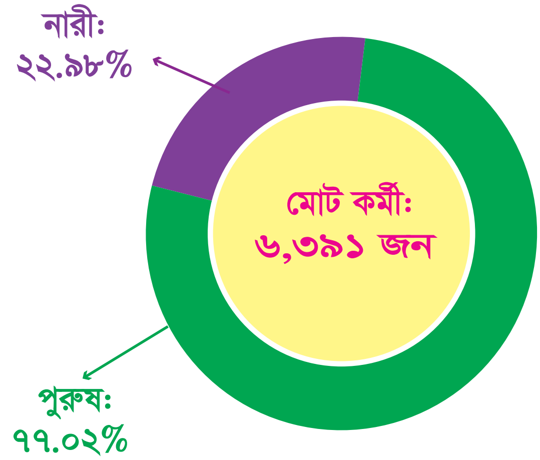

ঋণ বিতরণ

৭,৯৯৩.৪৭ কোটি টাকা

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থা ৭,৯৯৩.৪৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। ৩০ জুন ২০২৩ প্রান্তে সংস্থার **ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৪১,৩০৮.৪১ কোটি টাকা।** ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮,১৩,২৪৭ জন। **ঋণস্থিতি হলো ৪,২৫৮.৯৪ কোটি টাকা।** উন্নয়ন-সদস্যগণ গৃহীত ঋণ বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে

ঋণ আদায়ের হার

৯৯.৫২%

সঞ্চয়স্থিতি

২,০১৬.১৭ কোটি টাকা

৩০ জুন ২০২৩, সংস্থার সঞ্চয়স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২,০১৬.১৭ কোটি টাকা। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সময়ে **সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি ২৩.৮০%।**

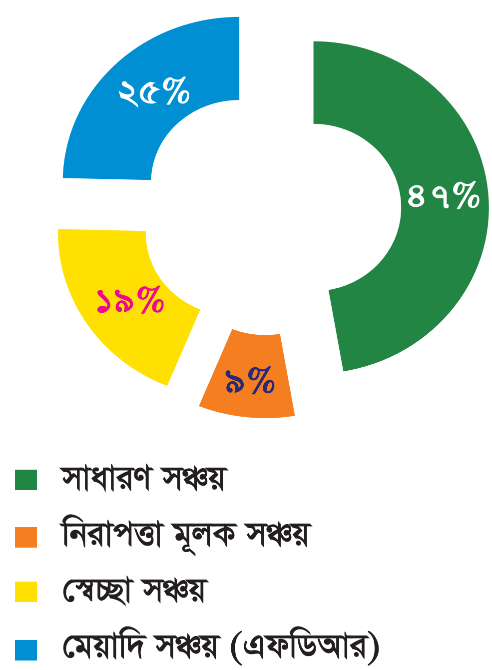

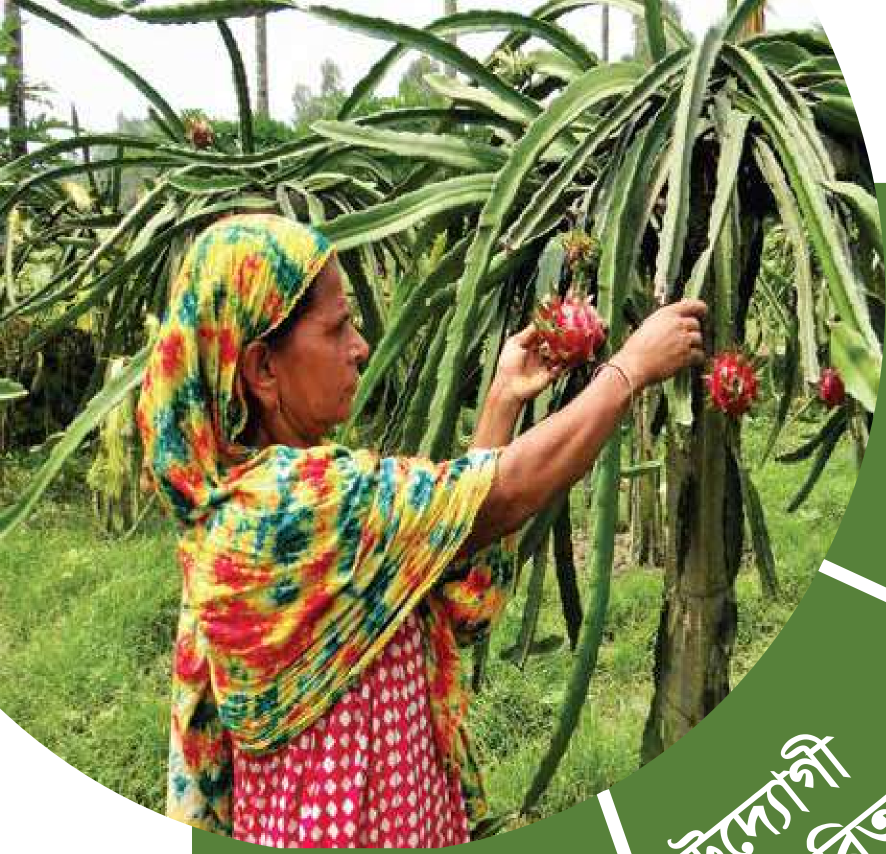

উদ্যোক্তা (সংখ্যা): ২,২১,৪৪৩ জন

উদ্যোগী ঋণ বিতরণ: ৩,১০৭.২২ কোটি টাকা

উদ্যোগী ঋণস্থিতি: ১,৮৩৫.৪১ কোটি টাকা

ঋণী-সদস্য অনুপাত: ৭৭.৫০%

সঞ্চয়-ঋণস্থিতি অনুপাত: ৪৭.১১%

ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত: ২.৩৯:১

এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল: ১টি

এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম: ১টি

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা কেন্দ্র (সংখ্যা): ৮টি

কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট: ১টি

এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট: ১টি

এসএসএস জেনারেল হাসপাতাল: ১টি

এসএসএস চক্ষু হাসপাতাল: ১টি

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র: ৪৩টি

রেস্ট হাউস: ১টি

আইনগত সত্তা

০১

সমাজসেবা অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল (রেজিস্ট্রেশন নং: ট-০২১৩, তারিখ: ০২-০২-১৯৮৭)।

০২

এনজিও-বিষয়ক ব্যুরো (রেজিস্ট্রেশন নং: ৩৪৫, তারিখ: ৩০-০১-১৯৯০)।

০৩

জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস ও ফার্মস, বাংলাদেশ [রেজিস্ট্রেশন নং: এস-৩৫৭৬(৩৬৫)/২০০৪]।

০৪

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি--এমআরএ (লাইসেন্স নং: ০০৬৪৫-০১০০২-০০০২৫, তারিখ: ০৫-০৯-২০০৭)।

ভৌগোলিক ব্যাপ্তি

৩০ জুন ২০২৩ প্রান্তে সংস্থার কর্মএলাকা ৪৩টি জেলায় সম্প্রসারিত। জেলাসমূহ হলো: ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, বগুড়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, রাজবাড়ী, যশোর ও সাতক্ষীরা। জেলাসমূহের অধীনে ২৫,৭৯১টি গ্রাম, ৫,৯৪৬টি ইউনিয়ন এবং ৩৪৭টি উপজেলা রয়েছে।

প্রধান ও ফাউন্ডেশন অফিসের তত্ত্বাবধানে মোট ১৮টি জোন, ৯৬টি এরিয়া, ৫৮৩টি শাখা ও আরও ৭টি প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে সংস্থা সেবা-পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা

- এশিয়া পার্টনারশিপ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (এপিএইচডি)
- সেভ দ্যা চিলড্রেন-ইউএসএ
- সেভ দ্যা চিলড্রেন-অস্ট্রেলিয়া
- কানাডিয়ান হাইকমিশন
- সিবিমো নেদারল্যান্ডস
- ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও)
- অ্যাসবে শ্রীলংকা
- রাড্ডা বার্নেন
- গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়া
- কেয়ার বংলাদেশ
- কনসার্ন বংলাদেশ
- ইউএসসিবি কানাডা
- ইনাফি-বাংলাদেশ ও এশিয়া
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
- স্ট্রমি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
- এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেল্থ
- টেরে ডেশ হোমস (টিডিএইচ)-নেদারল্যান্ডস
- ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলোপমেন্ট এজেন্সি (ড্যানিডা)
- উইনরক ইন্টারন্যাশনাল
- ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)
- ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)
- ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি)
- জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)
- ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও)
- চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন এক্শন নেটওয়ার্ক
- বিশ্ব ব্যাংক
- বাংলাদেশ ব্যাংক
- ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড
- প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড
- ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড
- সিটি ব্যাংক লিমিটেড
- আইডিএলসি ফাইনান্স লিমিটেড
- আইপিডিসি ফাইনান্স লিমিটেড
- ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড
- উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
- পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
- সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড
- ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড
- এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড
- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড
- ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড
- ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড
- হাবিব ব্যাংক লিমিটেড
- স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক লিমিটেড
- শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

উন্নয়ন নেটওয়ার্কিং সংস্থা

- ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)
- বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম
- ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)
- গণসাক্ষরতা অভিযান
- ইনাফি-বাংলাদেশ ও এশিয়া

পরিচালনা ও সুশাসনের রূপরেখা

- নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা
- সাধারণ পর্ষদ
- নির্বাহী পর্ষদ

- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি
- কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি
- অডিট কমিটি

- নিয়োগ কমিটি
- কর্মী-কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি

- ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি
- প্রিন্টিং ও প্রকাশনা কমিটি

- অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- শুদ্ধাচার কমিটি
- অন্যান্য কমিটি

সাধারণ পর্ষদ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিমালা প্রণয়নের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাধারণ পর্ষদ। এসএসএস-এর সাধারণ পর্ষদ ২২ সদস্যবিশিষ্ট। সুশীল সমাজের এসকল সদস্য জনকল্যাণে প্রবুদ্ধ। সংস্থার সার্বিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সদস্যগণ সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনে নির্মোহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একটি অর্থবছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যগণ অনিবার্য কোন কারণ না-থাকলে বাধ্যতামূলকভাবে এই বিশেষ সভায় অংশগ্রহণ করেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মবিবরণী পর্যালোচনা করা হয়। একইসঙ্গে সংস্থার কর্মকৌশল, বার্ষিক পরিকল্পনা, বাজেট, বহিঃঅডিটর নিয়োগ, নতুন নীতিমালা ও কর্মপন্থা, নির্বাহী পর্ষদের সদস্য নির্বাচন ইত্যাদি অনুমোদন লাভ করে।

নির্বাহী পরিচালক

সংস্থার নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়দায়িত্ব নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের। তিনি সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত। তিনি আন্তরিকতা ও নেতৃত্বের সমন্বয়ে সংস্থার পরিকল্পনা, সম্পদ-সক্ষমতার সুগঠন, কর্মীসংস্থান ও উন্নয়ন, নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা, সকল-স্তরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি, সমন্বয়-সাধন, সার্বিক নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য গুরুদায়িত্ব সক্রিয় ও দক্ষ হস্তে বাস্তবায়ন করেন। গতিশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে ঈপ্সিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেখভাল করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংস্থার মূলধন সংগ্রহ ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। তাঁর উচ্চতর ও উত্তম প্রজ্ঞা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং কর্তৃত্বে সংস্থার সকল-স্তরের ব্যবস্থাপনা--কেন্দ্রীয়, জোন, এরিয়া ও শাখা-পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

কার্যনির্বাহী পর্ষদ

সাধারণ পর্ষদের কিছুসংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী পর্ষদ গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী পর্ষদ গঠিত হয়। সাধারণ পর্ষদের সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। এই পর্ষদের মেয়াদকাল তিন বছর। এসএসএস-এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১০ জন। সদস্যগণ বছরে কমপক্ষে চারটি অথবা প্রয়োজন হলে এরবেশি সংখ্যক সভায় মিলিত হন। এই পর্ষদ ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে নির্বাহী পরিচালককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। সংস্থার সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত থাকে।

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)

সংস্থার সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব প্রকাশের বিধিসম্মত মাধ্যম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। এই সভা প্রতিবছর নিয়মিতভাবে একবার আয়োজিত হয়। সাধারণ পর্ষদের সকল সদস্য সভায় সংস্থার বিশেষ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে মতামত প্রকাশ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মিলিত হন। ২০২১-২২ অর্থবছর সংস্থার এজিএম ৩০ অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত এজিএম-এর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক প্রতিবেদন (অডিটকৃত), বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট, গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন লাভ করে।

নিরীক্ষা কমিটি

এসএসএস-এর বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিশুদ্ধতা ও কার্যকারিতা পরীক্ষণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি কাজ করে। এটি মূলত নিরীক্ষা কমিটি নামে পরিচিত। কমিটিটি সংস্থার মূল কার্যালয় ভিত্তিক গঠিত হয়। নিরীক্ষা কমিটি মূলতঃ সংস্থার আন্তঃনিরীক্ষা-বিষয়ক সমস্যা, কারণ ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করে। এসএসএস-এর নিরীক্ষা কমিটি আর্থিক পরিষেবা কার্যক্রমের সাথে অতি-সম্পর্কিত চারটি বিভাগের প্রধান ও নির্বাহী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত। কমিটি প্রতিমাসে একবার করে বিশেষ সভার আয়োজন করে। সভায় নির্বাহী পরিচালকের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটির মুখ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- কার্যক্রমের নিয়ম অনুযায়ী মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা ও বাস্তবায়নগত সমস্যা উদ্ঘাটন এবং এবিষয়ে প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ব্যবস্থার সুপারিশ করা;
- পরিকল্পিত কার্যক্রমের বাস্তবায়নগত তথ্য ও প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করা;
- আন্তঃনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটি ও সম্ভাব্য বিপর্যয় নির্ধারণ করা; এবং
- আন্তঃনিরীক্ষকদের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও যথার্থ প্রতিষেধক ব্যবস্থার সুপারিশ করা।

কর্মী-কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি

এসএসএস-এর নিবেদিত কর্মী বাহিনীর দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুবিধাসমূহের প্রবৃদ্ধি ও সুসংহতকরণে কর্মী-কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োজিত। বিশেষত: কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড, বার্ধক্যজনিত ফান্ড, কর্মী ঋণ ইত্যাদি বিষয় দেখভাল ও ব্যবস্থাগ্রহণে কর্মী-কল্যাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংস্থার প্রদত্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও বার্ধক্যজনিত ফান্ড অনুমোদনকৃত এবং উক্ত ফান্ড তদারকির জন্য কর্মী-কল্যাণজনিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সংস্থা কর্তৃক সদস্য মনোনীত। কমিটি নীতিমালা এবং নিয়ম অনুযায়ী ফান্ডসমূহের সার্বিক ও সর্বাধিক কল্যাণ বর্ধিতকরণে জোর প্রচেষ্টা চালায়। ফান্ডসমূহের কার্যক্রম নির্দ্বিধায় সম্পন্ন করার জন্য কমিটির সদস্যগণ নিয়মিত প্রয়োজনীয় সভার আয়োজন করেন।

নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি

এসএসএস-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও আর্থিক-অনার্থিক স্খলন সুসংহতকরণে নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পৃক্ত। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যগণ মাসে ন্যূনতম একবার করে সভায় মিলিত হন। সভায় সংস্থার বিদ্যমান সমস্যা, পরিচালনাগত ত্রুটি, প্রক্রিয়া ও প্রতিবন্ধকতা এবং সমাধান বিষয়ে কৌশলগত আলোচনা হয়। এই সভার কারণে নির্বাহী ব্যবস্থাপকদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, সিদ্ধান্তসমূহ সংস্থার কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়।

কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি

এসএসএস-এর আর্থিক পরিষেবা কার্যক্রমের সর্বোৎকৃষ্ট গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি ভূমিকা পালন করে। ফাউন্ডেশন কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক এবং মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তা (জোনাল ম্যানেজার)-গণের সমন্বয়ে কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত। কমিটির সদস্যগণ মাসে একবার করে সভায় মিলিত হন। এই সভা মাঠ-পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও কর্মকাণ্ডের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম। সভায় কার্যক্রমের ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা আলোচনাপূর্বক তা সমাধানের পথ বের করা হয়। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মাঠ-পর্যায়ে সক্রিয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

নিয়োগ কমিটি

এসএসএস-এ উপযুক্ত কর্মী নিয়োগে এই কমিটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সংস্থার মানবসম্পদ বিভাগ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। অন্যদিকে নিয়োগ কমিটি সংস্থার সকল প্রকার নিয়োগ দেখাশোনা করে। নিয়োগ কমিটি ব্যক্তির যোগ্যতা বিচারে সংস্থার উপযুক্ত পদে নিয়োজিত করে। সংস্থায় দুধরনের নিয়োগ কমিটি বিদ্যমান--একটি হলো প্রধান কার্যালয় কেন্দ্রিক এবং অন্যটি জোন অফিসভিত্তিক কমিটি। প্রধান কার্যালয়ের নিয়োগ কমিটি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয় এবং জোনভিত্তিক কমিটি জোন মনিটরিং অথবা জোনাল ম্যানেজারের নেতৃত্বে গঠিত হয়।

ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি

এসএসএস-এর অন্যতম একটি কমিটি হলো: ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি। এই কমিটির মাধ্যমে সংস্থার নিয়মিত প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা ক্রয় নিশ্চিত করা হয়। বর্তমানে সংস্থার বিভিন্ন-স্তরে পাঁচ-ধরনের ক্রয় কমিটি রয়েছে। এরমধ্যে চারটি কমিটি প্রধান কার্যালয়ভিত্তিক। অবশিষ্টটি জোন অফিস কেন্দ্রিক। জোন-পর্যায়ের ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি সংশ্লিষ্ট জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার ও জোন একাউন্ট্যান্ট-এর সমন্বয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে কমিটির প্রধান হিসেবে জোনাল ম্যানেজার দায়িত্বপালন করেন। একইসঙ্গে, সংস্থার প্রয়োজনে আরও একাধিক ক্রয় ও সংগ্রহকরণ কমিটি নির্বাহী পরিচালক গঠন করতে পারেন।

প্রিন্টিং ও প্রকাশনা কমিটি

এসএসএস-এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র, চালান, রশিদ ও ভাউচার, ক্যাশ, লেজার ও পাশবুক, স্বাস্থ্য কার্ড, প্যাড, নোটবুক, ফাইল, রেজিস্টার, বুলেটিন, বার্ষিক প্রতিবেদন, বুকলেট, ব্রশিয়ার, ডায়েরি ইত্যাদিসহ আরও বেশকিছু প্রকাশনা প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমে ছাপা হয়। সংস্থার ঋণ বিভাগের পরিচালকের নেতৃত্বে মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের একজন, হিসাব বিভাগের একজন, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের একজন এবং স্টোর সেকশনের একজনসহ মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে প্রিন্টিং ও প্রকাশনা কমিটি গঠিত। এই কমিটি সংস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রিন্টিং ও প্রকাশনা বিষয়ক কার্যক্রম--প্রিন্টিং দ্রব্যের চাহিদা ও বাজেটে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ, দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রদান, দরপত্র গ্রহণ, তুলনামূলক দর বিশ্লেষণ ও প্রেস নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, দ্রব্যের গুণগতমান যাচাই ও গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট বিল-ভাউচার অনুমোদন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে। কমিটির সদস্যগণ প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সভায় আংশগ্রহণ করেন।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কমিটি

এসএসএস-এর সিটিজেন চার্টার হলো: সংস্থার সকল কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে তথ্য-উপাত্ত ও সেবাপরিষেবা প্রদান এবং এসকল বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে লিখিত বিধিবিধান। সংস্থার সিটিজেন চার্টারে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত ও সেবাপরিষেবা প্রদানে অযথা বিলম্বিত করা, গুরুত্ব না-দেওয়া, অশালীন আচরণ করা, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কর্মীদের প্রতি অশোভন আচরণ ও অত্যাচার করা, কর্মীদের উন্নয়ন-সদস্যদের প্রতি অপেশাদার আচরণ ও অর্থ আত্মসাৎ, নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানী ও নিপীড়ন ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থার প্রধান কার্যালয়-ভিত্তিক একাধিক কমিটি বিদ্যমান। এই জাতীয় কমিটি ঋণ বিভাগ, মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ এবং নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত। এই কমিটি উত্থাপিত অভিযোগসমূহের সঠিক ও নিরপেক্ষ সমাধান ও ব্যবস্থাগ্রহণ করে থাকে।

এছাড়াও সংস্থায় **শুদ্ধাচার কমিটি ও ইনোভেশন কমিটি** রয়েছে।

এসএসএস-এর শীর্ষ ব্যবস্থাপনা

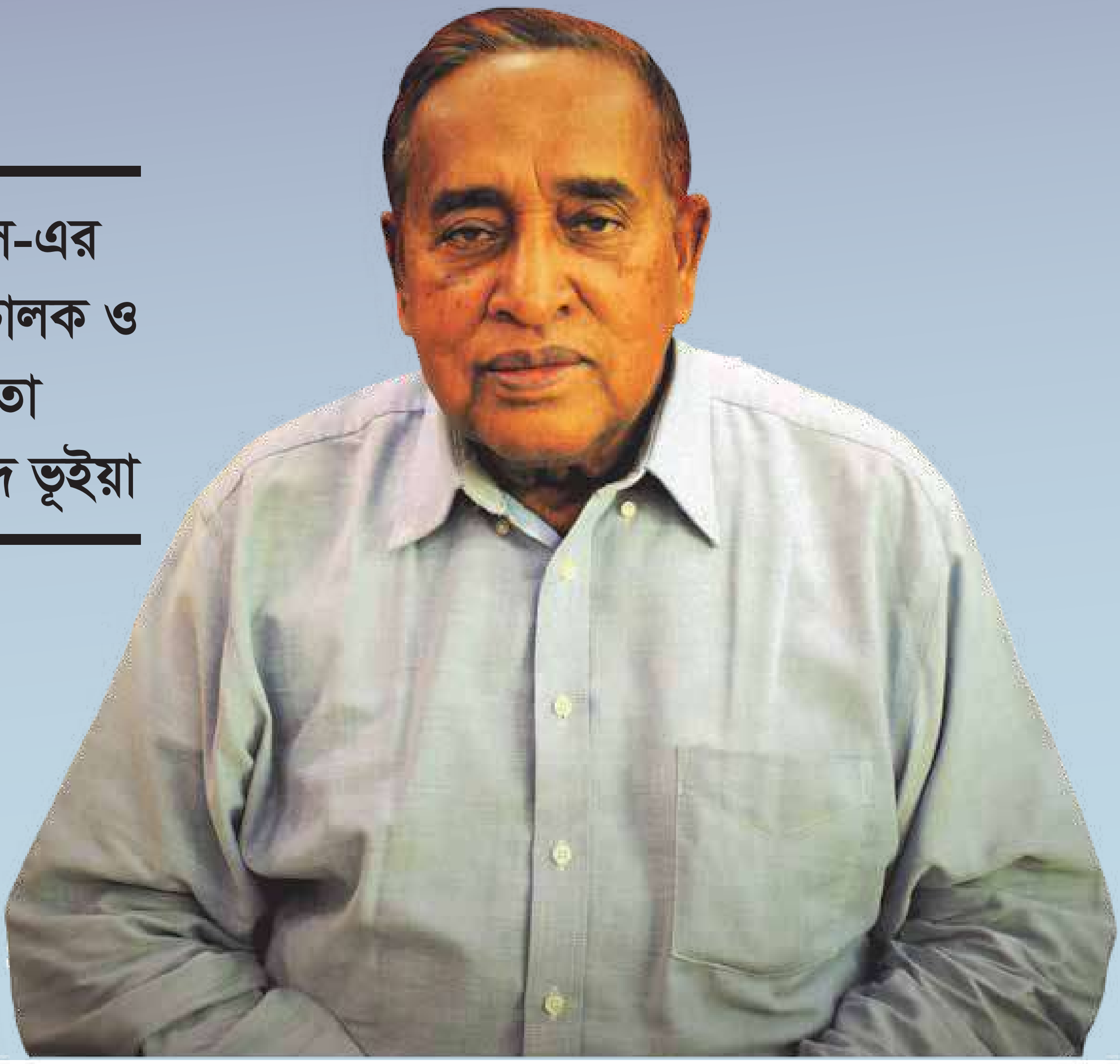

এসএসএস-এর
নির্বাহী পরিচালক ও
প্রতিষ্ঠাতা
আব্দুল হামিদ ভূইয়া

সাধন চন্দ্র গুণ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

মাহবুবুল হক ভূইয়া
পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন)

সন্তোষ চন্দ্রপাল
পরিচালক (ঋণ)

মো. আমিনুল ইসলাম খান
উপ-পরিচালক (নিরীক্ষা)

ডা. আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া
উপ-পরিচালক (স্বাস্থ্য)

স, ম, ইয়াহিয়া
উপ-পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)

দীপ্তিময় বড়ুয়া
উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

এ.এইচ.এম আকরাম হোসেন
জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন)

হাফিজা তাসনিম
কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (আইটি)

আর্থিক পরিষেবা বিভাগ

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও ইতিবাচক অনুশাসন প্রতিষ্ঠা এসএসএস-এর কেন্দ্রিয় লক্ষ্য-বিন্দু। এই রূপকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক পরিষেবা কর্মসূচি নিবেদিত। এই মৌলিক কর্মসূচি সাধারণ পরিবারসমূহের আয়বর্ধন, সম্পদ-সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার ও উন্নয়ন, সামজিক অবস্থান এবং কল্যাণ বৃদ্ধির অন্যতম মূলভিত্তি। আর্থিক পরিষেবা বিভাগ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সুসংগঠিতকরণ, নেতৃত্বের বিকাশ, আর্থসামাজিক সচেতনতার বিস্তরণ, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সেবা, ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় ও মূলধন পুঞ্জিভূতকরণ, সুরক্ষা তহবিল কার্যক্রম, বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তর, প্রযুক্তির হস্তান্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং সুসম্পর্ক রক্ষা-সহ আরও বেশকিছু র্কমকাণ্ড বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত।

একইসঙ্গে--কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সমৃদ্ধি, অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন (নেম) ইত্যাদি কার্যক্রম এই বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই বিভাগের কার্যক্রম একজন দক্ষ পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ

প্রগতির মূলে মানুষ ও দক্ষতা। অন্যদিকে সেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মানুষেরই হাতে। এসএসএস-এর মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ কর্মী নিয়োগ, দক্ষতা, মানবতা, সৃজনশীলতা, সম্পদ-সক্ষমতার যথার্থ ব্যবহার, নেতৃত্বের উন্নয়ন, কাঠামোগত সুশৃঙ্খলা ও সর্ব-স্তরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে। সংস্থার নেতৃস্থানীয় বিভাগসমূহের মধ্যে মানবসম্পদ ও প্রশাসন অন্যতম। ভিশন-মিশন কেন্দ্রিক বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে এই বিভাগ কর্ম-তৎপর। মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ কর্মীবাহিনীর উন্নয়ন, কর্মসম্পাদন, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের বিকাশ, দক্ষতা ও সম্ভাবনার উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা ও টেকসহিতা, কর্মপরিবেশ উপযোগীকরণ, অফিস বিধিবিধান, সম্পদ-সক্ষমতা দক্ষ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ, লজিস্টিক সরবরাহ, সার্বিক ব্যবস্থাপনা সক্রিয় রাখা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড গতিশীল হস্তে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই বিভাগের বিচিত্র সৃজনশীলতা, উদ্যোগ ও কর্মপন্থায় কর্মসম্পাদন ত্বরান্বিত হচ্ছে, সংস্থা কাঙ্ক্ষিত পথে এগিয়ে চলছে। ফলে, কর্মনিষ্ঠ কর্মী এবং উত্তম উন্নয়ন-সদস্য সৃষ্টি হচ্ছে। মেধা, দক্ষতা, প্রেরণা, উপযুক্ত কর্মপরিবেশ, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, সুস্বাস্থ্য ও ইতিবাচক নেতৃত্বের চর্চা ক্রমবিকাশিত ধারায় প্রস্ফুটিত হচ্ছে। একজন পরিচালকের নিবিড় নেতৃত্বে এসএসএস-এর মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডসমূহ নিম্নরূপ:

- সামাজিকীকরণ, প্রশিক্ষণ ও কর্মবাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীদের কর্মসম্পাদন বৃদ্ধি;
- কর্মীদের লুকায়িত সম্ভাবনাকে জাগ্রতকরণ এবং পেশাদারি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- কর্মী নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, কর্মে নিয়োজিতকরণ ও দায়িত্ব প্রদান, বদলি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, মূল্যায়ন, পদোন্নতি, অবসর ইত্যাদি কর্মকাণ্ড যথাসময়ে সম্পাদন;
- বেতনভাতা বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশ, প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব প্রদান এবং পেশাদারি মনোবৃত্তির উন্নয়ন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্যভূমিকা পালন, অন্যান্য বিভাগকে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান এবং সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিভাগ ও সেকশনে নেতৃত্ব প্রদান;
- অফিসিয়াল শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অনিয়ম দূরীকরণ, প্রশাসনিক নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংস্করণে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা পেশকরণ;
- লজিস্টিক চাহিদাপত্র অনুমোদন, প্রশাসনিক নোট ও অফিস সার্কুলার প্রচার এবং চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র প্রতিষ্ঠানে লজিস্টিক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- সংস্থার সরঞ্জাম ও মেশিনের সক্রিয়তা নিশ্চিতকরণে সরঞ্জাম ও মেশিনের মেরামত এবং নতুন করে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সংস্থার পক্ষ থেকে সরকারি অফিস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দাতা ও নেটওয়ার্কিং সংস্থা, গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা;
- সাপোর্টিং সার্ভির্স স্টাফদের জন্য কার্যপরিচালনার পদ্ধতির উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা ও সচেতনতা নিশ্চিতকরণ;
- কর্মী, সম্পদ, মজুদপণ্য, অবকাঠামো ও ডকুমেন্টেশনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরা এবং অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ও ইউটিলিটিজ--বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, লাইট, জেনারেটরসহ অন্যান্য ব্যবস্থার সক্রিয়তা ও সরবরাহ চলমান রাখা;
- সংস্থার ক্যান্টিন, রেস্ট হাউস, প্রোটোকল ও অভ্যর্থনা ব্যবস্থাপনা, বিল্ডিং নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি নিবন্ধন, লাইসেন্স নবায়ন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা, বিদেশভ্রমণ, ভিজিটর ও গেস্ট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দেখাশোনা করা।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব ব্যবস্থার উপর সংস্থার স্বচ্ছতা, সততা, সুনাম ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। অর্থ ও হিসাব বিভাগ সংস্থার অন্যতম একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংস্থার অর্থায়ন, আর্থিক ইতিহাস সংরক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় এই বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সংস্থার সকল আর্থিক কর্মকাণ্ড (ইন-ফ্লো ও আউট-ফ্লো) দেখাশোনা ও আইনগত প্রক্রিয়া প্রতিপালন করে। কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা, দাতা ও ঋণদাতা সংস্থা, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্যদেরকে নির্ভুল আর্থিক তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে। সংস্থার সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও কার্যকারিতা যাচাই ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই বিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। সংস্থার সার্বিক-স্তরে মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা, সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিসাব বিভাগ কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। সংস্থার অর্থ ও হিসাব বিভাগ দশ ধরনের বিশেষায়িত ও কার্যক্রম সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত। নিম্নে এই কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো:

১ **আর্থিক লেনদেন ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ:** সংস্থার সকল ধরনের লেনদেন পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করা, যাতে অনায়াসে লেদেনের চিত্র উদ্ধার ও পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়। সকল-পর্যায়ে লেনদেনসমূহ: ACCURATE (A = Actual --প্রকৃত, C = Complete--অখণ্ড, C = Cost-benefit effectiveness--আয়ব্যয় কার্যকারিতা, U = User targeted --ব্যবহারকারী কেন্দ্রিক, R = Relevant --প্রাসঙ্গিক, A = Authoritative--কর্তৃত্বব্যঞ্জক, T = Timely--সময়োচিত এবং E = Easy to use--সহজে ব্যবহারযোগ্য) কাঠামোতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

২ **অর্থায়ন ও মূলধন পুঞ্জিভূতকরণ:** সংস্থার আন্তঃ ও বহিঃ অর্থায়ন এবং মূলধন পুঞ্জিভূতকরণে সংশ্লিষ্ট বাজার, সক্ষমতা, সুযোগ ও সম্ভাবনা, আয়-ব্যয় ও অন্যান্য আর্থিক নিয়ামকসমূহ বিশ্লেষণ করে কর্তৃপক্ষ ও ব্যস্থাপনাকে সার্বিক সহায়তা দেওয়া।

৩ **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ রক্ষণাবেক্ষণ:** সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান।

৪ **কর্মসম্পাদন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:** সংস্থার কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের ভিত্তি-নির্দেশক প্রদান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা দান।

৫ **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ:** সংস্থার সকল ধরনের ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং ব্যয়হ্রাসের পন্থা ও বাস্তবসম্মত সংস্করণের পরামর্শ প্রদান।

৬ **আর্থিক প্রতিবেদন:** সংস্থার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা ও সক্ষমতা প্রকাশ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সুযোগ ও সম্ভাবনার উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রতিটি কর্মসূচি ও প্রকল্পের আর্থিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রকৃত আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

৭ **পরিকল্পনা ও বাজেট:** সংস্থার বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরির জন্য হিসাবরক্ষণ ও সার্বিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রাক্কলন করা।

৮ **রাজস্ব ব্যবস্থাপনা:** সংস্থার তহবিল ব্যবস্থাপনা, বিশেষত--নগদ ও চলতি মূলধন, দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, ইক্যুইটি অর্থায়ন এবং আর্থিক ঝুঁকিসমূহ নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করা।

৯ **জাতীয় রাজস্ব:** সংস্থার বিভিন্ন লেনদেন ও কর্মকাণ্ডে কর এবং ভ্যাট প্রদানে বিধি মোতাবেক কর ও ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ ও জমা প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে বৈধ সুযোগ অনুসন্ধান করে কর ও ভ্যাটের মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০ **কৌশলগত আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** কৌশলগত আর্থিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক অংশ হিসেবে সংস্থার বিভিন্ন-স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড, ব্যয়, রাজস্ব ও মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রতিবেদন প্রদান করা।

আন্তঃনিরীক্ষা বিভাগ

কার্যক্রমের বিশুদ্ধতা ও কার্যকারিতা দেখভালের প্রমিত উপায় হলো: নিরীক্ষা। এসএসএস-এর আন্তঃনিরীক্ষা বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে সংস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সম্পৃক্ত। আন্তঃনিরীক্ষা সংস্থার একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র বিভাগ। নির্বাহী পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এই বিভাগের মুখ্য দায়িত্ব। একইসঙ্গে এই বিভাগ হতে সংস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন, উন্নয়ন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি, সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থাপনাকে নির্ভরযোগ্য তথ্য, মূল্যায়ন, প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এই বিভাগ সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত নিরীক্ষা, পদ্ধতিগত নিরীক্ষা, বিশেষ নিরীক্ষা, অনুসন্ধান, সম্পদ-পরিসম্পদের নিরীক্ষা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে। সংস্থার বৃহত্তর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে একটি নিরীক্ষা পর্যালোচনা কমিটি সমগ্র নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকাণ্ড দেখাশোনা করে। একজন উপপরিচালকের অধীনে বেশকিছু দক্ষ জনবলের মাধ্যমে এবিভাগ কর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছে। এই বিভাগ অনুমোদিত নিরীক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে।

এই বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিম্নরূপ:

- সম্পদের প্রকৃত অস্তিত্ব পরীক্ষা ও সম্পদ রক্ষায় যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা;
- আন্তঃনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করা;
- নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে সুপারিশ করা;
- কর্মকাণ্ডের নীতি ও প্রক্রিয়ার সাথে প্রতিপালন এবং উত্তম বাস্তবায়ন অনুশীলন মূল্যায়ন;
- কর্মকাণ্ডের অর্জন উদ্দেশ্যভিত্তিক অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
- অভিযুক্ত প্রতারণা, আত্মসাৎ, চুরি, অপচয়, অপেশাদার আচরণ, যৌন হয়রানি ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করা;
- নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় নির্বাহী পরিচালকের উপস্থিতিতে নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ উন্নয়নে এসএসএস-এর প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন এবং মানবসম্পদ ও ব্যবস্থাপনার বিকাশ নিশ্চিতকরণে এই বিভাগ সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রম বাস্তায়ন করছে। এক্ষেত্রে, দলগত গতিশীলতা, ঋণ ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম সফলকরণ ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, সফটওয়্যার পরিচালনা ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতার উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, আয়বর্ধনশীল কার্যক্রম, নেতৃত্ব ও উদ্যোক্তার উন্নয়ন, জীবিকার পুনর্বাসন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানে তাত্ত্বিক ও হাতেকলমে পর্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

সংস্থার প্রশিক্ষণ বিভাগের দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। আধুনিক অবকাঠামো ও সাজসজ্জায় পরিপূর্ণ এই কেন্দ্র দুটিতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ধারণ ক্ষমতা মোট ৬০ জনের। মাঝেমধ্যে এই কেন্দ্রসমূহ অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্যও ভাড়া দেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে সংস্থার প্রয়োজনের অগ্রাধিকার সর্ব-মাত্রায় গুরুত্ব পায়। একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের সমন্বয়ে এবং একজন পরিচালকের নেতৃত্বে এই বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ

সুষম উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে সংস্থা স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দ্বারপ্রান্তে নামমাত্র মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্যবস্তু। একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বেশকিছু সংখ্যক কর্মীর সমন্বয়ে সংস্থার স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। সমৃদ্ধ ও সুখী সমাজ বিনির্মাণে এই বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

এই বিভাগের অন্যতম কার্যক্রম হলো: এসএসএস সাধারণ হাসপাতাল, এসএসএস চক্ষু বিভাগ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি পরিচালনা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প, বিশেষ চিকিৎসা ক্যাম্প, পুষ্টি ক্যাম্প, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, অ্যানিমিয়া প্রতিরোধক কার্যক্রম, কৃমিনাশক, আয়রন ট্যাবলেট ও ভিটামিন-এ ক্যাপসুল বিতরণ, চক্ষু অপারেশন ও লেন্স প্রতিস্থাপন, টিকাদান কর্মসূচি ও অন্যান্য।

শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ

মানবতা ও উর্বরতা শিক্ষা ও শিশু উন্নয়নের গুণগত নির্দেশক। ঐশ্বর্য লাভ ও মানবসম্পদের উন্নয়ন এরই মধ্যে আন্তর্নিহিত। এসএসএস-এর উন্মোচন শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে হয়। বর্তমানে এসএসএস শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন-বিষয়ক অনবদ্য বিচিত্র কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত। বিশেষত--সংস্থা ছিন্নমূল ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ও উন্নয়ন নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতি-গঠন এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যবিন্দু। বর্তমানে একজন সিনিয়র কর্মসূচি ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

এই বিভাগের অধীনে এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল, এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম, এসএসএস টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশন্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) ইনস্টিটিউট, এসএসএস বেসরকারি পলিটেক্নিক ইনস্টিটিউট, শিক্ষাবৃত্তি, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম, কৈশোর কর্মসূচি, কারাতে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকাণ্ড প্রাতিষ্ঠানিক শ্রীবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে বিকল্প নেই। মৌলিক গবেষণা নির্ধারিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ ও নিবিড় করে। সংস্থার আধিপত্য সুদৃঢ় হয়। সুনাম ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে প্রকাশনাসমূহ সংস্থার ইতিবৃত্ত, উন্নয়ন, সাফল্য ও উদ্ভাবন সংরক্ষণ এবং প্রচার করে। জনসম্মুখে সংস্থাকে উপস্থাপন ও তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ সহজতর হয়। এসএসএস-এর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদিত ও প্রকাশিত প্রিন্টিং ও ডিজিটাল প্রকাশনাসমূহ সংস্থার ভাবমূর্তি প্রস্ফুটিত করেছে। সংস্থাকে অনুপম নান্দনিকতা ও বিশিষ্টতা দিয়েছে। বিশ্বদরবারে সংস্থার কৃতি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

এছাড়াও এ-বিভাগ সংস্থার সার্বিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করে। দাতা সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা-বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিবেদন প্রদান করে। সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী অনুসন্ধানমূলক কর্মকাণ্ড, চলমান কর্মসূচির মূল্যায়ন ও গবেষণা পরিচালনা করে। একই প্রান্তে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-পর্যায়ে সংস্থার এবং উন্নয়ন-সদস্যগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পুরস্কার ও স্বীকৃতির আবেদন-পত্র পেশ করে। এই বিভাগটি একজন উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পাঁচজন কর্মীর সমন্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তি সেকশন

তথ্য প্রযুক্তি সেকশন সংস্থার মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের অন্যতম একটি অংশ। সংস্থার ভিশন-মিশন কেন্দ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা অতীব প্রয়োজন। নিরাপদ, সুরক্ষা ও বিশুদ্ধতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তথ্য প্রযুক্তি সেকশন সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডকে সহজ ও গতিশীল করে যাচ্ছে। ফলে, তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিবেদন তৈরি, ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদান, এমআইএস ও এআইএস, ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড স্বয়ংক্রিয় ও ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এরজন্য সংস্থা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও করেছে। তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক একটি অবকাঠামো সৃষ্টি হয়েছে।

২৮ জন প্রশিক্ষিত-দক্ষ ও নিবেদিত কর্মী এবং একজন কর্মসূচি ব্যবস্থাপকের অধীনে এই সেকশন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে যাচ্ছে।

এসএসএস-এর বিগত ১৫ বছর: ক্রমবিকাশের পঞ্জি

২০১৬-১৭

- ওবিএ স্যানিটেশন, চাকরিজীবী ও বিশেষ ঋণ কার্যক্রম শুরু।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি নব-রূপায়নে যাত্রা শুরু।
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- নতুন ৪টি জেলায় কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ।

২০১৭-১৮

- নবান্ন ঋণ, স্টার্ট-আপ ক্যাপিটেল ও লিজিং ফাইন্যান্স ঋণ শুরু।
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি কর্মসূচির নব-সংস্করণে যাত্রা শুরু।
- নতুন ২২টি শাখা খোলা হয়।

২০১৮-১৯

- এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর যাত্রা শুরু।
- কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু।
- প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সূচিত হয়।

২০১৯-২০

- পুনঃঅর্থায়ন ঋণ চালু।
- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কর্মীদের একদিনের মূল বেতনের টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান।
- নতুন ৫৫টি শাখা অফিস খোলা হয়।
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সংস্থার ১.৭৬ কোটি টাকা প্রদান।

২০২০-২১

- ইসিসিসিপি-ফ্লাড, আইজিএপি প্রকল্প ও এলআরএল কার্যক্রম শুরু।
- নতুন ৩০টি শাখা অফিস খোলা হয়। নতুন ৩টি জেলার ১,৯৭৫টি গ্রামে সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ২৭,১২০.৫০ কোটি টাকা। মোট উন্নয়ন-সদস্য ৭,৭০,০৪৪টি পরিবার।
- মোট শাখা অফিস ৪৩৮টি এবং কর্মী সংখ্যা ৫,০৪৪ জন।

২০২১-২২

- আরএমটিপি প্রকল্পের সূচনা।
- নতুন শাখা সংযুক্ত হয় ১১৩টি।
- কর্মএলাকা সম্প্রসারণ লাভ করে ৪২টি (নতুন ৭টি) জেলায়।
- ঋণ বিতরণ ৬,১৯৪.৪৪ কোটি টাকা।
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ৩৩,৩১৪.৯৪ কোটি টাকা।
- মোট উন্নয়ন-সদস্য ৯,৪৯,৪৫৭টি পরিবার।
- মোট শাখা অফিস ৫৫১টি এবং কর্মী সংখ্যা ৫,৯৯১ জন।

২০২২-২৩

- নতুন শাখা সংযুক্ত হয় ৩২টি।
- কর্মএলাকা সম্প্রসারণ লাভ করে ৪৩টি (নতুন ১টি) জেলায়।
- ঋণ বিতরণ ৭,৯৯৩.৪৭ কোটি টাকা।
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ৪১,৩০৮.৪১ কোটি টাকা।
- মোট উন্নয়ন-সদস্য ১০,৫২,১৮৮টি পরিবার।
- মোট শাখা অফিস ৫৮৩টি এবং কর্মী সংখ্যা ৬,৩৯১ জন।

২০১৫-১৬

- কেজিএফ ও লিফট ঋণ কার্যক্রম সূচিত হয়।
- ৫৪টি নতুন শাখা খোলা হয়।

২০১৪-১৫

- সিসিসিপি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শুরু।
- এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পেস প্রকল্প শুরু।
- ২২টি নতুন শাখা সূচিত হয়।

২০১৩-১৪

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে সম্পদ সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।

২০১২-১৩

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ড বিষয়ক ঋণ কার্যক্রম শুরু।
- অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি শুরু।
- এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন অফিসের ১২-তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন।
- এসএসএস-এর সিটি-গ্রুপ হতে শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার অর্জন।

২০১১-১২

- পুনঃ অর্থায়ন ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।
- এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোমের পাঁচ জন ছাত্রছাত্রীর আন্তর্জাতিক হাইস্কুল কারাতে এবং কিক্-বক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ (২৪ মে হতে ১ জুন ২০১২)।
- ৬টি নতুন শাখা সূচিত হয়।

২০১০-১১

- এসএসএস-টিভিইটি ইনস্টিটিউট-এর যাত্রা শুরু।
- টাঙ্গাইল সদরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বাস্তবায়ন সূচিত হয়।

২০০৯-১০

- মোট উন্নয়ন-সদস্য ৩,৪৮,১৮৭ জন।
- মোট কর্মএলাকা ২৭টি জেলা, ১৩৪টি উপজেলা এবং ৬,৯২২টি গ্রামে সম্প্রসারিত।
- মোট শাখা ২০৬ টি।
- ঋণবিতরণ ৫৫৪.২০ কোটি টাকা।
- মোট মানবসম্পদ ২,১৪৪ জন।

২০০৮-০৯

- কৃষি-ক্ষেত্র ক্ষুদ্রঋণ (এএমসি) শুরু হয়।
- ৬টি নতুন শাখা সূচিত হয়।
- এসএসএস-এর সিটি-গ্রুপ হতে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার অর্জন।

এসএসএস-এর কর্মসূচি

ভিশন-মিশন বাস্তবায়নে এসএসএস অনুশীলন করে অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টিশীলতা। সংস্থার অতীত ও বিদ্যমান কর্মপন্থার আলোকে রূপায়িত হয়েছে বস্তুনিষ্ঠ কর্মমালা ও প্রণালী। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মানবতার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা হলো--সংস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। সংস্থার উদ্যম ও সঞ্জীবিত প্রচেষ্টায় সৃজন হয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা। এসএসএস-এর চলমান মুখ্য কর্মসূচিসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- সম্ভাবনা ও সক্ষমতার উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- ঋণ কর্মসূচি
- সঞ্চয় কর্মসূচি
- জাগরণ
- অগ্রসর
- সুফলন
- বুনিয়াদ
- সাহস
- স্যানিটেশন ঋণ
- সমৃদ্ধি কর্মসূচি
- কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
- অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি
- ড্রাগন ফলচাষ সম্প্রসারণ
- মধুপুর অঞ্চলে নিরাপদ আনারসচাষ প্রকল্প
- আরএমটিপি
- পেস প্রকল্প
- দেশি মুরগির বাণিজ্যিক খামার প্রকল্প
- কাদাকনাথ মুরগিপালন প্রকল্প
- সুরক্ষা তহবিল কর্মসূচি
- রেমিটেন্স ট্রান্সফার কার্যক্রম
- বিবিধ ঋণ প্রোডাক্ট

২০২২-২৩
অর্থবছরে সংস্থা

ঋণ আদায়ের হার
৯৯.৫২%

ঋণ বিতরণ:
৭,৯৯৩.৪৭ কোটি টাকা

ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ:
৪১,৩০৮.৪১ কোটি টাকা

ঋণস্থিতি:
৪,২৫৮.৯৪ কোটি টাকা

ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা:
৮,১৩,২৪৭ জন

উপলক্ষিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামজিক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অনেক। এসএসএস উন্মোচন-পর্ব থেকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ঐশ্বর্য-বর্ধনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই বহুমাত্রিক কর্মসূচির মূলে রয়েছে আর্থিক পরিষেবা কর্মকাণ্ডের দৃঢ় সম্পৃক্ততা। দারিদ্র্য দূরীকরণের মৌলিক উপায় হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে পরিচিত। এসএসএস ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। এই কর্মসূচির বিশেষত্ব--সুবিধাবঞ্চিত পরিবারে জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করা। এছাড়াও দেওয়া হয় কারিগরি ও প্রশিক্ষণ-বিষয়ক পরিষেবা। তারা গৃহীত ঋণ ও পরিষেবা সম্পদ-সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারে বিনিয়োগ করে। ফলে, প্রান্তিক-স্তরে আয় ও জীবনমান বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে সংস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৫৮৩টি শাখার মাধ্যমে ৪৩টি জেলার ৩৪৭টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। প্রান্তিক-স্তরে ২৫,৭৯১টি গ্রামের অধিবাসী সংস্থার পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এই কর্মসূচি সংস্থার আভ্যন্তরীণ তহবিল, পিকেএসএফ, দেশি-বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।

বছরভিত্তিক সদস্য ও ঋণ গ্রাহক বৃদ্ধি

বছরভিত্তিক (পাঁচ বছর) ঋণ বিতরণ ও স্থিতি

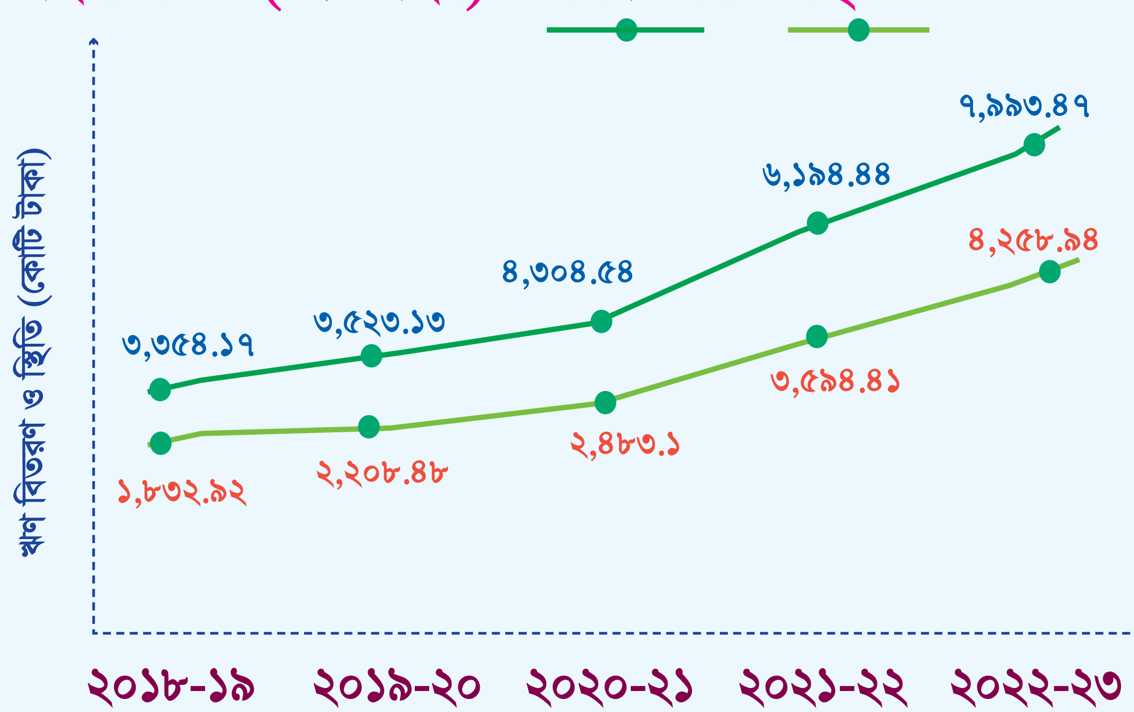

খাতভিত্তিক অগ্রসর ঋণ বিতরণ (২০২২-২৩)

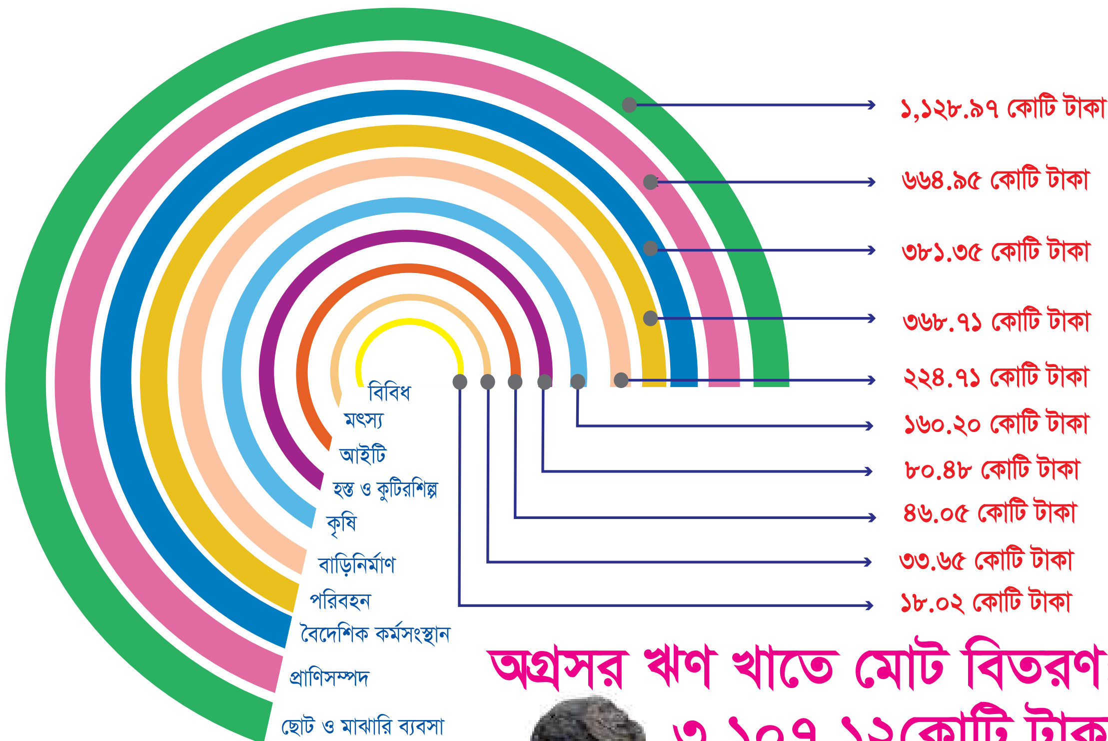

অগ্রসর ঋণ খাতে মোট বিতরণ:
৩,১০৭.১২কোটি টাকা

সঞ্চয় কর্মসূচি

বর্তমান ভোগের কিয়দাংশ ভবিষ্যতের জন্য জমানো আর্থিক অবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সঞ্চয় মূলধন ও সম্পদ বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি দূরীকরণে জমাকৃত সঞ্চয় মহা-সহায়ক হিসেবে পাশে থাকে। এসএসএস-এর উন্নয়ন পদ্ধতির অন্যতম এক অঙ্গ হলো: সমিতিভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয় জমানোর জন্য উৎসাহিত করা। উন্নয়ন-সদস্যগণের চাহিদা ও আর্থিক অবস্থা বিচারে এসএসএস-এর সঞ্চয় প্রোডাক্টসমূহ প্রবর্তিত। সংস্থার সঞ্চয় প্রোডাক্টসমূহ পাশে তুলে ধরা হলো। ৩০ জুন ২০২৩, সংস্থার সঞ্চয়স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২,০১৬.১৭ কোটি টাকা। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সময়ে সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২৩.৮০ শতাংশ।

সঞ্চয় প্রোডাক্টসমূহ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি ২৩.৮০%

বছরভিত্তিক সঞ্চয়স্থিতি (পাঁচ বছরের)

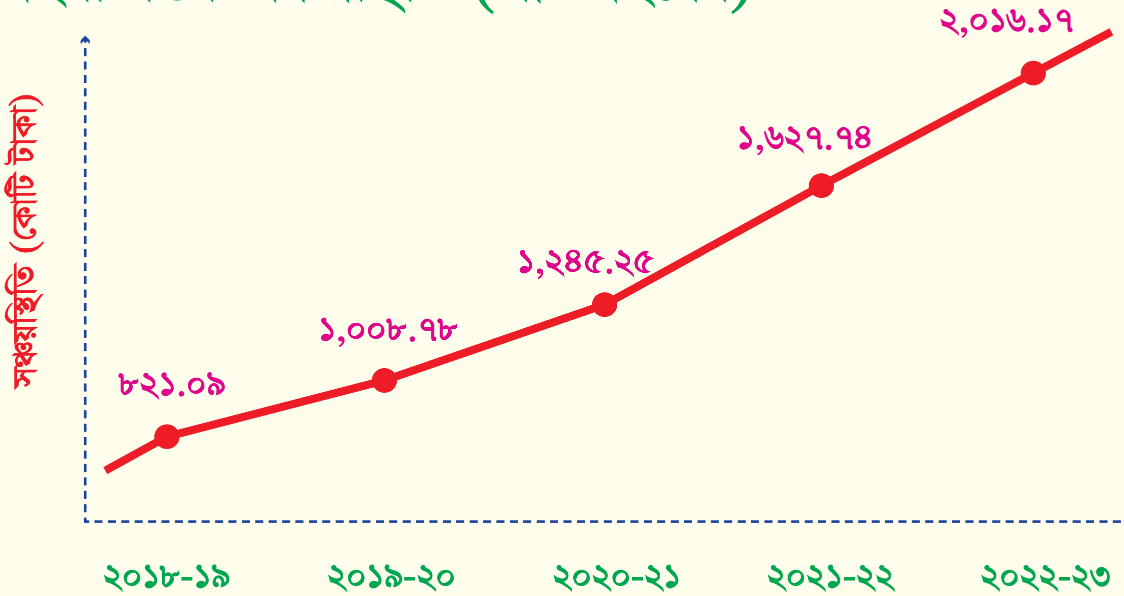

ঋণের প্রোডাক্ট-ভিত্তিক বিবরণ

জাগরণ

অভীষ্ট পরিবারসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার জন্য এই কার্যক্রমের প্রচলন হয়। এই ঋণ প্রোডাক্টটি দারিদ্র্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের জন্য রূপায়িত। এসএসএস জাগরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে ১৯৯১ সালে। স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্বল্প পরিসরে আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়। সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকায় এই ঋণ প্রদান চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাগরণ খাতে ৩,৩১৮.০২ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়। ঋণের সঙ্গে সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সেবাও প্রদান করা হয়। আদায়ের সার্বিক হার ৯৯.৬৩ শতাংশ। বিতরণ ও গ্রাহকের দিক থেকে এটি সংস্থার ঋণ কর্মসূচির অন্যতম বৃহৎ খাত।

২০২২-২৩ অর্থবছরে জাগরণ খাতে ঋণ বিতরণ ৩,৩১৮.০২ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৯.৬৩%।

অগ্রসর (ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ)

অগ্রসর ঋণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বিশেষ ঋণ প্রোডাক্ট। এসএসএস ২০০২ সালে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো: ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নের মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। অন্যতম প্রধান ঋণ প্রোডাক্ট হিসেবে সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মূলধারার ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ জামানত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া ঋণ প্রদান করে না। আবার এসকল প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ছোট ঋণ প্রদানের কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও পিছিয়েপড়া পরিবারের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ মূলধনের অভাবে তাদের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ঋণের আদলে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তাদের আর্থিক চাহিদা পরিপূরণ করছে। এছাড়া উদ্যোক্তাদেরকে কারিগরি সহায়তা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, বাজার-সংযোগ ইত্যাদি সহায়তাও দেওয়া হয়। ফলে, সহজে উদ্যোক্তাগণ তাদের ব্যবসাকে বড় করতে পারে। সংস্থার প্রতিটি সমিতিতে অগ্রসর ঋণ গ্রাহক থাকে। তবে কিছুকিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অগ্রসর ঋণের সদস্যদের নিয়ে সমিতি-গঠন করা হয়।

সংস্থার সার্বিক সেবাপরিষেবা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি এবং সম্প্রসারণে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে। সমাজে উদ্যোক্তাদের গ্রহণযোগ্যতাসহ আর্থিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি গতিশীল হচ্ছে। সমাজ হতে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখছেন।

৩০ জুন ২০২৩ প্রান্তে সংস্থায় উন্নয়ন-সদস্যদের মধ্যে **২,২১,৪৪৩ জন** উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। নারী উদ্যোক্তা **৯৯%**। এই সকল উদ্যোক্তা প্রায় নয় লক্ষ পরিবারের আয়ের ব্যবস্থা করেছেন। প্রায় সাত লক্ষ নারী এই উদ্যোগসমূহে কাজ করছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে **৩,১০৭.১২** কোটি টাকা।

বছরভিত্তিক (পাঁচ বছর) অগ্রসর ঋণ বিতরণ

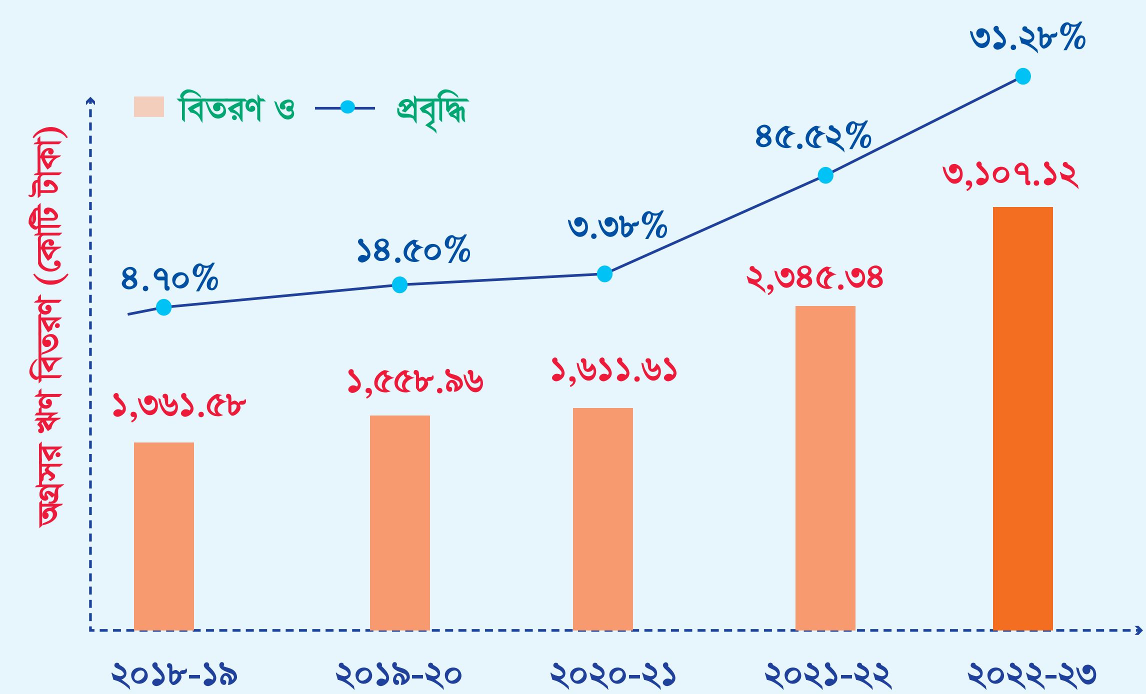

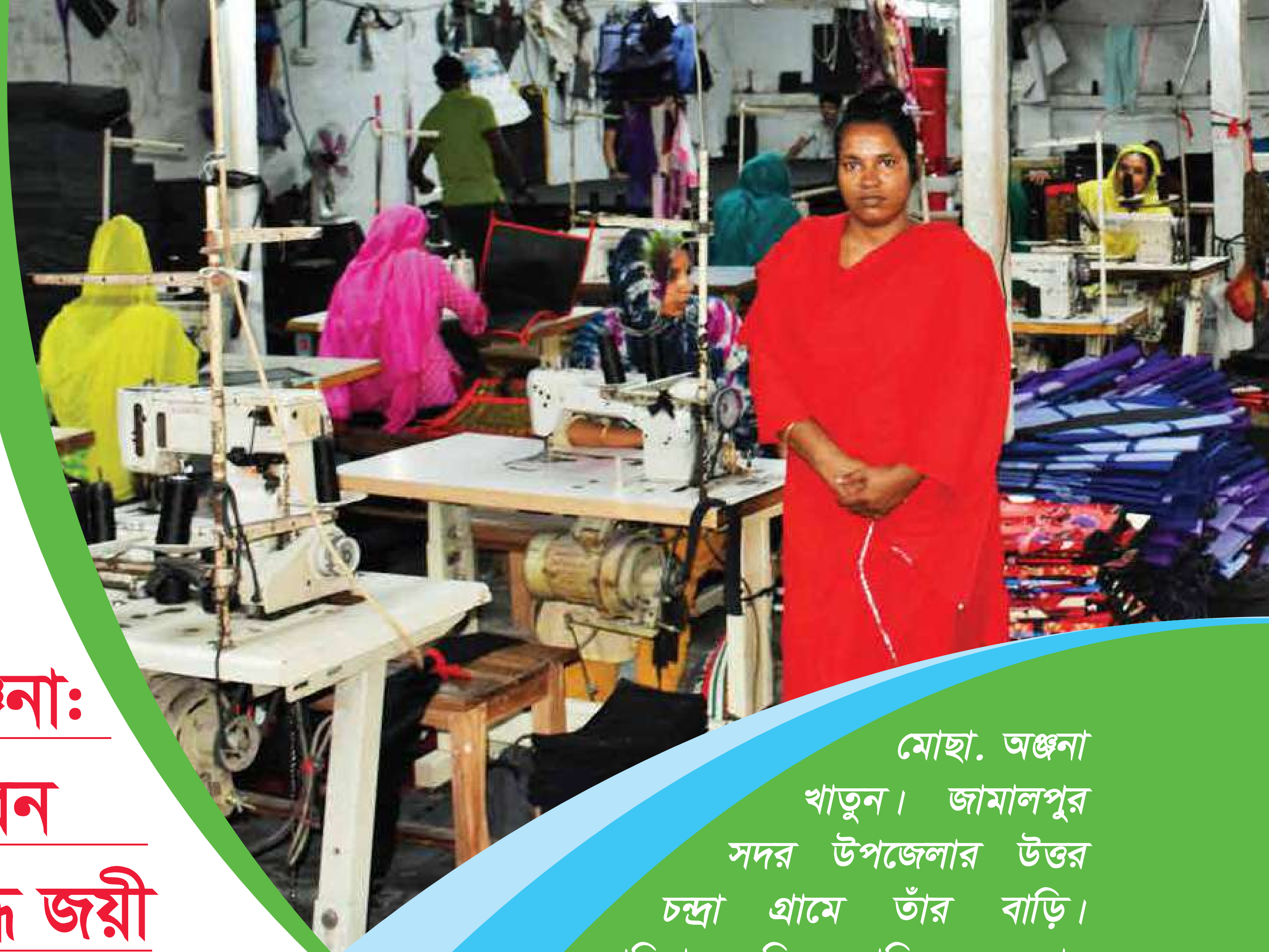

অঞ্জনা: জীবন যুদ্ধে জয়ী এক নারীর গল্প

মোছা. অঞ্জনা খাতুন। জামালপুর সদর উপজেলার উত্তর চন্দ্রা গ্রামে তাঁর বাড়ি। পরিবারে ছিল দারিদ্র্য। অভাব বিরাজ করত সর্বত্র। বেশিদূর লেখাপড়া হয়নি। পড়েছেন দশম শ্রেণি পর্যন্ত।

অঞ্জনার ছোটবেলা থেকেই হস্তশিল্পের প্রতি উৎসাহ ছিল। মামির কাছে অঞ্জনা হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নিরন্তর প্রচেষ্টা অঞ্জনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এসএসএস-এর আর্থিক সহযোগিতা তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দান করে। পাল্টে যায় আর্থিক অবস্থা ও জীবনমান।

২০০৭ সালে অঞ্জনা এসএসএস-এর ০৫ নং চন্দ্রা মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন। অতিদরিদ্র কর্মসূচির অধীনে ৩,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা হস্তশিল্প ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। এরপর তিনি এসএসএস হতে বেশ কয়েকবার ঋণ গ্রহণ করেন। সময়মত সকল কিস্তি প্রদান করেন। বর্তমানে এসএসএস হতে ছয় (০৬) লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও এসএসএস হতে পেয়েছেন কারিগরি ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক বিভিন্ন সহায়তা।

অঞ্জনার হস্তশিল্পে উৎপাদিত হয়: থ্রি-পিছ, ওয়ান-পিছ, চাদর, ব্যাগ, কাঁথাসহ বিভিন্ন পণ্য। কারখানায় কাজ করে ৪৮ জন কর্মী। তাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী, যাদের বেতন ৩,০০০ হতে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া স্থানীয় প্রায় ৫,০০০ মহিলা খণ্ডকালীন কর্মী হিসেবে কাজ করে। বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে অঞ্জনা স্বামী ও এক পুত্র সন্তান নিয়ে সুখী, স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপন করছেন। ভবিষ্যতে কারখানাটি আরও সম্প্রসারিত করার স্বপ্ন রয়েছে তাঁর।

সুফলন (মৌসুমি ঋণ)

কৃষক পরিবারে মৌসুমভিত্তিক প্রয়োজনীয় চাষাবাদ সক্রিয় রাখতে সুফলন ঋণের সূচনা হয়। সুফলন এসএসএস-এর অন্যতম প্রধান সহায়ক ঋণ। এই ঋণ কার্যক্রম সংস্থা ২০০৬ সালে শুরু করে। কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ খাতে মৌসুমভিত্তিক এই ঋণ দেওয়া হয়। এই কার্যক্রম সংস্থার ৫৮৩টি শাখায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ঋণের বিশেষত্ব হলো: গৃহীত ঋণের টাকা পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয়ের পর এককালীন পরিশোধ করতে হয়। ঋণের মেয়াদ সাধারণত ছয় থেকে আট মাস। ঋণের টাকা মৌসুমভিত্তিক সবজিচাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, প্রাণিসম্পদ-পালন ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা হয়। কৃষকগণ একটি মুখ্য ঋণের সাথে সুফলন ঋণ সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে, তাদের চলতি কার্যক্রম অধিক গতিশীল হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থা সুফলন খাতে ঋণ বিতরণ ১,২৯৯.৫৩ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জিভূত বিতরণ ৫,২৯৯.৮৭ কোটি টাকা।

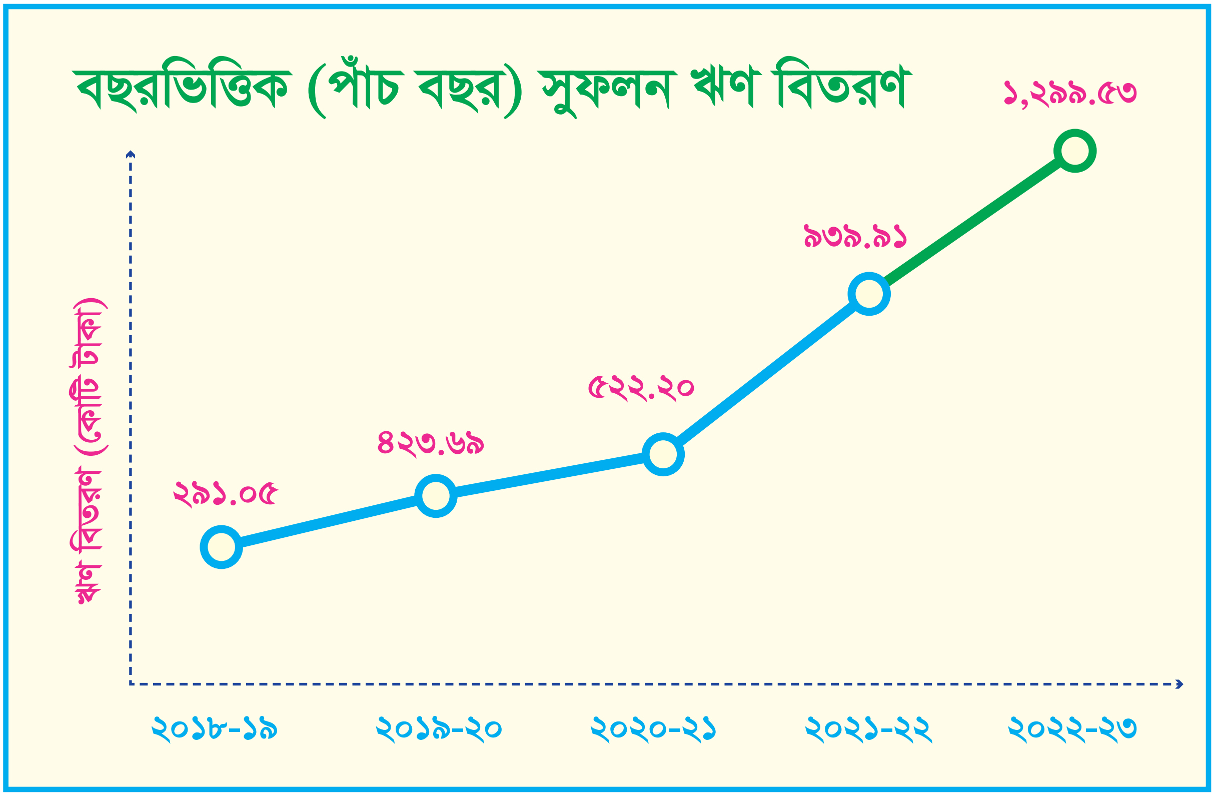
বছরভিত্তিক (পাঁচ বছর) সুফলন ঋণ বিতরণ
ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)
২৯১.০৫
৪২৩.৬৯
৫২২.২০
৯৩৯.৯১
১,২৯৯.৫৩
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১
২০২১-২২
২০২২-২৩

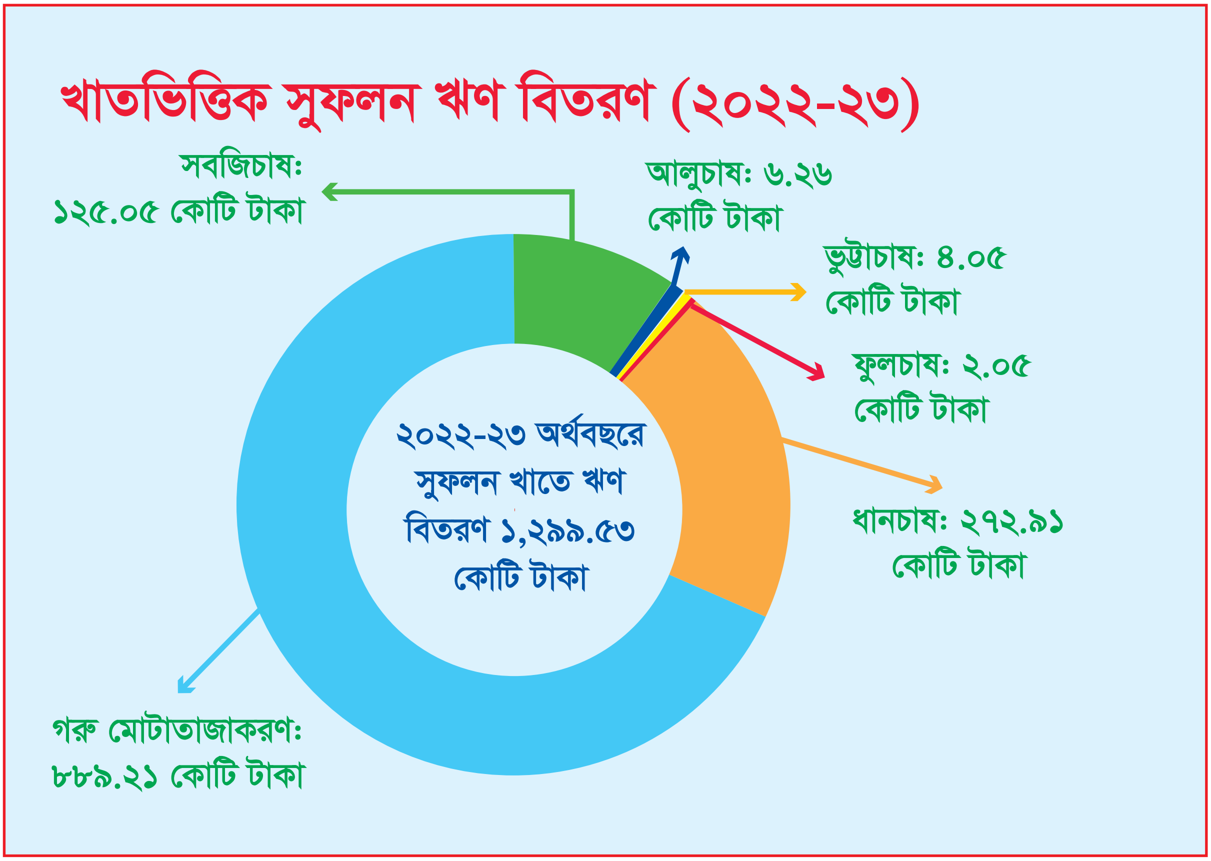
খাতভিত্তিক সুফলন ঋণ বিতরণ (২০২২-২৩)
সবজিচাষ:
১২৫.০৫ কোটি টাকা
আলুচাষ: ৬.২৬
কোটি টাকা
ভুট্টাচাষ: ৪.০৫
কোটি টাকা
ফুলচাষ: ২.০৫
কোটি টাকা
ধানচাষ: ২৭২.৯১
কোটি টাকা
২০২২-২৩ অর্থবছরে
সুফলন খাতে ঋণ
বিতরণ ১,২৯৯.৫৩
কোটি টাকা
গরু মোটাতাজাকরণ:
৮৮৯.২১ কোটি টাকা

বুনিয়াদ ঋণ

দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেগবান করার জন্য বুনিয়াদ ঋণ দেওয়া হয়। বুনিয়াদ এসএসএস-এর মৌলিক ঋণসমূহের মধ্যে অন্যতম। ২০০১ সালে বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম সংস্থায় পরিচিতি ও বাস্তবায়ন লাভ করে। দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরত পরিবারের কর্মসংস্থান বা জীবন-যাপন চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়।

এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো: অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা। বর্তমানে সংস্থার ১৯৫টি শাখায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সাধারণত যেসকল পরিবারের উল্লেখযোগ্য সম্পদ বা জমিজমা নেই, তারা একেবারে নিঃস্ব ও সুবিধাবঞ্চিত। তাদেরকে কোন প্রতিষ্ঠানই ঋণ প্রদান করে না। সংস্থা তাদেরকে প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও ঋণ প্রদান করে। তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এক-পর্যায়ে তারা অতিদরিদ্র অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে। স্থিতিশীল আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থার এই খাতে ঋণ বিতরণ **১৬.৭৯ কোটি** টাকা।

বছরভিত্তিক (পাঁচ বছর) বুনিয়াদ ঋণ বিতরণ

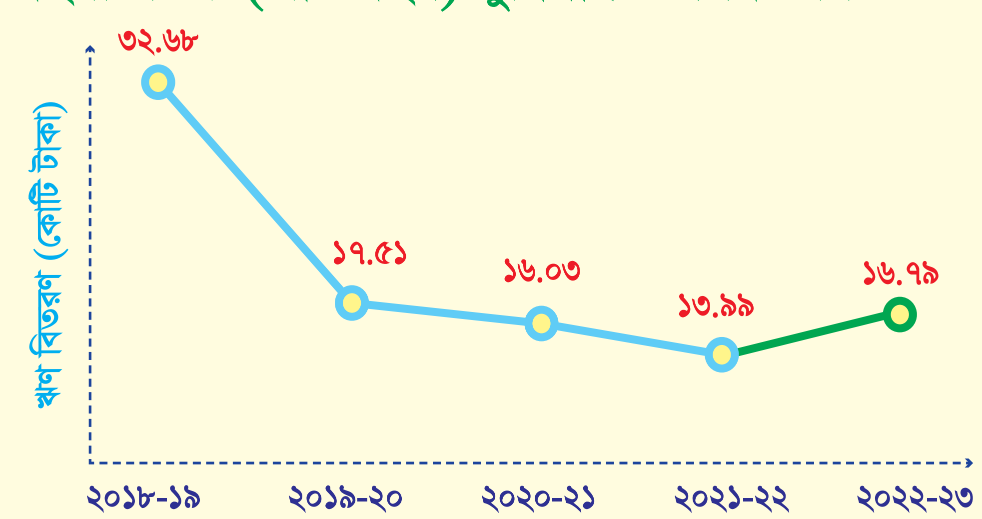

বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম হতে প্রতিবছর একটা বড় অংশ জাগরণ খাতে উত্তীর্ণ হচ্ছে। ফলে ক্রমশই এই খাতের ঋণ বিতরণ হ্রাস পাচ্ছে।

সাহস (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ)

বিপদে-আপদে লক্ষিত পরিবারসমূহে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাখতে এই ঋণ কার্যক্রম সাহস ও শক্তিবর্ধন করে। প্রতিটি দুর্যোগে আক্রান্ত দলীয় সদস্যগণ বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হন। বিশেষ করে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সদস্যদের আয় বন্ধ হয়ে যায়, সম্পদ-সক্ষমতা বিনষ্ট হয়। সংস্থা হতে তাদের পুনর্বাসনে ত্রাণ ও অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও সহজ শর্তে তাদেরকে ঋণ দেওয়া হয়--যা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ নামে অভিহিত। ঋণের পরিমাণ পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকা। বিনিময় মূল্য ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে বার্ষিক আট শতাংশ টাকা। মেয়াদ দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতিভেদে সর্বোচ্চ দুবছর পর্যন্ত। এই কার্যক্রমটি সংস্থা গ্রহণ করে ২০০৭ সালে।

সাহস ঋণের পরিমাণ ৫,০০০-১০,০০০ টাকা। ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে সেবামূল্য বার্ষিক ৮% টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে এখাতে কোন ঋণ বিতরণ করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে লক্ষ্য করা যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থার উন্নয়ন-সদস্যগণ কোন বড় ধরনের দুর্যোগের মুখোমুখি হয়নি। অন্যদিকে করোনা মহামারি উপলক্ষে বিশেষ ঋণ দেওয়া হয়েছে।

স্যানিটেশন ঋণ (টিউবয়েল ও ল্যাট্রিন ঋণ)

বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উৎপাদনশীল ব্যক্তি ও প্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের অন্যতম কারিকুলাম হিসেবে এই ঋণের ডিজাইন করা হয়। অভীষ্ট পরিবারে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এই ঋণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এসএসএস ১৯৯২ সালে স্যানিটেশন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। এটি একটি সহায়ক ঋণ ও সমগ্র কর্মএলাকায় বিস্তৃত। এই ঋণের অধীনে সংস্থা পরিবারসমূহে টিউবয়েল স্থাপন বা স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণে আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত এখাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৮৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৯৯টি পরিবারে ৬৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

স্যানিটেশন খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণঃ ৮৭ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণঃ ৬৬ লক্ষ টাকা।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

সমৃদ্ধি হলো--দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। ইংরেজিতে Enhancing Resources and Increasing Capacities of the Poor Households Towards Elimination of their Poverty—ENRICH. এসএসএস-এর সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সমৃদ্ধি অন্যতম। এটি একটি বিশেষায়িত ও উন্নয়ন-সদস্য-বান্ধব কর্মনিবিড় কার্যক্রম। দারিদ্র্য বিমোচনে এক সমন্বিত উদ্যোগ। কর্মসূচিটি পিকেএসএফ-এর নিজস্ব সৃজনশীলতা, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় রূপায়িত।

দারিদ্র্য-চক্রে বহুমাত্রিক অনুষঙ্গ সম্মিলিত প্রক্রিয়ায় সর্বদাই সচল। এ-সকল অপশক্তির নির্মূলে পর্যাক্রমিক ও সুসংগঠিত কর্মধারা ও প্রচেষ্টা আবশ্যক। বিশেষ করে পরিবারভিত্তিক সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবা, খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ক্রীড়া-সংস্কৃতি ও শিশু উন্নয়ন, অবকাঠামো ও পরিবেশগত উন্নয়ন, সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের যুগপথ প্রয়োগ দারিদ্র্যকে নির্মূল করে। উন্নয়নের পথ সৃষ্টি হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচি উপর্যুক্ত ধারণায় প্রস্ফুটিত, কর্মবৈচিত্রে পরিপোক্ত। কর্মসূচিটি দারিদ্র্য দূরীকরণে এক যুগোপযোগী প্রচেষ্টা। এসএসএস ২০১০ সালের মার্চ-এর প্রথম দিকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। বর্তমানে কর্মসূচিটি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়ন এবং গাজীপুরের কালিগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরসাদী ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির

জেলার সংখ্যা: ২টি

উপজেলা: ২টি

ইউনিয়ন: ২টি

শাখা: ৩টি

ইউনিয়ন: ৪টি

সুবিধাভোগী পরিবার: ১৪,৯৮৭টি।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ

ক্রম.	বিবরণ	অর্জন (২০২২-২৩)	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (৩০ জুন ২০২৩)
১	**আর্থিক পরিষেবা:**		
	আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	১৫.৯০	১৫০.১৫
	সম্পদ সৃষ্টি ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	০	৪.৫০
	জীবনমান উন্নয়ন ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	০.১০	১.০৬
	মোট ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	**১৫.৯০**	**১৫৫.৭১**
	বিশেষ সঞ্চয় স্কিমে কর্মসূচির অনুদান প্রদান (টাকা)	০০	৫,৪৪,২৩৮
	বিশেষ সঞ্চয় স্কিমের মোট টাকা	**০০**	**১০,৮৮,৪৭৬**
২	**স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা:**		
	উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (সংখ্যা)	০	০৪
	স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয় (সংখ্যা)	৪,৩৯৭	৩৬,৯৬২
	স্ট্যাটিক ক্লিনিক (সংখ্যা)	৮২৭	৯,৩৭১
	স্যাটেলাইট ক্লিনিক (সংখ্যা)	১৯২	১,২২৯
	স্বাস্থ্য ক্যাম্প (সংখ্যা)	০৮	৬৫
	আই ক্যাম্প (সংখ্যা)	০২	১৮
	ছানি অপারেশন (জন)	৬২	৪২৯
	স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (জন)	১৩,১৯১	১,১৪,৪০০
	কৃমিনাশক, আয়রন ও ক্যালসিয়াম টেবলেট বিতরণ (সংখ্যা)	৯২,৮৯০	১,৪৪,১২৫
	পুষ্টি কণা বিতরণ (সংখ্যা)	৮,৮৯৭	৭৫,২৩৫
৩	**শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন:**		
	শিক্ষাকেন্দ্র (সংখ্যা)	৫৫	৫৫
	ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	১,৩১১	১,৩১১
৪	**অবকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড:**		
	সমৃদ্ধিবাড়ি (সংখ্যা)	০০	১৪৮
	ভিক্ষুক পুনর্বাসন (জন)	০০	১৭
	কালভার্ট স্থাপন ও মেরামত (সংখ্যা)	০০	২৭
	গণ-টয়লেট স্থাপন (সংখ্যা)	০০	০১
	টিউবয়েল স্থাপন(সংখ্যা)	০০	৯০
	দরিদ্র পরিবারে স্যানিটারি টয়লেট স্থাপন (সংখ্যা)	০০	৮৮৫
	কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটারি টয়লেট স্থাপন (সংখ্যা)	০০	৬০
	বাঁশের সাঁকো স্থাপন (সংখ্যা)	০০	১০
৫	**যুব উন্নয়ন ও আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:**		
	যুবসমাজকে ও সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	১৬	১৪৩
	শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসে বিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ (সংখ্যা)	৪	৩৫
৬	**সবুজ অর্থনীতি, অনুদান ও বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:**		
	বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ ও গাছের চারা বিতরণ (পরিবার)	০০	৪,৪৩১
	বাসক চারা বিতরণ (সংখ্যা)	০০	৫,২০০
	সোনালি জাতের মুরগি বিতরণ (সংখ্যা)	০০	২,০৬৪
	সোলার হোম-সিস্টেম সরবরাহ (সংখ্যা)	০০	১০২
	বন্ধুচুলা সরবরাহ (সংখ্যা)	০০	১৯
	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন (সংখ্যা)	০০	২৪

কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি

কৃষি-প্রধান দেশে মৌলিক অর্থনীতির গুরুত্ব সর্বাধিক। এই খাতের উন্নয়ন ও নিবিড়তায় সমৃদ্ধি সম্প্রসারিত হয়। অন্যদিকে মানব সভ্যতার উন্নয়ন কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের হাত ধরে-ই সূচিত হয়। এই খাতটি আবহমান কাল থেকে খাদ্য-পুষ্টি ও বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করে যাচ্ছে। এই খাতের ওপর দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। সময়ের গতিশীলতায় কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা ও নানামুখী সমস্যা উদিত হয়। এরমধ্যে মূলধন, কারিগরি জ্ঞান, প্রযুক্তির হস্তান্তর, জৈব-প্রযুক্তির বিস্তার, অসাংগঠনিক শ্রমবাজার ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসকল মুখ্য অন্তরায় প্রতিহতকরণে এসএসএস কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের অংশস্বরূপ সংস্থা আদি-পর্ব থেকেই এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ কোন-না-কোনভাবে কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। ইচ্ছা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কৃষকগণ নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে না। তাদের কারিগরি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করতে সংস্থা কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সদস্যদগণ তাদের চাহিদা সক্ষমতা অনুযায়ী জাগরণ (গ্রামীণ ও শহুরে) এবং অগ্রসর (উদ্যোক্তা) ঋণ কর্মসূচির অধীনে এই ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন খাতে ৩,০৯৭.৭০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন খাতে ঋণ বিতরণ: ৩,০৯৭.৭০ কোটি টাকা।

খাতভিত্তিক কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ঋণ বিতরণ

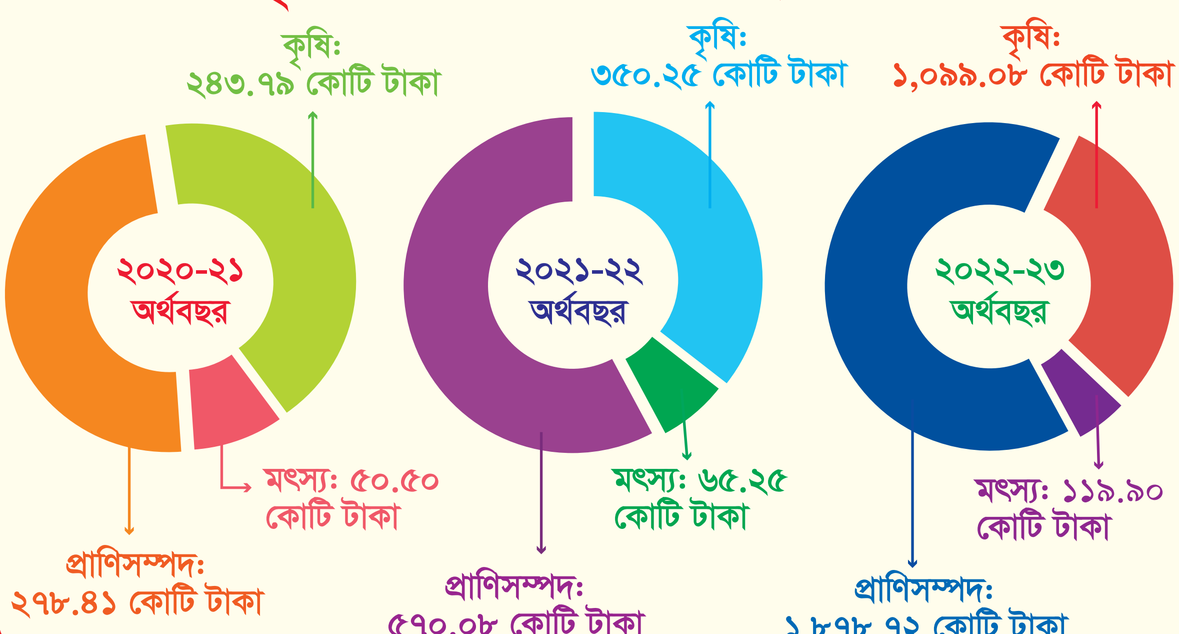

অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি

অপুষ্টি উন্নয়নের এক বড় বাধা। আর্থসামাজিক পটভূমি বিবেচনায় আয় ও সম্পদ, জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় পুষ্টি-সমৃদ্ধ জাতি বিকাশে প্রধান নিয়ামক। এসএসএস টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শনে অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এটি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ও সৃজনশীলতায় রূপায়িত। কার্যক্রমটি শুরু হয় ২০১২ সালে। হাঁস-মুরগি পালন, কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, ফলমূলের চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে পুষ্টি বাড়িতে রূপান্তর করা এই কর্মসূচির মূল প্রচেষ্টা।

অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচি দারিদ্র্য দূরীকরণের মৌলিক নির্ণায়কসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও কর্মপ্রণালীর আলোকে পরিকল্পিত। পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিতকরণে ঔষধি-গুণ-সমৃদ্ধ গাছ ও শাক-সবজির চারা, উচ্চ ফলনশীল ফলমূলের চারা, উন্নত-জাতের মুরগি ইত্যাদি সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। সদস্যগণ বাণিজ্যিকভাবে সবজি ও ফলমূলের চাষ, গবাদিপশুর খামার, জৈব-পদ্ধতিতে বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

কর্মসূচির কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হলো: অভীষ্ট পরিবারগুলোর পুষ্টি-স্তর নির্ণয় ও অপুষ্টিজনিত চিকিৎসাসেবা প্রদান। জ্ঞানগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আয়োজন করা হয় সভা, কর্মশালা ও পুষ্টি ক্যাম্প। এর মাধ্যমে পরিবারগুলো খাদ্যপুষ্টির গুণাগুণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ, রন্ধন-প্রণালী, কম-খরচে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রস্তুত প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান পায়। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে রয়েছে বিনামূল্যের বিভিন্ন চিকিৎসা ক্যাম্পের ব্যবস্থা। এছাড়াও নিয়মিত রক্ত-গ্রুপ নির্ণয়, রক্ত-চাপ নির্ণয়, রক্ত পরীক্ষা, ডায়াবেটিস পরীক্ষা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডও চলমান।

অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচিটি বর্তমানে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে সংস্থার ৮টি শাখায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। সুবিধাভোগী পরিবার: ৫১,০০০টি।

অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে জাতি-গঠন কর্মসূচির তথ্য

ক্রম.	বিবরণ	অর্জন (২০২২-২৩)	ক্রমপুঞ্জিত
	আর্থিক পরিষেবা		
১.	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	১২২.৫৫	৮১৩.৩৩
২.	সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকা)	৪৯.৮৫	৫৬.২০
	পুষ্টিসমৃদ্ধকরণ কর্মকাণ্ড		
৩.	পুষ্টিবাড়ি (সংখ্যা)	৫২৪	৪,৩৮৮
৪.	বাণিজ্যিক কৃষি খামার (সংখ্যা)	১৯৯	১,১২৯
৫.	সৃজনশীল কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারকারী (পরিবার)	৫৩	১৬৬
৬.	ফলমূলের বাগান (সংখ্যা)	৩৪	১১৩
৭.	নার্সারি (সংখ্যা)	৪৩	৫৮
৮.	মুরগির খামার (সংখ্যা)	৯১	৬৮৩
৯.	হাঁসের খামার (সংখ্যা)	২৭	১৯৪
১০.	কবুতর খামার (সংখ্যা)	৭৭	৪৩১
১১.	গাভিপালন ও দুগ্ধ খামার (সংখ্যা)	১১৬	৭৩১
১২.	গরু মোটাতাজকরণ খামার (সংখ্যা)	১২৩	১,০৪৩
১৩.	ছাগল ও ভেড়ার খামার (সংখ্যা)	১১৬	৫৫৯
১৪.	ঘাস উৎপাদনকারী (পরিবার)	১০৯	৪৮৪
১৫.	সবজির চারা বিতরণ (সংখ্যা)	৩৪,২২২	১,২৭,৯২৪
১৬.	ফলের চারা বিতরণ (সংখ্যা)	৫,২৮০	৪২,৫৬৮
১৭.	ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন (সংখ্যা)	১৪৮	২৬৮
১৮.	ট্রাইকো কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন (সংখ্যা)	০০	২২০
১৯.	পিট কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন (সংখ্যা)	৭১	২১৫
২০.	নিরাপদ কৃষি-উৎপাদন-বিষয়ক উপকরণ বিতরণ (সংখ্যা)	২,৬৫৩	১১,৭৩৭
	পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা		
২১.	চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন (সংখ্যা)	১৬৫	৭৪৫
২২.	পুষ্টি ক্যাম্পের আয়োজন (সংখ্যা)	১৪	১৯৫
২৩.	প্রাণিসম্পদ টিকাদান ক্যাম্প (সংখ্যা)	৩২	২৫৮
২৪.	স্বাস্থ্য-পুষ্টি সভার আয়োজন (সংখ্যা)	২৯০	২৩৪০
২৫.	কৃষি-বিষয়ক সভার আয়োজন (সংখ্যা)	৯	৩৯
২৬.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন (সংখ্যা)	১০	২০৭
২৭.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী (সংখ্যা)	২৫০	৫১৭৫
২৮.	পুষ্টি-স্তর পরীক্ষা (শিশুর সংখ্যা)	২২২৫	৯,০১২
২৯.	মোবাইল ক্লিনিকের আয়োজন (সংখ্যা)	৫৮	১২৯৩
৩০.	গভবর্তী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য-পুষ্টিসেবা (সংখ্যা)	৪৯৭	২,৫৯৩

ড্রাগন ফলচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

কৃষিভিত্তিক উদ্যোগসমূহের মধ্যে উচ্চমূল্যের ফলচাষ বেশ লাভজনক। এই কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। এসএসএস-এ উদ্যোক্তা-পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফলচাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ কার্যক্রম হিসেবে ড্রাগন ফলচাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এটি মূলত: পেস প্রকল্পের একটি উপপ্রকল্প। জুলাই ২০১৭ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রকল্পটি টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার চারাবাড়ী ও দাইন্যা শাখায় বাস্তবায়িত হয়। ৩০ জুন ২০২০ প্রকল্পটি পিকেএসএফ সমাপ্ত করে। তথাপি সংস্থা এই কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

প্রকল্পের মৌলিক কর্মকাণ্ডসমূহ হলো: স্টাফ ওরিয়েন্টেশন, দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, ফল আহরণ ও প্যাকেটজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, ভার্মি-কম্পোস্ট প্লান্ট স্থাপন, মাঠ দিবস আয়োজন, সরেজমিন পরিদর্শন ইত্যাদি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই খাতে ৩.১২ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ৭০ জন উদ্যোক্তা ড্রাগন চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পে নিয়োজিত হয়েছে।

৩০ জুন ২০২০ প্রকল্পটি পিকেএসএফ সমাপ্ত করে। তথাপি সংস্থা এই কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ড্রাগন ফলচাষ খাতে সংস্থার ঋণ বিতরণ: ৩.১২ কোটি টাকা। বর্তমানে ড্রাগন চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের উদ্যোক্তা: ৭০ জন।

মধুপুর অঞ্চলের আনারসের গুণগতমান উন্নয়ন প্রকল্প

উত্তম কৃষি কলাকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে মধুপুর অঞ্চলের আনারসের গুণগতমান উন্নয়ন (আইপিজিএপি) প্রকল্প হলো: এসইপি-এর একটি উপপ্রকল্প। এসএসএস ২৭ জুলাই ২০২০ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এবং কারিগরি সহায়তায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। উত্তম কৃষি কলাকৌশল অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপদ আনারস উৎপাদন করা হলো এর মূল লক্ষ্যবস্তু। প্রকল্পটি সংস্থার মধুপুর অঞ্চলের মধুপুর, চাপড়ী, গারোবাজার ও জলছত্র শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই কার্যক্রমের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ হলো: বাজারে নিরাপদ আনারসের যোগান নিশ্চিত করা; পরিবেশবান্ধব উপায়ে টেকসই ব্যবসা কর্ম-পরিচালনা করা; সকল ভ্যালুচেইন প্র্যাক্টিসে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সচেতন করা; উত্তম কৃষি কলাকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে মধুপুর ক্লাস্টারে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থা ১,২০০ জন চাষিকে ৮১.৬৬ কোটি টাকা আনারস চাষের জন্য ঋণ হিসেবে প্রদান করে।

প্রদর্শনী খামার স্থাপন: ৪২৫টি।

গ্রামীণ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ট্রান্সফরমেশন প্রকল্প (আরএমটিপি)

গ্রামীণ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ট্রান্সফরমেশন প্রকল্পটি মূলত--গ্রামীণ মৌলিক অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক কার্যক্রম। এই প্রকল্পের অধীনে একটি উপপ্রকল্প: উচ্চমূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প। এসএসএস ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ উচ্চমূল্যের ফল-ফসলের জাত ট্রান্সফরমেশন ও বাজারজাতকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্প গ্রহণ করে। অর্থায়নে ইফাদ ও ড্যানিডা এবং কারিগরি সহায়তায় রয়েছে পিকেএসএফ। প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো: প্রান্তিক কৃষকপরিবার ও ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়ন। ময়মনসিংহ জেলার ফুল বাড়িয়া ও ভালুকা এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ঘাটাইল উপজেলা প্রকল্পটির কর্ম-অঞ্চল হিসেবে নির্ধারিত। এই কার্যক্রমে উচ্চমূল্যের ফল-ফসল হিসেবে: এমডি-২ আনারস, জি-৯ কলা, কফি, বিশেষ লেবু, লিচু ও কাঁঠাল, রাম্বুটান, হলুদ মাল্টা ইত্যাদি নির্বাচিত।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ:

- নিরাপদ পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ইকোলজিক্যাল ফার্মিং-বিষয়ে ক্রমান্বয়ে উদ্যোক্তাদেরকে আগ্রহী করা;
- উচ্চমূল্য ফল, মসলা, দানাদার জাতীয় পণ্যের প্রযুক্তি নির্ভর খামারি ও ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা তৈরি এবং আয় বৃদ্ধি;
- উচ্চমূল্যের পণ্যের প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- এখাতে নতুন নিরাপদ পণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান-বর্ধন;
- এসকল পণ্যের স্থানীয় উপকরণ ও সেবার বাজার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসইকরণ;
- পরিবেশ, নিরাপদ পণ্য, পুষ্টিমান ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়সমূহ বিবেচনায় উৎপাদন এবং বাজার ব্যবস্থাসৃষ্টি;
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী ও তরুণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির কর্মকাণ্ড:

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন, জৈব পদ্ধতিতে ফল ও ফসলের উৎপাদন, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, বৈচিত্রময় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষের মডিউল প্রস্তুতকরণ, প্রযুক্তি-বিষয়ক লিফলেট ও তথ্য সহায়িকা প্রস্তুতকরণ, আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথমিক-পর্যায়ে কর্মএলাকার পাঁচ হাজার কৃষক পরিবার প্রকল্পটি হতে সুবিধা পাচ্ছে। প্রকল্পটির সময়সীমা: ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।

আরএমটিপি প্রকল্পের তথ্য

বিবরণ	অর্জন (২০২২-২৩)	ক্রমপুঞ্জিত (৩০ জুন ২০২৩)
জেলা (সংখ্যা)	০২	০২
উপজেলা (সংখ্যা)	০৪	০৪
শাখা (সংখ্যা)	০৪	০৪
সুবিধাভোগী পরিবার (সংখ্যা)	৫০০০	৫০০০
ফলের (জি-৯ কলা, রাম্বুটান, হলুদ মাল্টা ও আনারস) প্রদর্শনী বাগান (সংখ্যা)	২৪৩	২৪৩
কর্মশালার আয়োজন (সংখ্যা)	০৬	০৬
প্রশিক্ষণ আয়োজন (সংখ্যা)	৯১	৯১
মাঠদিবসের আয়োজন (সংখ্যা)	০২	০২
পানি সেচের পদ্ধতির উন্নয়ন (সংখ্যা)	০১	০১
কালেকশন সেন্টারের উন্নয়ন (সংখ্যা)	০১	০১
কফি মেশিন প্রদান (সংখ্যা)	০১	০১

পেস প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে পেস অন্যতম। এটি গাভিপালন বিষয়ে এক বিশেষ প্রকল্প। ইংরেজিতে PACE: Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises। কার্যক্রমটি মূলত: চরাঞ্চলে গাভিপালনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি-বিষয়ক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প। সংস্থা জুলাই ২০১৫-এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে। উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয়-পর্যায়ের দুধের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ঘাটতি হ্রাস করা-ই হলো এর মূল লক্ষ্যবিন্দু। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা করছে পিকেএসএফ। বাস্তবায়িত হচ্ছে টাঙ্গাইলের পাঁচটি উপজেলার ১৫টি শাখায়।

এই কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো: উদ্যোক্তার দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধি, কৃত্রিম প্রজনন ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি, কাঁচা ঘাসের ব্যবসা ও সরবরাহ বৃদ্ধি, এলএসপি সৃষ্টি ও প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান, স্থানীয় দুধের বাজার সৃষ্টি ও বাজারজাতকরণ সহজতর করা, গাভীর মৃত্যুহার কমিয়ে আনা এবং অধিক উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা। প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পিকেএসএফ সমাপ্ত করে দেয়। তথাপি সংস্থা এর কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পিকেএসএফ সমাপ্ত করে দেয়। তথাপি সংস্থা এর কার্যক্রম চলমান রেখেছে।

দেশি মুরগির বাণিজ্যিক খামার স্থাপন

দেশি মুরগির বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পটি এসএসএস জুলাই ২০১৭ প্রকল্পটি শুরু করে। এর লক্ষ্যবস্তু হলো–দেশি মুরগির বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা এবং ডিম ও মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা করছে পিকেএসএফ। বাস্তবায়িত হচ্ছে টাঙ্গাইলের ভূয়াপুর, গোপালপুর, গোবিন্দাসী ও ফলদা শাখায়।

এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলো হলো: ওরিয়েন্টেশন, সভা-সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা; উপকরণ সরবরাহকারী, হ্যাচারি, খাবার উৎপাদনকারী, ঔষধ-টিকা সরবরাহকারী ও বাজারজাতকারীদের সাথে উদ্যোক্তাদের মত-বিনিময় সভার আয়োজন করা; আদর্শ দেশি মুরগির খামার প্রদর্শনীর মাঠ দিবসের আয়োজন করা; ডিমের ফার্টিলিটি বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের উন্নত প্রজননক্ষম মোরগ প্রদান করা; মুরগির মডেল খামার প্রদর্শনী তৈরি করা ইত্যাদি। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২১ পিকেএসএফ সমাপ্ত করে দেয়। তথাপি এর কার্যক্রম সংস্থা চলমান রেখেছে।

প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২১ পিকেএসএফ সমাপ্ত করে দেয়। তথাপি এর কার্যক্রম সংস্থা চলমান রেখেছে।

কাদাকনাথ মুরগি পালন

কাদাকনাথ মুরগি পালন, পাস্তুরাইজ ডিম ও নিরাপদ মাংসের বাজার উন্নয়ন প্রকল্প। এটি মূলত: পেস প্রকল্পের বর্ধিত অর্থায়নের আওতায় ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প। এসএসএস পিকেএসএফ-এর অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায় ১ জানুয়ারি ২০২২ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য হলো: দেশি ও কাদাকনাথ জাতের মুরগির বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা এবং ডিম ও মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। বাস্তবায়িত হচ্ছে টাঙ্গাইলে সংস্থার ভূয়াপুর, গোপালপুর, গোবিন্দাসী ও ফলদা শাখায়।

প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় ৩০ জুন ২০২৩। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে এই প্রকল্প হতে ১১ হাজার পরিবার নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে।

কাদাকনাথ মুরগি পালন-বিষয়ক কর্মকাণ্ড

ক্রম.	কর্মকাণ্ডের নাম	২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২২-২৩ অর্থবছরে অর্জন
১	স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন-সংরক্ষণ-মোড়কজাতকরণ-পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ বিষয় প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ১০ জন)	১৮ ব্যাচ	১৮ ব্যাচ
২	কাদাকনাথ মুরগি পালন-বিষয়ক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ১০ জন)	৯ ব্যাচ	৯ ব্যাচ
৩	জৈব সার উৎপাদন-সংরক্ষণ-মোড়কজাতকরণ-পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ১০ জন)	১১ ব্যাচ	১১ ব্যাচ
৪	কোভিড/মহামারী/দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয়: (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন লিড ফার্মার)	১২ ব্যাচ	১২ ব্যাচ
৫	পরিচ্ছন্ন শেড, শেডের চারপাশ পরিষ্কার ইত্যাদি বিষয়ক বায়ো সিকিউরিটি পরিচালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ: (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন লিড ফার্মার)	১২ ব্যাচ	১২ ব্যাচ
৬	মুরগির ডিম, বাচ্চা, মুরগী, খাদ্য ইত্যাদি বিক্রির স্থান/বাজার পরিবেশ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ (২৫ জন স্থানীয় বাজার প্রতিনিধি)	৪ ব্যাচ	৪ ব্যাচ
৭	গবাদি প্রাণির টিকা ক্যাম্পেইন	৬০টি	৬০টি
৮	মুরগির জন্য টিকা ক্যাম্পেইন	৬০টি	৬০টি
৯	মুরগির জন্য ঔষধ ক্রয়	টার্গেট বেইজ	৪৮০জন
১০	প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের আইডি কার্ড প্রস্তুত	২০০	২০০
১১	পোল্ট্রি সেন্টারের ব্যবসা উন্নয়নে সহায়তা (২টি)	২টি	২টি
১২	মুরগির পাস্তুরাইজ ডিম বাজারজাতকরণে মোড়ক প্রস্তুত	টার্গেট বেইজ	৪০০০
১৩	এগ ক্যালেন্ডলার প্রস্তুত	১০০০	১০০০
১৪	কাদাকনাথ মুরগি পালনে সহায়তা	৫০জন	৫০জন
১৫	খামারিদের জন্য ফুট বাথ প্রদান	১০০জন	১০০জন
১৬	ডিসইনফেকট্যান্ট স্প্রেয়ার প্রদান	২০০ জন	২০০জন
১৭	মুরগি/গবাদি প্রাণীর খাদ্য প্রস্তুতের জন্যে খাদ্য প্রস্তুতকারী মেশিন/যন্ত্রাংশ ক্রয়ে সহায়তা	২জন	২জন
১৮	সুষম খাদ্য প্রস্তুত (প্রদর্শনী)	২৫জন	২৫জন
১৯	কাদাকনাথ মুরগির মাংস প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপন (মেশিন, যন্ত্রাংশ ক্রয়/ঘর মেরামত সহায়তা)	২জন	২জন
২০	পারিবারিকভাবে কাদাকনাথ মুরগির প্রর্দশনী ঘর স্থাপন	৫০জন	৫০জন
২১	উদ্যোক্তা পর্যায়ে খাদ্য তৈরির উপকরণ সহায়তা	২০জন	৫০জন
২২	উদ্যোক্তা পর্যায়ে পরিবহন ভ্যান ক্রয়/মেরামত সহায়তা	১জন	১জন
২৩	মুরগির খাদ্যে ব্যবহার উপযোগী পোকা মাকড়ের প্রর্দশনী খামার	১০টি	১০টি
২৪	উদ্যোক্তা পর্যায়ে মিনি হ্যাচারি স্থাপন সহায়তা	১০জন	১০জন
২৫	উদ্যোক্তাদের তথ্য ডাটা বেইজ প্রস্তুত	১১০০০জন	১১০০০জন
২৬	নিরাপদ ডিম ও মাংস উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উপর নির্মিত ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত	১টি	১টি
২৭	পণ্য প্রমোশনার কর্মকাণ্ড (ক্যাম্পেইন, স্যামপ্লিং, মেলায় অংশগ্রহন ইত্যাদি)	২টি	২টি
২৮	পণ্য বিক্রয়ের জন্য অনলাইন কোম্পানির সেবা গ্রহন	১টি	১টি
২৯	অনলাইন ফ্লাটফর্মগুলোতে পণ্য প্রোমোশন	১টি	১টি
৩০	বাণিজ্যিক খামার (দেশি)	টার্গেট বেইজ	৮৫টি
৩১	পারিবারিক ব্রিডার খামার (দেশি)	টার্গেট বেইজ	৬৯৮টি
৩২	বাণিজ্যিক কাদাকনাথ ব্রিডার খামার	টার্গেট বেইজ	১০টি
৩৩	পারিবারিক কাদাকনাথ ব্রিডার খামার	টার্গেট বেইজ	২৫টি

সুরক্ষা তহবিল কার্যক্রম

এসএসএস-এর সুরক্ষা তহবিল কার্যক্রম উন্নয়ন-সদস্যদের আর্থিক সুরক্ষা বলয় সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৯১ সালে এই কার্যক্রম এসএসএস-এ সংযোজিত হয়। এই সুরক্ষা বলয় ভবিষ্যতের অনাগত ঝুঁকি লাঘবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই কার্যক্রম দলীয় সদস্যগণের মৃত্যুজনিত ঋণ ঝুঁকি হ্রাস করে, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল হয়। সংস্থার উন্নয়ন-সদস্য এই কার্যক্রমের সুবিধাভোগী। সুরক্ষা তহবিলের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

- ঋণ গ্রহীতা অথবা তার নমিনির মৃত্যুতে আদায়যোগ্য ঋণ সম্পূর্ণ মওকুফ।
- সদস্যের মৃত্যুতে ৭,০০০ টাকা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনুদান প্রদান।
- চার ধরনের শারীরিক সমস্যা: সিজারিয়ান ডেলিভারি, পিত্তথলির পাথর, হিস্টেকটমি ও অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনে ৭,০০০ টাকা অনুদান প্রদান।
- সদস্যদের উচ্চ-ব্যয়ের চিকিৎসা, ছেলেমেয়ের পড়ালেখা, বিয়ে, বাড়ি-ঘর মেরামত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অকাল মৃত্যুতে বিশেষ সহায়তা প্রদান।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা তহবিল খাতে সংস্থার **৪৪.৪৫ কোটি** টাকা ব্যয় হয়। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে এই তহবিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে **১৭৮.২৮ কোটি** টাকা।

সুরক্ষা তহবিল হতে সহায়তা প্রদান (২০২২-২৩)

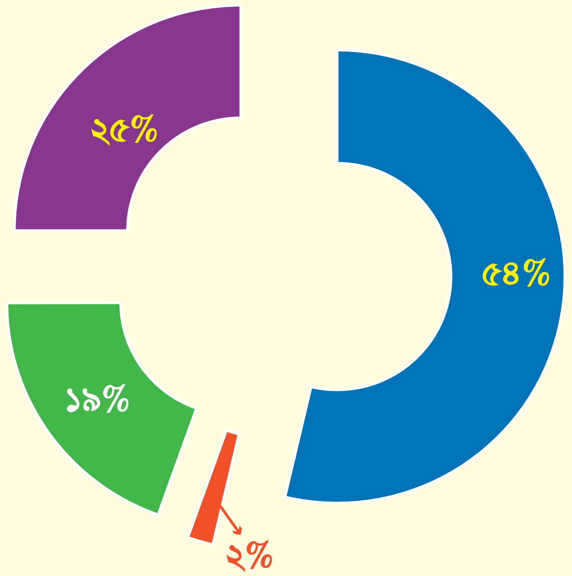

- মৃত্যুজনিত ঋণ মওকুফ: ২৩.৮৬ কোটি টাকা
- চিকিৎসা সহায়তা: ৮.৬৭ কোটি টাকা
- বিবিধ সহায়তা: ৮.২৭ কোটি টাকা
- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: ০.৮০ কোটি টাকা

মোট সহায়তা: ৪৪.৪৫ কোটি টাকা

রেমিটেন্স ট্রান্সফার

আমাদের সক্রিয় শ্রমশক্তির একটা বৃহদাংশ বিদেশে কর্মরত। তাঁদের অর্জিত আয় ও মুদ্রা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম সক্ষমতার নির্দেশক। পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে প্রবাসিগণ মাঝে মধ্যে দেশে অর্থ প্রেরণ করেন। গ্রাহকগণ প্রেরিত অর্থ অনায়াসে পেতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ রেমিটেন্স ট্রান্সফারকারী প্রতিষ্ঠান শহরে অবস্থিত। এসকল প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘসূত্রিতা, যাতায়াত ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সাধারণ গ্রাহকগণের জন্য বিপত্তি সৃষ্টি করে। সংস্থার কর্মএলাকায় বিদ্যমান এ-সকল সমস্যা অতিক্রম করতে এসএসএস উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২৬ জুলাই ২০১১ আর্থিক পরিষেবা কর্মসূচিতে রেমিটেন্স ট্রান্সফার কার্যক্রম শুরু হয়। সংস্থার প্রতিটি শাখায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংস্থা সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড ও সিটি ব্যাংক লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। তবে লেনদেন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এক্সপ্রেস মানি ও মানিগ্রাম-এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় নিষ্পন্ন হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসএসএস হতে ৪৫৯ জনকে ২.৩০ কোটি টাকা (রেমিটেন্স) ট্রান্সফারে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে এসএসএস হতে ৪৫৯ জনকে ২.৩০ কোটি টাকা (রেমিটেন্স) ট্রান্সফারে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

বছরভিত্তিক (পাঁচ বছর) রেমিটেন্স ট্রান্সফর

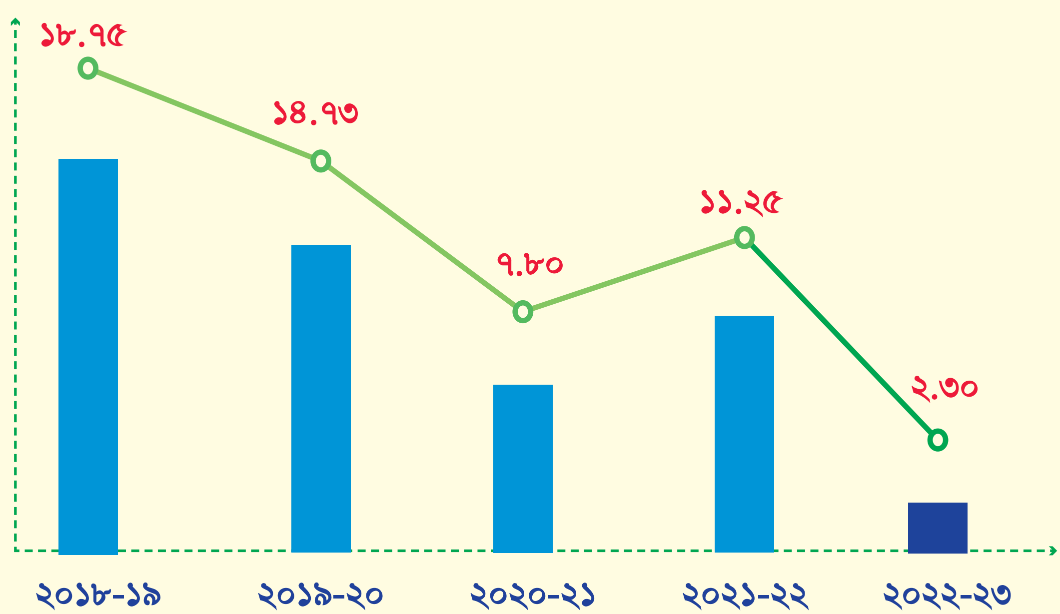

বিবিধ ঋণ প্রোডাক্ট

এসএসএস-এর আর্থিক কর্মসূচির মূল উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা হলো: উন্নয়ন-সদস্যদের চাহিদা ও সক্ষমতার আলোকে সময়োপযোগী নতুন প্রোডাক্ট রূপায়ন করা। এরই ধারাবহিকতায় উপর্যুক্ত ঋণ প্রোডাক্ট ছাড়াও চাকরিজীবী, বিশেষ, নবান্ন, জীবিকার পুনর্বাসন, রিফ্যাইনান্সিং, প্রারম্ভিক মূলধন, স্যানিটেশন ইত্যাদি সহায়ক ঋণ প্রোডাক্টসমূহ সংস্থায় বিদ্যমান। একটি পরিবারের একটি প্রধান ঋণসহ অন্যান্য একাধিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন ও সক্ষমতার বিবেচ্য বিষয়। উল্লেখ্য, সংস্থার পরিচালিত ঋণ আদায়ের পদ্ধতিগুলো হলো সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ও এককালীন।

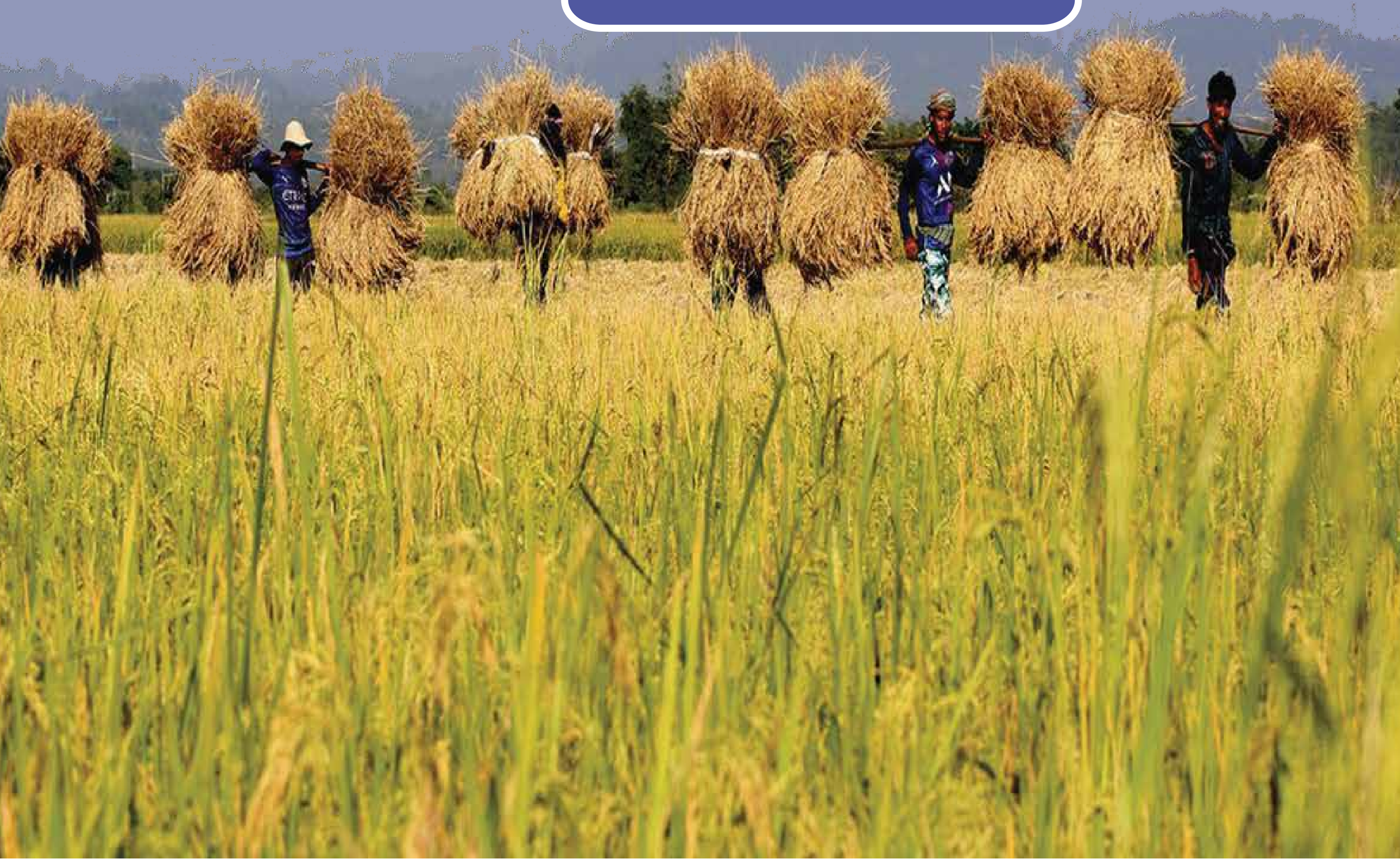

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- এসএসএস জেনারেল হাসপাতাল
- এসএসএস চক্ষু হাসপাতাল
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি
- স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিষয়ক কার্যক্রম
- এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম
- এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল
- গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম
- এসএসএস টিভিইটি ইনস্টিটিউট
- এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
- এসইআইপি কর্মসূচি
- শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম
- কারাতে কর্মসূচি
- কৈশোর কর্মসূচি
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
- ইসিসিসিপি-ফ্লাড
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি
- সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম

এসএসএস জেনারেল হাসপাতাল

এসএসএস হাসপাতাল ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এটি টাঙ্গাইল সদরে সংস্থার নিজস্ব ভবনে মনোরম ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে গড়ে উঠে। সরকারি নিবন্ধন-প্রাপ্ত আধুনিক এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২০টি। নামমাত্র সেবামূল্যে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিরবচ্ছিন্নভাবে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এখানে গাইনি, কার্ডিয়াক, শিশু, মেডিসিন ও ফিজিওথেরাপিসহ আরও বেশকিছু বিষয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বল্পমূল্যে উপযুক্ত সেবা গ্রহণের রয়েছে বিশেষ সুযোগ। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রতিরোধক, প্রতিষেধক, ফিজিওথেরাপি ও অস্ত্রোপচার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে

এসএসএস হাসপাতাল হতে **৭,২৯৮ জন** রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এরমধ্যে অপারেটিভ রোগী ৯৩৬ জন এবং নন্-অপারেটিভ রোগী ৬,৩৬২ জন।

এসএসএস হাসপাতাল হতে বিষয়ভিত্তিক চিকিৎসাসেবা প্রদান (২০২২-২৩)

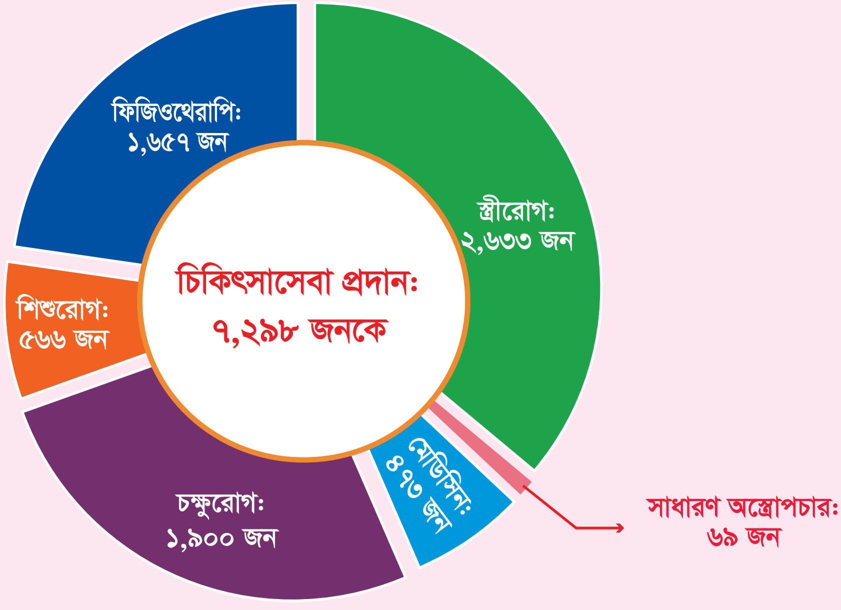

চক্ষু হাসপাতাল

এসএসএস হাসপাতালের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো চক্ষু বিভাগ। এটি এসএসএস হাসপাতালের অবিচ্ছেদ্য অংশ, পৃথক ভবনে অবস্থিত। আধুনিক ভবন ও সরঞ্জাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এই কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দাতা সংস্থা টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডসের আর্থিক সহায়তা এ-বিভাগকে সময়োপযোগী চিকিৎসা সরঞ্জামে দিয়েছে পরিপূর্ণতা। ফ্যাকো সার্জারি, কম্পিউটারে চক্ষু পরীক্ষা, সুসজ্জিত অপারেশন থিয়েটার, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নির্ভরযোগ্য সুচিকিৎসা এবং স্বল্পমূল্যে সেবা প্রদান এর অন্যান্য মৌলিকতা।

২০২২-২৩ সময়ে এসএসএস চক্ষু বিভাগ হতে ১,৯০০ জন রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। এরমধ্যে ২৭৪ জন হলো অপারেটিভ এবং ১,৬২৬ জন সাধারণ চিকিৎসার আওতাভুক্ত।

বছরভিত্তিক (পাঁচ বছর) এসএসএস চক্ষু বিভাগ হতে প্রদত্ত সেবা

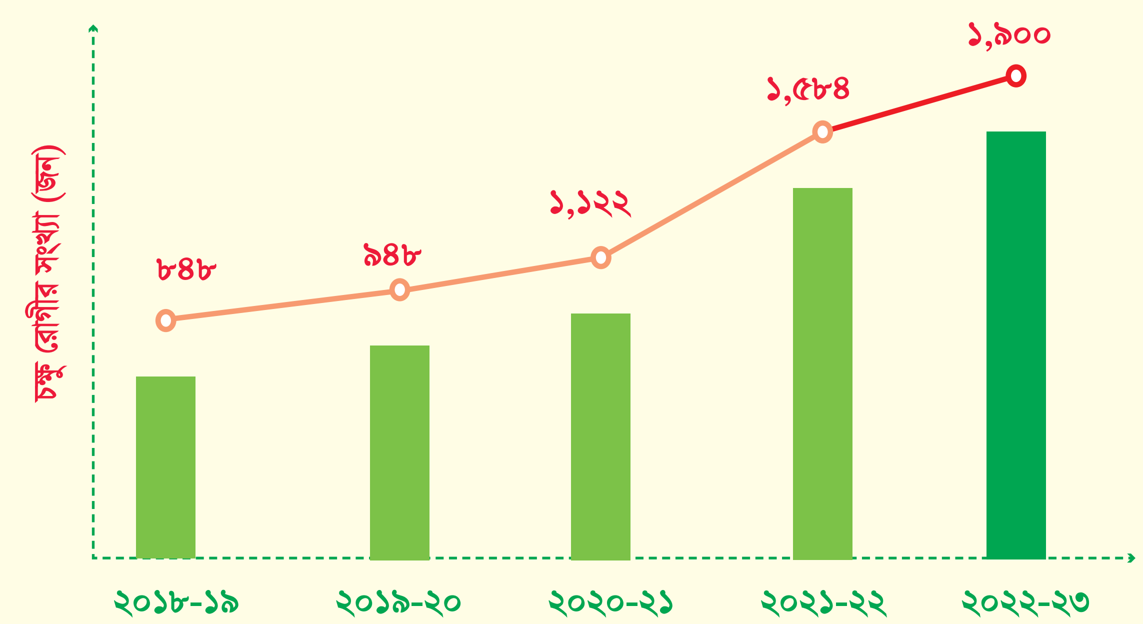

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

এসএসএস জানুয়ারি ১৯৯৬ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করে। নামমাত্র সেবামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থসেবা প্রদানসহ স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এর মূল লক্ষ্য। এরপর ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এই কর্মসূচিকে নতুন এক-ধারায় বিশেষ রূপদান করা হয়। সংস্থার নিজস্ব সৃজনশীলতা ও অর্থায়নে টাঙ্গাইল, জামালপুর, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার ৪৩টি শাখায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি শাখায় একজন করে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেবা প্রদান করেন। এছাড়াও তৃণমূল-স্তরে মোট ৪২ জন সিএইচভি (কমিউনিটি হেল্থ ভলানটিয়ার) কাজ করছেন। এসএসএস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির সম্পাদিত মৌলিক কর্মকাণ্ডসমূহ নিম্নরূপ–

- প্রতিদিন সকালে সমিতি-পর্যায়ে সদস্যগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- দুপুর দুটা হতে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত স্ট্যাটিক ক্লিনিকের (শাখা অফিসে) মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- প্রতিটি শাখায় সপ্তাহে কমপক্ষে একটি করে চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা;
- সভা ও কর্মশালার আয়োজন করে খাদ্যপুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি সম্পর্কে অভীষ্ট জনগণকে সচেতন করা এবং প্রয়োজন অনুসারে রেফারেল সুবিধা প্রদান করা।

২০২২-২৩ সময়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি হতে ১,৪০,৯৪৪ জন রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। ৪৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৪৭টি চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

স্বাস্থ্য ও সুস্থতাবিষয়ক কার্যক্রম

এসএসএস-এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে আরও বেশকিছু কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়। সুস্বাস্থ্য ও সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি অর্জনে সংস্থার এ-জাতীয় কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অতুলনীয়। এই জাতীয় কার্যক্রমের মধ্যে গর্ভবতী ও প্রসূতি সেবা, কৃমিনাশক কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, পুষ্টিবিষয়ক কার্যক্রম, সম্প্রসারিত টিকাদান ও এনআইডি কার্যক্রম, রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধক কার্যক্রম, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও সুস্থতাবিষয়ক সম্পাদিত কার্যক্রম

আনোয়ারা খাতুন--চোখের আলো ফিরে পেলেন

মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন (৬৫)। এসএসএস-এর টাঙ্গাইল সদরের বেগুনটাল শাখার একজন সদস্য। দরিদ্র পরিবারে দিনে দুবেলা খাবার ছাড়া আর কিছুই জুটত না তার। সাধারণ অসুস্থতায় এসএসএস-এর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু জটিল কোন রোগ হলে--চিকিৎসা হতো না।

আনোয়ারা খাতুন ৪-৫ বছর যাবৎ চোখে কিছুই দেখত না ঠিকমত। সবকিছু ঝাপসা দেখতেন তিনি। আনোয়ারা খাতুন জানতে পারলেন--এসএসএস-এর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির অধীনে স্বল্পমূল্যে চোখের আপারেশন করা যায়। এরপর তিনি এসএসএস-এর বেগুনটাল শাখার স্বাস্থ্য সহকারীর কাছে পরামর্শ গ্রহণ করেন। ০৬ এপ্রিল ২০২৩ এসএসএস-এর বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্পে যান। ডাক্তার তাকে বাম চোখ ছানির অপারেশনের জন্য পরামর্শ দেন।

এসএসএস হাসপাতাল হতে খুবই স্বল্প মূল্যে চোখে ছানি ও নালীর অপারেশন করা হয়। বর্তমানে আনোয়ারা খাতুন খুব ভালভাবে সবকিছু দেখতে পান। চোখে দেখতে পেয়ে তিনি মহাখুশি। তিনি এসএসএস-এর এই ধরনের মানবধর্মী ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য চিরকৃতজ্ঞ।

আনোয়ারা খাতুন এসএসএস-এর এই ধরনের মানবধর্মী ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য চিরকৃতজ্ঞ।

এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম

এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম সংস্থার অনন্য মহতী উদ্যোগ। ১৯৯৯ সালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার মগড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত কুইজবাড়ি গ্রামে এসএসএস-এর নিজস্ব ৯.৫ একর ভূমির উপর সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়। যৌনকর্মীদের শিশুদেরকে পতিতালয় থেকে উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুশীল সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে হোমের কার্যক্রম এসএসএস-এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। তবে, ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি টেরে ডেস হোমস, নেদারল্যান্ডস-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়েছিল।

বর্তমানে এই হোমে ৬৩ জন (ছেলে-২৮ ও মেয়ে-৩৫) ছেলেমেয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে ৯ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্যায়ে, ১২ জন নিম্ন মাধ্যমিক, ১৯ জন মাধ্যমিক, ১৭ জন উচ্চ মাধ্যমিক, ৪ জন স্নাতক (সম্মান) এবং ২ জন স্নাতকোত্তর-এ অধ্যয়নরত।

হোমে এই শিশু-কিশোরদের জন্য আবাসন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা-উপকরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংস্থার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। লেখাপড়ার সাথে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কালচারাল টিমের মাধ্যমে শিশুদের নাচ, গান, মার্শাল আর্ট, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩০ জুন ২০২৩ প্রান্ত পর্যন্ত সংস্থার অভিভাকত্বে সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমের ২৬ জন ছেলেমেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়েছে। সুশোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৩৫ জনের। এরমধ্যে এসএসএস-এ চাকরি করে ২১ জন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ১১ জন এবং স্ব-কর্মসংস্থানে জড়িত ৩ জন।

৩০ জুন ২০২৩-এ সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীর তথ্য

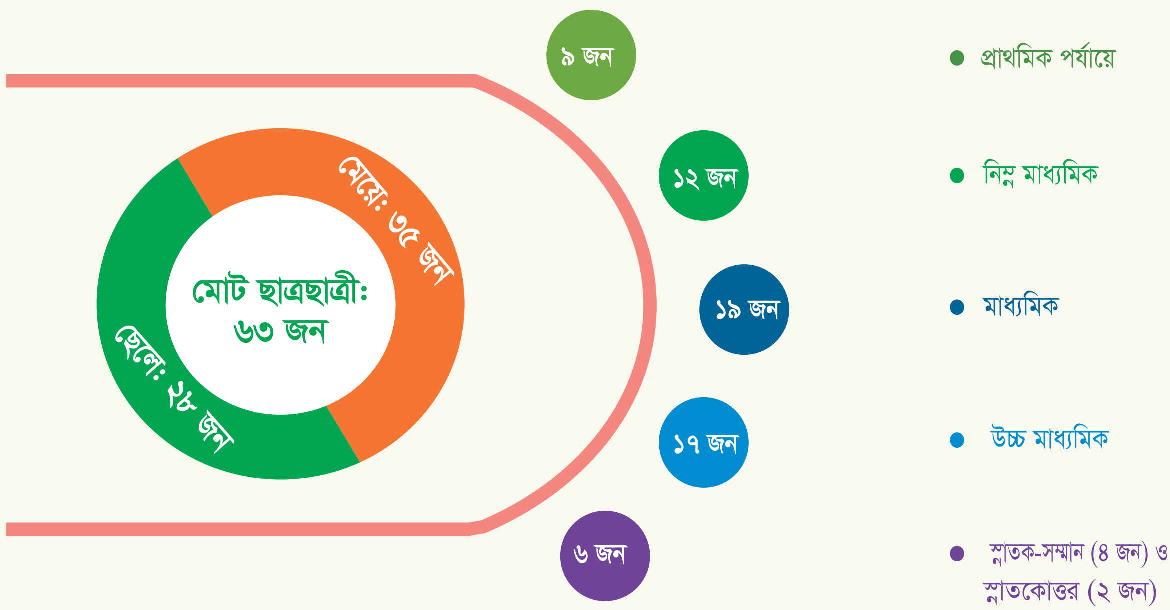

৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমের অর্জন

এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল

হরিজন, রবিদাস, চৌহান ও যৌনকর্মী পরিবারের শিশু-কিশোরদের উন্নয়নে এসএসএস এক বিশেষ কার্যক্রম শুরু করে। কার্যক্রমটি ১৯৯৪ সালে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এটি সংস্থার জনকল্যাণকর কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এই কার্যক্রম সমৃদ্ধ। প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির ক্রমধারায় ২০১৫ সালে টাঙ্গাইল সদরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা হয়--এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল। বিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য টাঙ্গাইল পৌরসভা ৫২ শতাংশ জমি দিয়ে সহায়তা করে। অন্যদিকে ১৯৯৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই কার্যক্রমে টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডস আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। এরপর থেকে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ে প্লে-গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। স্কুলটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো: আধুনিক ভবন, অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও শিক্ষা উপকরণ এবং অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী; উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সমাজের সকল শিশু-কিশোরদের অধ্যয়নের সুযোগ; ইংরেজি ভাষা ও প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক; নার্সারি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি ভার্সনে পড়ার সুযোগ; ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও খাদ্যপুষ্টি বিষয়ে সেবা প্রদান এবং কারাতেসহ সাংস্কৃতির কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বর্তমানে এখানে ৫০১ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। এরমধ্যে ১৮৫ জন (ছেলে-৯৩ জন ও মেয়ে-৯২ জন) হরিজন, চৌহান ও রবিদাস সম্প্রদায়ভুক্ত। স্কুলের পাশে অবস্থিত পতিতালয়ের ৩২ জন (ছেলে-১৬ জন ও মেয়ে-১৬ জন) শিক্ষার্থী এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। স্কুলটি সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত বিধায় সুশীল সমাজের ২৮৪ জন (ছেলে-১৪৭ জন ও মেয়ে-১৩৭জন) শিক্ষার্থী এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে।

বর্তমানে এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুলে অধ্যয়ন করে: ৫০১ জন ছাত্রছাত্রী।

এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর বিভাজন

বর্তমানে প্লে-গ্রুপ থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি ভার্সন।

এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুলের সম্প্রদায়ভিত্তিক ছাত্রছাত্রীর বিভাজন

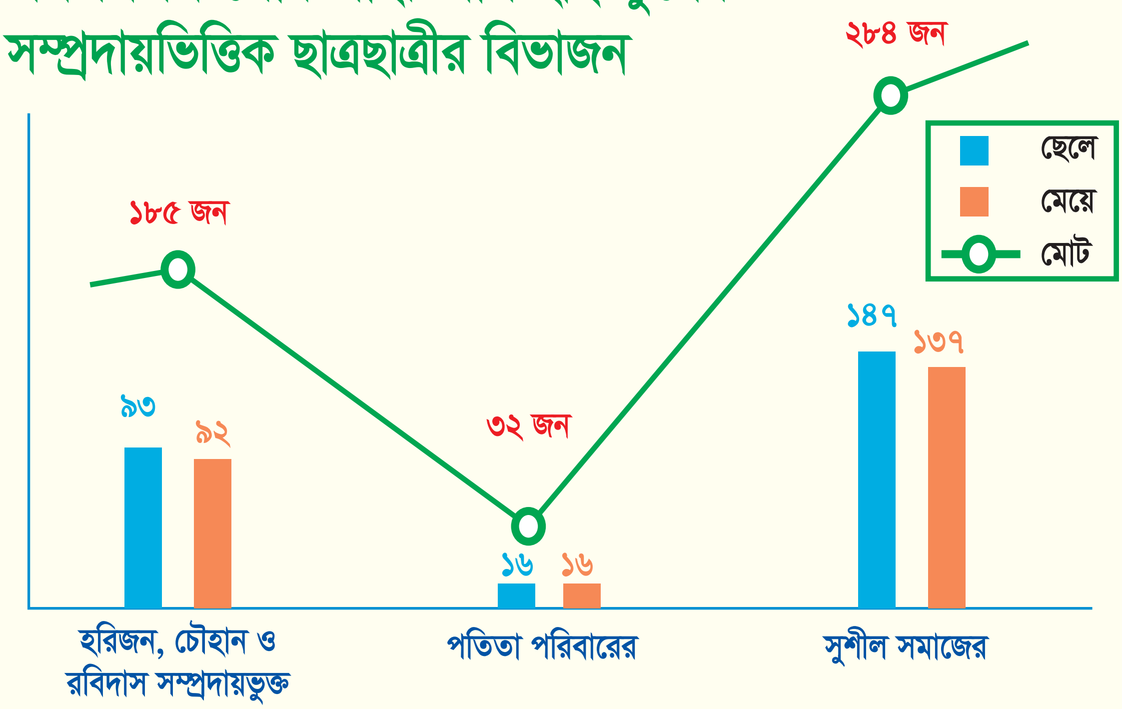

৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত এসএসএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুলে অধ্যয়ন পরবর্তী হরিজন, রবিদাস, চৌহান সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান

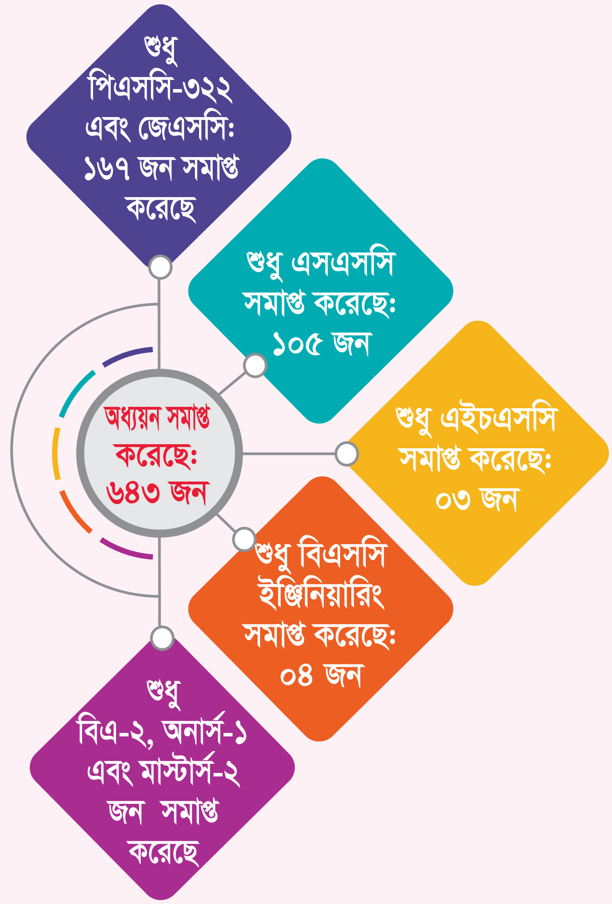

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা

এসএসএস-এর শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি আর্তমানবতার কল্যাণে নৈবেদ্য। এরমধ্যে অন্যতম কার্যক্রম হলো গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষা। দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের শিশু-কিশোররা সামান্য কিছু অর্থের জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় খাবারের বিনিময়েও তারা অপরের গৃহস্থালির কাজে সংশ্লিষ্ট হয়। ফলে তাদের শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার খর্ব হয়। এসএসএস ১৯৯৯ সালে এজাতীয় শিশুদের উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। টাঙ্গাইল শহরে ৮টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে শিক্ষিকা নিয়োজিত রয়েছেন। কেন্দ্র প্রতি ২৫ জন করে **মোট ২০০ ছাত্রছাত্রী** এ-সকল কেন্দ্রে অধ্যয়নের সুযোগ পায়।

৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের অর্জন

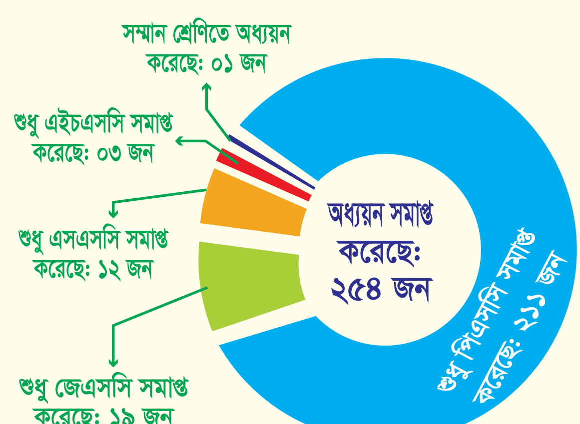

এসএসএস-টিভিইটি ইনস্টিটিউট

এসএসএস স্বল্পশিক্ষিত (সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণি পাশ) যুবক-যুবতীদের কর্মোপযোগী করে তুলতে কাজ শুরু করে। টাঙ্গাইল সদরের পাছ বিক্রমহাটি গ্রামে ২০১১ সালে টিভিইটি (টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং) ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। স্বল্পশিক্ষিত ও বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরেপড়া দরিদ্র যুবক-যুবতীদের বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা এই ইনস্টিটিউটের শীর্ষ লক্ষ্যবিন্দু। শুরুতে টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডসের অর্থায়নে পরিচালিত হয়। বর্তমানে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে এটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এখানে চারটি ট্রেডে একবছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ট্রেডসমূহ হলো: ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল অ্যান্ড মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং অ্যান্ড মেশিনিস্ট এবং রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং।

এই কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক ও মাসিক বৃত্তি প্রদান;
- প্রতিটি ট্রেডে আসন সংখ্যা ১৫টি-২০টি এবং চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন;
- স্ব-কর্মসংস্থান সৃজনে উৎসাহিত ও দক্ষ করে তোলা; এবং
- স্ব-কর্মসংস্থান বা বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ঋণের সুযোগ প্রদান।

৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৬৭৬ জন যুবক-যুবতীর মধ্যে ৫১৯ জন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন ২৯ জন। বিদেশে চাকরি করছে ২২ জন।

এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

প্রযুক্তিনির্ভর জনসম্পদ তৈরির এক বিশেষ উদ্যোগ--এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এটি ২০১৭ সালের শেষ-প্রান্তে যাত্রা শুরু করে। ইনস্টিটিউটটি টাঙ্গাইল সদরের পাছ বিক্রমহাটিতে (রাবনা বাইপাস থেকে এক কিলোমিটার উত্তরে) অবস্থিত এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত (প্রতিষ্ঠান কোড: ৫৪২৮২)। এখানে চারবছর মেয়াদি চারটি বিষয়ে (ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ও অটোমোবাইল) ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভের সুযোগ রয়েছে। আসন সংখ্যা বিষয় প্রতি ৫০টি। সুবিধাবঞ্চিত ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বৃত্তির সুবর্ণ সুযোগ।

বর্তমানে এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১১৪ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত।

এখানে চারবছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়সমূহ

এসইআইপি

এসএসএস জানুয়ারি ২০১৬ এসইআইপি (Skills for Employment Investment Program--SEIP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করে পিকেএসএফ। কর্মসূচির মূল দর্শন হলো: দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে এসএসএস-টিভিইটি ইনস্টিটিউট। এখানে হতে ১৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সংস্থার দরিদ্র ও প্রান্তিক সদস্যদের বেকার ছেলেমেয়েরা এই কর্মসূচির মূল উপকারভোগী। প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা হলো: বয়স সর্বনিম্ন ১৫ বছর এবং পঞ্চম শ্রেণি হতে এসএসসি পাশ। প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন থেকে ছয় মাস। প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকরি বাজারে প্রবেশে সহায়তা করা;
- প্রশিক্ষণ শেষে উপযুক্ত চাকরিতে যোগদান নিশ্চিত করা।

এপর্যন্ত এই কার্যক্রমের অধীনে ৫০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে ২২ জন চাকরি করছেন।

শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম

শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা (বৃত্তি) জীবনকে বদলে দিতে পারে। তৈরি করে শিক্ষিত মানবসম্পদ। এসএসএস সূচনা-লগ্ন থেকে গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শ্রেয়ঃসাধনে নিবেদিত। সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০০ সালে শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম গ্রহণ করে। বর্তমানে সংস্থা চার ধরনের বৃত্তি প্রদান করে। যথা:

- এসএসএস-নাগা বৃত্তি;
- নিয়মিত মাসিক বৃত্তি;
- এককালীন বৃত্তি;
- বিশেষ বৃত্তি।

১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থা শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের অধীনে ২০১ জনকে ২৯.৬১ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করে।

২ এরমধ্যে এসএসএস-নাগা বৃত্তি: ৯১ জনকে ৫.৩৪ লক্ষ টাকা,

৩ নিয়মিত মাসিক বৃত্তি: ৫০ জনকে ১২.৩৫ লক্ষ টাকা,

৪ এককালীন বৃত্তি: ২৮ জনকে ২.০৭ লক্ষ টাকা

এবং বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষাবৃত্তি: ৩২ জনকে ৯.৮৫ লক্ষ টাকা

এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিক্ষা উপকরণ বাবদ ২৪৪ জন ছাত্রছাত্রীকে ১৩.৮৬ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

কারাতে প্রশিক্ষণ

এসএসএস প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিষয়ের সাথে কারাতে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। শিশু-কিশোরদের আত্মরক্ষা এবং স্বাবলম্বী হতে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসএসএস সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম এবং পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এর প্রধান উপকারভোগী। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এ-সকল শিশু-কিশোর সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-পর্যায়ে বিভিন্ন কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এ-পর্যন্ত তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-পর্যায়ে **৯৩টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে** সম্মানজনক স্থান অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতাসমূহ হতে তারা ৫৮টি স্বর্ণ, ৬৯টি রৌপ্য, ৪৪টি ব্রোঞ্জ, ১টি ব্লাক বেল্ট, ১টি বেস্ট প্লেয়ারের স্বীকৃতিসহ সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য পুরস্কার লাভ করে।

প্রতিযোগিতা সমূহ হতে অর্জন হয়:

- ০১ স্বর্ণ: ৫৮টি
- ০২ রৌপ্য: ৬৯টি
- ০৩ ব্রোঞ্জ: ৪৪টি
- ০৪ ব্লাক বেল্ট: ০১টি

কৈশোর কর্মসূচি

কিশোর কিশোরীদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে শুভবোধ-সম্পন্ন সমাজ ও উন্নত জাতি-গঠনের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে কৈশোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে এটি টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির কর্মকাণ্ড যথার্থভাবে বাস্তবায়নে স্কুল ফোরাম ও ক্লাব গঠন করা হয়েছে। কর্মএলাকার ১০-১৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ১৮০টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এরমধ্যে ৯০টি কিশোরী ও ৯০টি কিশোর ক্লাব। প্রতিটি ক্লাবে ৩৫ জন সদস্য। মোট সদস্য সংখ্যা ৬,৩০০ জন। এই কার্যক্রমের কর্মকাণ্ডসমূহ হলো:

- মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক কর্মকাণ্ড।
- কৈশোর স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড।
- দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকাণ্ড।
- সাংস্কৃতিক-বিষয়ক কর্মকাণ্ড।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কৈশোর কর্মসূচির অধীনে সম্পাদিত অনুষ্ঠান

জুলেখা আক্তার

একজন দক্ষ ও যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে

জুলেখা আক্তার, বাবা--সুরমান আলী, মাতা--মোমেনা বেগম টাঙ্গাইল সদরের বৈল্লা বাজারে বাড়ি।

যখন জুলেখা বয়স ১০, তার বাবা অন্যত্র আরও একটি বিবাহ করে। পরিবারে সদস্য সংখ্যা বড় ভাই ও ভাবী, মা ও দু বোনসহ পাঁচ জন। ভাই টাইলস মিস্ত্রি। ভাইয়ের আয় দিয়ে সংসার চলে কোন রকমে। এক-পর্যায়ে জুলেখা দুবেলা খাবার জন্য অন্য লোকের বাড়িতে কাজ করা শুরু করে।

২০১০ সালে জুলেখাকে এসএসএস-এর গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সে তৃতীয় শ্রেনিতে পাঠ শুরু করে। পঞ্চম শ্রেণির পাঠ সমাপ্ত করে সে বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। সেখান থেকে ২০২০ সালে জিপিএ ৩.৬৭ পেয়ে এসএসসি পাশ করে। বর্তমানে জুলেখা আক্তার এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক বিষয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। ইতোমধ্যে সে পাঁচটি সেমিস্টারে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর মাত্র তিনটি সেমিস্টার অবশিষ্ট রয়েছে।

আগামীতে জুলেখা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়। সে একজন যোগ্য ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়াতে চায়। সে সততা আর ভালবাসায় দেশ সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

এসএসএস স্থিতিশীল উন্নয়নের অংশ-স্বরূপ ২০১৬ সালের প্রথমদিকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। কর্মসূচিটি পিকেএসএফ ও এসএসএস-এর যৌথ-অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।

এসএসএস-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিটি টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ও হুগড়া ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ-বিষয়ে সংস্থা একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপ হতে ৩,৪২০ জন প্রবীণ ব্যক্তি পাওয়া যায়। বর্তমানে ৪,৫৫০ জন প্রবীণকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ-কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে দাইন্যা এবং হুগড়া ইউনিয়নে দুটি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিয়ন-পর্যায়ে ০২টি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ১৮টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কার্যক্রম হিসেবে প্রবীণগণের জীবনমান রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রবীণ-সহায়ক উপকরণ (কম্বল, চাদর, লাঠি, কমোড চেয়ার, ছাতা, হুইলচেয়ার ইত্যাদি) প্রদান, বয়স্কভাতা, আইজিএ প্রশিক্ষণ, প্রবীণ দিবস পালন, মৃতের সৎকার, প্রবীণ মেলার আয়োজন, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, মাসিক সভা-সেমিনারের আয়োজন, ফিজিওথেরাপি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক পরিষেবা, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও পিতামাতার খেদমতকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা ইত্যাদি কর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

সংস্থার প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি স্বল্পসময়ের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ অসহায় ও দারিদ্র্য-পীড়িত জ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালনায় সহায়ক হচ্ছে। প্রবীণগণের বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সুরাহা হচ্ছে।

বর্তমানে ৪,৫৫০ জন প্রবীণকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে দাইন্যা এবং হুগড়া ইউনিয়নে দুটি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিয়ন-পর্যায়ে ০২টি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ১৮টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

ক্রম.	বিবরণ	অর্জন (২০২২-২৩)	ক্রমপুঞ্জিত (৩০ জুন ২০২৩)
১	জেলার সংখ্যা	০০	০১
২	উপজেলার সংখ্যা	০০	০১
৩	ইউনিয়ন সংখ্যা	০০	০২
৪	শাখার সংখ্যা	০০	০৩
৫	প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি (সংখ্যা)	০০	০২
৬	প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটি (সংখ্যা)	০০	১৮
৭	প্রবীণ গ্রাম কমিটি (সংখ্যা)	০০	৩৬
৮	সুবিধাভোগী (সংখ্যা)	০০	৪,৫৫০
৯	সামাজিক কেন্দ্র (সংখ্যা)	০০	০২
১০	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (জন)	০০	১৮
১১	আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ (ব্যাচ সংখ্যা)	৯০	৪৫০
১২	কম্বল বিতরণ (সংখ্যা)	০০	৩৭৫
১৩	চাদর বিতরণ (সংখ্যা)	০০	২১৫
১৪	লাঠি বিতরণ (সংখ্যা)	০০	১৬০
১৫	কমোড চেয়ার বিতরণ (সংখ্যা)	০০	১০০
১৬	ছাতা বিতরণ (সংখ্যা)	০০	১০০
১৭	হুইলচেয়ার বিতরণ (সংখ্যা)	০৬	২৬
১৮	বয়স্কভাতা প্রদান (জন)	১৬৮	২০০
১৯	বয়স্কভাতা (মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ টাকা)	৫০০	০০
২০	মৃতের সৎকার (সংখ্যা)	০৯	৭২
২১	মৃতের সৎকারে অনুদান প্রদান (টাকা)	১৮,০০০	১,৪৪,০০০
২২	ফিজিওথেরাপি প্রদানন (জন)	৪৫৩	২,৪১৩
২৩	প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (জন)	৩৪০	২,৫৭৪
২৪	জাতীয় প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন (সংখ্যা)	০২	০৯
২৫	প্রবীণ মেলার/ক্রীড়া/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন (সংখ্যা)	০২	১০
২৬	শ্রেষ্ঠ পিতার স্বীকৃতি (জন)	১০	৬৬
২৭	শ্রেষ্ঠ সন্তানের স্বীকৃতি (জন)	১০	৪৮
২৮	এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান (জন)	০০	৪৬
২৯	ঋণ বিতরণ (জন)	০০	০০
৩০	ঋণ বিতরণ (টাকা)	০০	০০
৩১	সোনালি উদ্যোগ (টি স্টল) গ্রহণে অনুদান প্রদান (জন)	০২	০২
৩২	লাইব্রেরি	০১	০১

ইসিসিসিপি-ফ্লাড কার্যক্রম

Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) কার্যক্রমটি সংস্থা ১০ নভেম্বর ২০২০ বাস্তবায়ন শুরু করে। পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে ও জাতিসংঘের Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। কার্যক্রমটি জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও ইসলামপুর উপজেলার চারটি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়নসমূহ হলো: মেলান্দহ উপজেলার ঘোষের পাড়া ও নয়ানগর ইউনিয়ন এবং ইসলামপুর উপজেলার বেলগাছা ও গোয়ালের চর।

প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো: বাংলাদেশের বন্যা উপদ্রুত এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও দলগতভাবে বসতভিটা উঁচুকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা; বন্যা পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান; নিরাপদ খাদ্য ও পানির সুব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন সাধন এবং বসতভিটা উঁচুকরণের মাধ্যমে পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন। এর সুবিধাভোগী হলো: উপজেলা প্রতি ২০০০ টি করে ০২টি উপজেলায় মোট ৪০০০টি পরিবার। প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ বছর ০৬ মাস (১০ ডিসেম্বর ২০২০ হতে এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত)।

ইসিসিসিপি-ফ্লাড কার্যক্রমের তথ্য

ক্রম.	বিবরণ	অর্জন (২০২২-২৩)	ক্রমপুঞ্জিত
১.	বসতবাড়ি উঁচুকরণ (পরিবার)	৭৪১	১,৭০৭
২.	টিউবওয়েল স্থাপন (সংখ্যা)	৫৬	৯৩
৩.	স্যানিটারি ল্যাট্রিন (সংখ্যা)	২৩৭	৪৬৫
৪.	ছাগল পালনের মাচা ও ঘর তৈরি (সংখ্যা)	৮৪৬	৯১৮
৫.	বন্যা সহনশীল শস্য প্রদর্শনী (সংখ্যা)	১,১০৭	১,৮৯৪
৬.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন (সংখ্যা)	০	২
৭.	ঋণ বিতরণ (পরিবার সংখ্যা)	১,৭৩৮	৩,১৬৭
৮.	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	২.৪০	৪.৬৯
৯.	সভার আয়োজন	২,৭৩২	৪,৮৩১
১০.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন (সংখ্যা)	১০২	১৯০
১১.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী (সংখ্যা)	২,৬৪৪	৪,৭৯১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

দুর্যোগ সর্বদাই অনাকাঙ্ক্ষিত, বয়ে আনে দুঃখ-দুর্দশা, সম্প্রসারিত হয় অভাব অনটন এবং বাধাগ্রস্ত হয় উন্নয়ন। প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট উভয় প্রকৃতির দুর্যোগ সম্পদ ও জনজীবন ধ্বংস করে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র--সকল ক্ষেত্রে এই অপশক্তির নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, প্রগতি ও সমৃদ্ধি থমকে যায়। তবে পরিকল্পিত পূর্বপ্রস্তুতি ও সর্তকতা কমিয়ে আনে ক্ষয়ক্ষতি, রক্ষা করে জীবন এবং স্থিতিশীল রাখে উন্নয়ন। এসএসএস সমাজের কল্যাণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কর্মসূচিটি দুর্যোগ সতর্কতা তৈরি, পূর্বপ্রস্তুতি ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে নিবেদিত।

সংস্থা সদস্য-ঋণীগণের জীবন জীবিকা গতিশীল রাখতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই কর্মসূচির অধীনে গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। এবিষয়ে সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো: পূর্বপ্রস্তুতি ও সতর্কতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি নিঃসন্দেহে জনকল্যাণ ও উন্নয়নবান্ধব কর্মকাণ্ড। এই কর্মসূচির বদৌলতে দুর্যোগকে জয় করে সদস্যগণ উন্নয়নে এগিয়ে চলে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থা ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে সংস্থার ব্যয় হয় ৬.১৪ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে সংস্থার ব্যয় হয় ৬.১৪ কোটি টাকা।

সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম

এসএসএস প্রায় তিন যুগ ধরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন জনহিতৈষী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বিশেষ করে পিছিয়েপড়া ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কৃতি ও অবকাঠামোর উন্নয়নে সংস্থা অনুদান প্রদান করে। সংস্থা সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম হিসেবে ব্যক্তি-পর্যায়ে সহযোগিতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোর উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

এসএসএস-এর জনহিতৈষী ও উন্নয়নবান্ধব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের কল্যাণ বয়ে আনছে। সংস্থার মানবতা, দানশীলতা ও দায়িত্ববোধে হাজার-হাজার পরিবার দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়েছে। তারা কল্যাণ ও অগ্রগতির ইতিবাচক গন্তব্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এখাতে সংস্থার ব্যয় ১৪.৬৩ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে এখাতে সংস্থার ব্যয় ১৪.৬৩ কোটি টাকা।

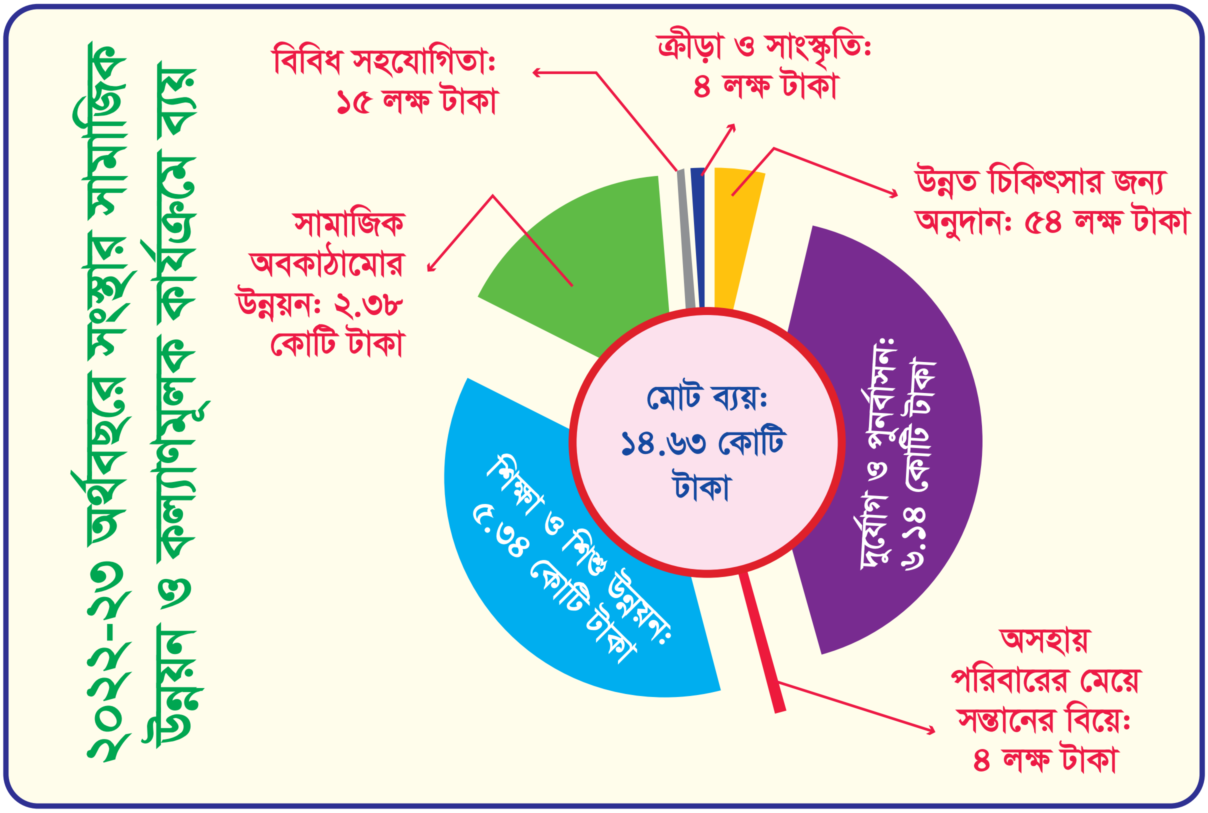

সম্ভাবনা ও সক্ষমতার উন্নয়ন

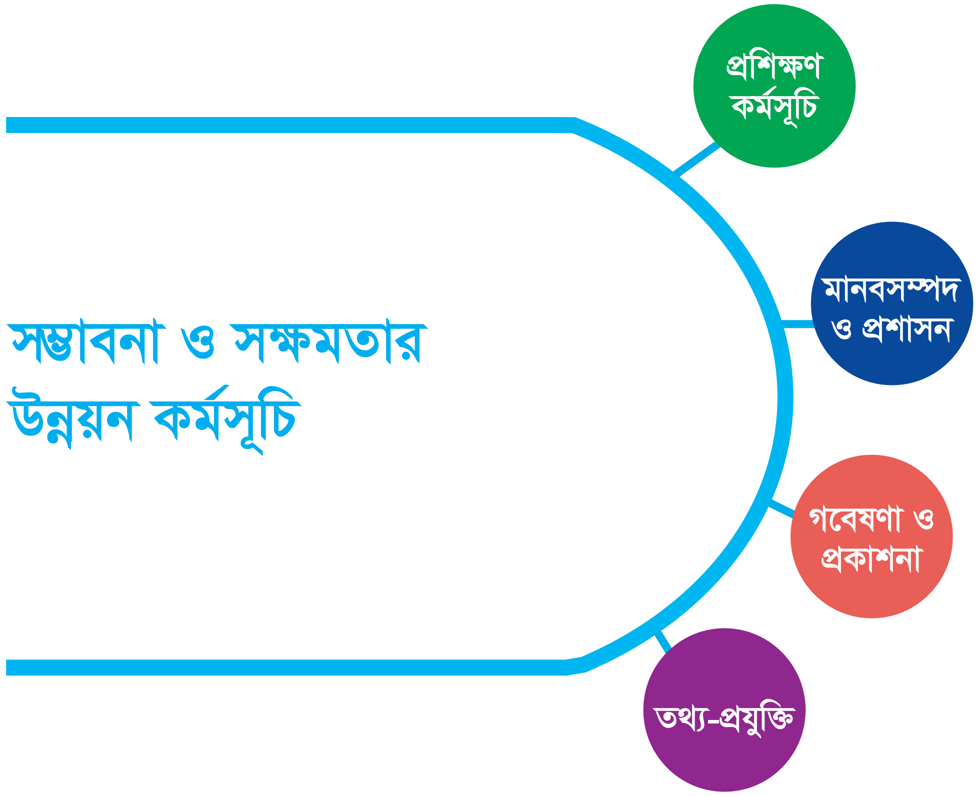

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

এসএসএস সূচনা-লগ্ন থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা-পালন করে যাচ্ছে। এসএসএস-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রগতিশীল উন্নয়ন দর্শন নিরিখে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসম্পাদন, কর্মী উন্নয়ন এবং উন্নয়ন-সদস্যবৃন্দের কল্যাণ-বর্ধনে এই কার্যক্রম নিবেদিত।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

এই কর্মসূচি মূলত--বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে মানবসম্পদ ও ব্যবস্থাপনার বিকাশ নিশ্চিত করে থাকে। এক্ষেত্রে, প্রধানত দলগত গতিশীলতা, ঋণ ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম কার্যকর ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, সফ্টওয়্যার পরিচালনা ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতার উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, আয়বর্ধনশীল কার্যক্রমে উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ, উদ্যোক্তার উন্নয়ন, জীবিকার পুনর্বাসন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানে তাত্ত্বিক ও হাতেকলমে পর্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

অবকাঠামো ও সুবিধা

সংস্থার প্রশিক্ষণ বিভাগের দুটি কেন্দ্র রয়েছে। আধুনিক সাজসজ্জায় সুগঠিত এই কেন্দ্র দুটিতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ধারণ ক্ষমতা মোট ৬০ জনের। সেবা মূল্যের বিনিময়ে সংস্থা এই কেন্দ্রসমূহ অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্যও ভাড়া দিয়ে থাকে।

সংস্থার আধুনিক সাজসজ্জায় সুগঠিত দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। দুটিতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ধারণ ক্ষমতা মোট ৬০ জনের।

প্রশিক্ষণ প্রদান (২০২২-২৩ সময়ে)

২০২২-২৩ সময়ে এ-বিভাগ ৩৭০টি প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ সেশনসমূহে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৮,৪৩৯ জন। এরমধ্যে কর্মী হলো ২,৩৭৩ জন এবং উন্নয়ন-সদস্য ৬,০৬৬ জন।

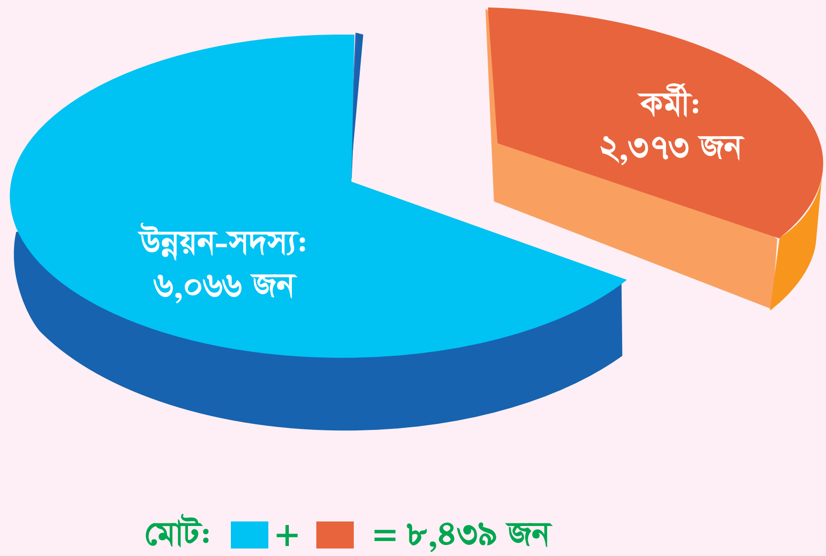

ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ (২০২২-২৩ সময়ে)

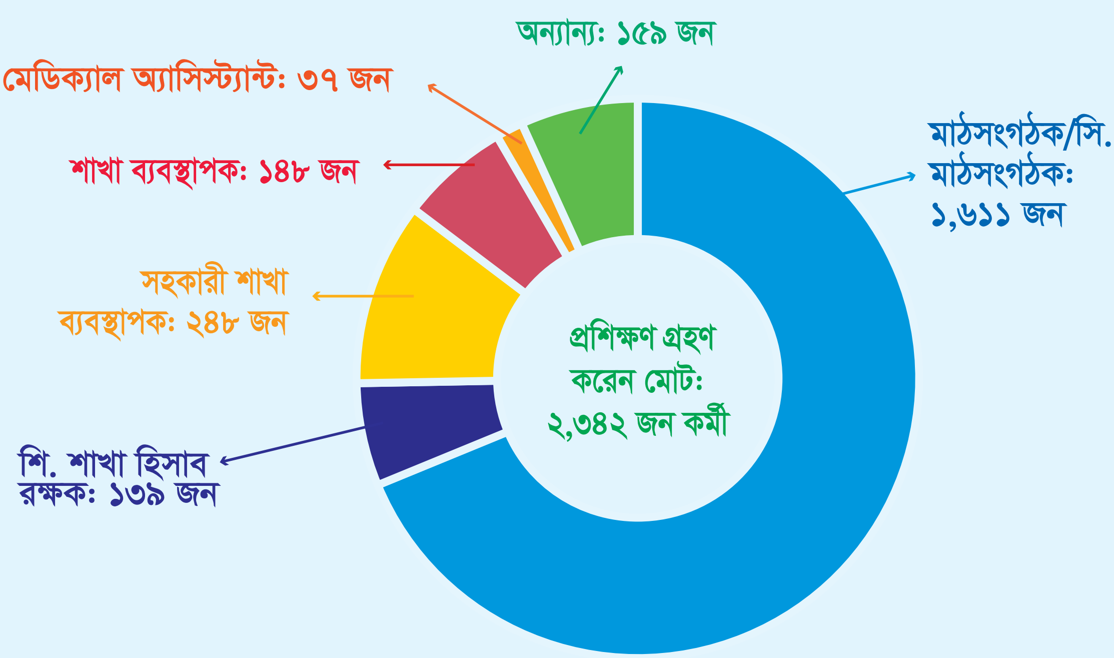

উন্নয়ন সদস্যদের প্রকল্পভিত্তিক আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (২০২২-২৩ সময়ে)

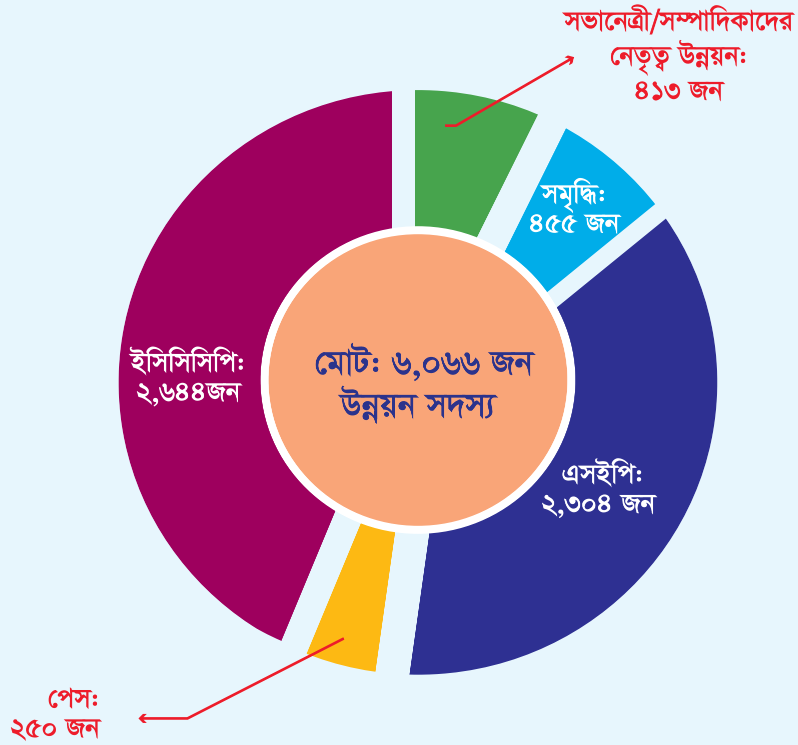

সংস্থার কর্মীদেরকে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান (২০২২-২৩ সময়ে)

মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ

সমাজ-সংস্কৃতি ও বিশ্বায়নের অগ্রগতির শিরোমণি--মনুষ্যসম্পদ। আর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সংস্থার ব্যবস্থাপনার গুরত্বপূর্ণ অংশ। সেবা ও পণ্য উৎপাদন-বিতরণ-ভোগ মানুষেরই কর্ম, মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। যোগ্যতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব সাধারণ মানুষকে সম্পদে রূপান্তর করে। এতে মানব মূলধনের উৎকর্ষ বর্ধিত হয়, যা সার্বিক সমৃদ্ধির অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সকল কর্মকাণ্ডকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, সংস্থার ভিশন-মিশন অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো: কর্মী ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, স্লিম প্রশিক্ষণ, সংস্থার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ, সর্বস্তরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অফিস ও সম্পদের নিরাপত্তা, সম্পদের উন্নয়ন, যথাসময়ে লজিস্টিক ক্রয় ও সরবরাহ, পণ্যের গুণগতমান ও ভাড়া মূল্য নির্ধারণ নিশ্চিতকরণ, বিবিধ কার্যক্রম ইত্যাদি।

সংস্থার উপযোগ-সৃষ্টি সর্বোচ্চ-পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বস্তরে মিতব্যয়, দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং নৈতিকতার গুরুত্ব আরোপ করা--এই মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য। অধিকন্তু--আইটি, নির্মাণ, স্টোর, অভ্যর্থনা, ক্যান্টিন, ভেয়িক্যাল, রেস্ট হাউস ইত্যাদি সেকশন এই বিভাগের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। একজন পরিচালকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

৩০ জুন ২০২৩ প্রান্তে এসএসএস-এর মানবসম্পদ বিভাগ ৬,৩৯১ জন কর্মী পরিচালনা করছে।

এসএসএস-এর মানবসম্পদের প্রকৃতি (৩০ জুন ২০২৩)

মোট কর্মী: ৬,৩৯১ জন

পুরুষ কর্মী: ৪,৯২২ জন

নারী কর্মী: ১,৪৬৯ জন

এসএসএস-এর মানবসম্পদের ধরন (৩০ জুন ২০২৩)

২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,০৩১ জন কর্মীকে নিয়োগ প্রদান করে।

এসএসএস-এর মানবসম্পদের প্রবৃদ্ধি (পাঁচ বছর)

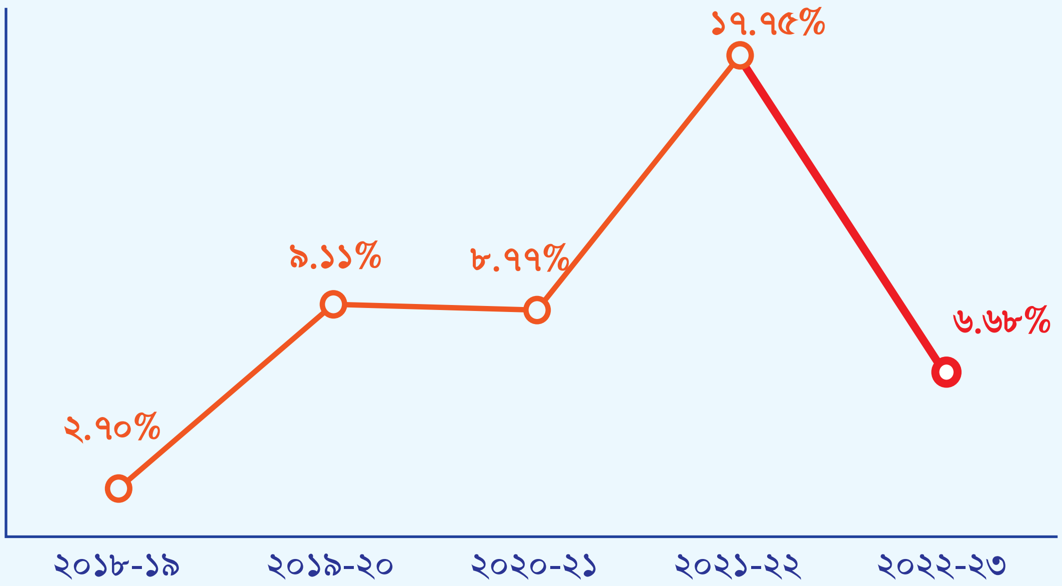

গবেষণা ও প্রকাশনা

সংস্থার অগ্রগতি ও সুখ্যাতির নিদর্শন গবেষণা ও প্রকাশনা বহন করে। বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা ও প্রকাশনা উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রণালী ও সংস্করণ--সকল বিষয়বস্তু ধারণ করে, সমাজের নিকট সাবলীল ও সহজ পন্থায় তুলে ধরে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে সংরক্ষিত থাকে। এই জাতীয় কার্যক্রমের স্বচ্ছন্দ ধারা সংস্থা ও সমাজ-সংস্কৃতিতে ইতিবাচক গতিশীলতা ফুটিয়ে তুলে, স্থিতিশীল পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এসএসএস সূচনা-লগ্ন থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম সংস্থার উন্নয়ন-দর্শনে অবিচ্ছেদ্য অংশ। উদ্ঘাটন, নির্বাচন, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ, সংকলন ও যথাযথ উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

সংস্থার প্রয়োজনে--উদ্ঘাটন, নির্বাচন, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ, সংকলন ও যথাযথ উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

এসএসএস-এর প্রধান প্রকাশনাসমূহ

১. বার্ষিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক বুলেটিন, বিশেষ কর্মসূচি বা প্রকল্পের পুস্তিকা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন ইত্যাদি

২. সংস্থা ও বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের ব্রুশিয়ার, লিফলেট ও পরিচিতিমূলক বিজ্ঞাপন ইত্যাদি

৩. অফিস ফাইল, ফোল্ডার, প্যাড ও ডায়েরি ইত্যাদি

৪. ওয়েবসাইটের কন্টেন্টস, বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিবেদন, সংস্থার চলতি ইস্যুভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি

২০২২-২৩ অর্থবছরে গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদিত কর্মকাণ্ড

১. বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সন): ২টি, বুলেটিন (বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সন) দুটি সংখ্যা: ৪টি, ডায়েরি।

২. সেপ প্রকল্পের ব্রুশিয়ার: ১টি, সংস্থার পরিচিতিমূলক বিজ্ঞাপন: ৮টি।

৩. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির ম্যানুয়াল পুস্তিকা: ১টি, পেস প্রকল্পের মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিবেদন: ১টি, ইসিসিসিপি প্রকল্পের বুকলেট: ১টি।

৪. মিটিং মিনিট্স তৈরি: ২০টি, ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট তৈরি: ৪১টি, কেস-স্টাডি সংগ্রহ: ১০টি, সংস্থার ব্রুশিয়ার তৈরি (খসড়া): ১টি, ডিসি ও ইউএনও অফিসে সংস্থার তথ্য-সম্বলিত প্রতিবেদন: ২৪টি, বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য প্রেরণ: ৭টি, লাইব্রেরিতে বই সংরক্ষণ: ৫৭টি।

তথ্য প্রযুক্তি

এসএসএস সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। সেবা-পরিষেবা উৎপাদনে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। সঙ্গত উদ্দেশে সংস্থায় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে একটি বিশেষ সেকশন কাজ করছে। সুরক্ষা ও বিশুদ্ধতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তথ্য প্রযুক্তি সেকশন সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডকে সহজ ও গতিশীল করে যাচ্ছে। ফলে, তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিবেদন তৈরি-সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড স্বয়ংক্রিয় ও ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এরজন্য সংস্থা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও করেছে। তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক একটি অবকাঠামো সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্থা ড্যাটাসফট কোম্পানির মাধ্যমে মাইক্রোফিন-৩৬০ নামক একটি অন-লাইনভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। এছাড়াও আরও বেশকিছু সফটওয়্যার কোম্পানির সঙ্গে সংস্থার বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কার ও উন্নয়নে চুক্তি সুসম্পন্ন হয়েছে। সংস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষুদ্রঋণ-সংক্রান্ত তথ্য পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত তথ্য পদ্ধতি, হিসাব-সংক্রান্ত তথ্য পদ্ধতি এবং সমন্বিত বেশকিছু কাঙ্ক্ষিত প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুতকরণের কাজ করে যাচ্ছে। অফিসিয়াল সকল ধরনের যোগাযোগ, তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রদান, সংস্থার ওয়েব-সাইট আপডেটকরণ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডও তথ্য প্রযুক্তি সেকশনের সহায়তায় করা হচ্ছে।

সংস্থা ড্যাটাসফ্‌ট কোম্পানির মাধ্যমে মাইক্রোফিন-৩৬০ নামক একটি অন-লাইনভিত্তিক সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করছে।

সংস্থার তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতি

১

৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৫৮৩টি শাখা অটোমেটেড হয়েছে।

২

সংস্থা এমআরএ-এর সহায়তায় ১১টি শাখায় এমএফ-সিআইবি কার্যক্রম পাইলটিংভিত্তিতে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

৩

সংস্থা ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (ডিএফএস)-এর সংস্করণে ১০টি শাখায় মাইক্রোফিন-৩৬০ মোবাইল অ্যাপ পরীক্ষমূলকভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

একইসঙ্গে, নগদ ও বিকাশ অ্যাপ-সমূহের মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ইনভেন্টরি ও ফিক্সড অ্যাসেটস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফ্‌টওয়্যারের কাজও চলছে।

এসএসএস-এর ঘটনা-প্রবাহ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থা বেশকিছু অনুষ্ঠান ও দিবস উদ্‌যাপন করে। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-প্রবাহ স্থিরচিত্রে তুলে ধরা হলোঃ

ঋণ কর্মসূচিকে সুসংহতকরণে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন (২৩ জুলাই ২০২২)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন (১৫ আগস্ট ২০২২)

জাতীয় প্রবীণ দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন: হুইল চেয়ার ও বয়স্ক ভাতা প্রদান (৩ অক্টোবর ২০২২)

এসএসএস বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২ অনুষ্ঠিত (৭ অক্টোবর ২০২২)

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন (১৮ অক্টোবর ২০২২)

জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন (১ নভেম্বর ২০২২)

শীত বস্ত্র ও অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠান (ভার্চুয়াল ওয়ের মাধ্যমে) উদ্বোধন করছেন এমআরএ-এর ইভিসি মহোদয় ও পরিচালকবৃন্দ, এসএসএস-এর পরিচালকদ্বয়--মানবসম্পদ ও প্রশাসন এবং ঋণ
(১৫ জানুয়ারি ২০২৩)

দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর ২০২০-২১ অর্থবছরে দ্যা বেস্ট প্রেজেন্টেড অ্যানুয়াল রিপোর্ট বিষয়ে পুরস্কার প্রাপ্তি
(৩ ডিসেম্বর ২০২২)

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন
(১৬ ডিসেম্বর ২০২২)

এমআরএ-এর ইভিসি মহোদয়ের এসএসএস পরিদর্শন এবং সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ (৫-৬ মার্চ ২০২৩)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

ইফাদ ও পিকেএসএফ-এর এসএসএস (পেস প্রকল্প) পরিদর্শন (১৪ মার্চ ২০২৩)

বঙ্গবন্ধুর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন
(১৭ মার্চ ২০২৩)

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন
(২৬ মার্চ ২০২৩)

পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন
(১৪ এপ্রিল ২০২৩)

এমআরএ কর্তৃক এসএসএস-কে কিউআর কোড-সম্বলিত সনদ প্রদান (২৯ মে ২০২৩)

এমআরএর সাথে এসএসএস-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন (২০২৩-২৪) চুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান (২১ জুন ২০২৩)

নেপালে সাউথ এশিয়ান ক্লাইমেট অ্যাকশন কনফারেন্স ২০২৩-এ এসএসএস-এর অংশগ্রহণ (২০-২২ জুন ২০২৩)

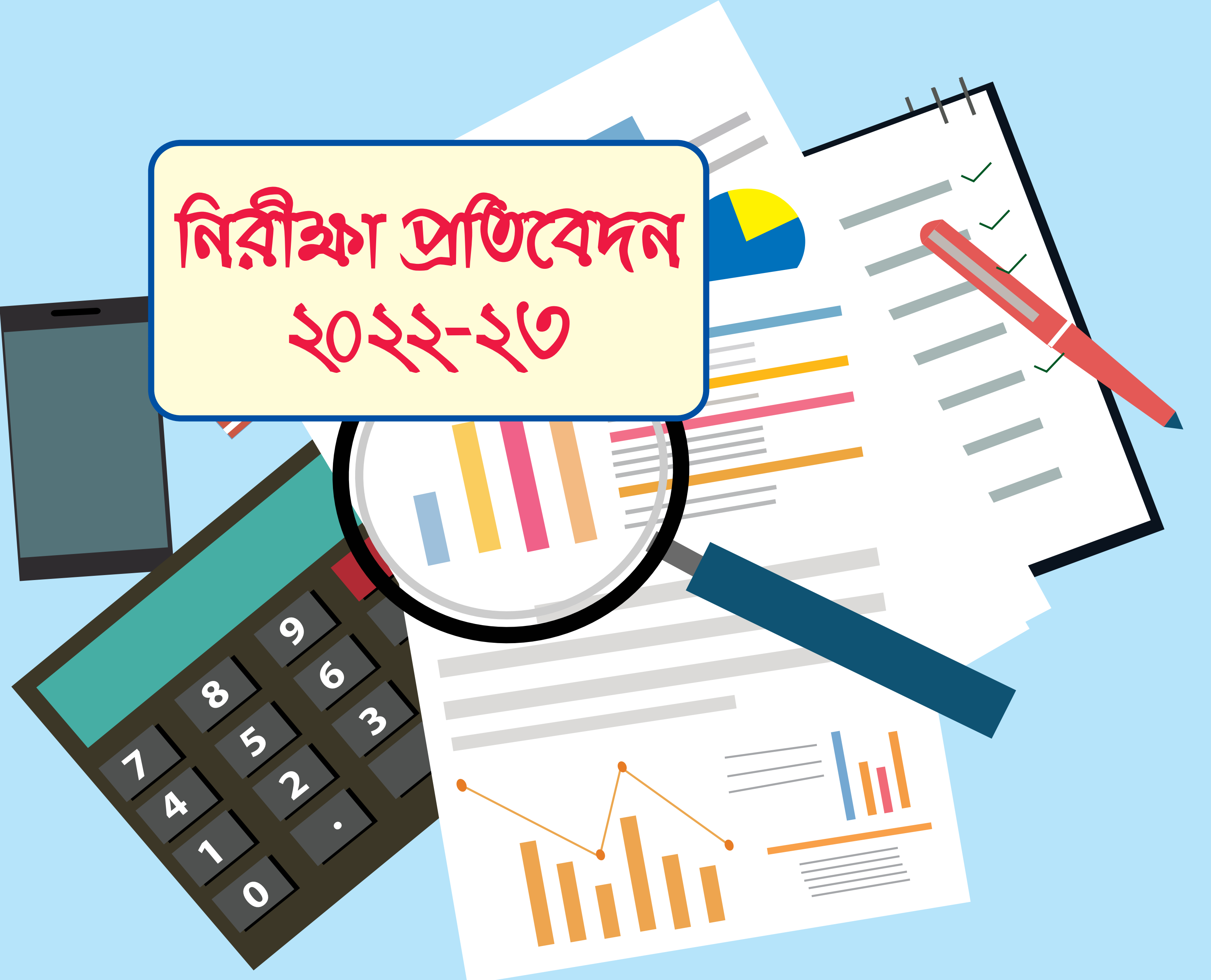

নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০২২-২৩

- Auditor’s Report
- Statement of Financial Position
- Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income
- Statement of Cash Flow
- Statement of Equity Change
- Credit Rating Report

Hoda Vasi Chowdhury & Co
Chartered Accountants

Independent Auditor's Report
To the members of General Body of Society for Social Service (SSS)
Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Society for Social Service ("the Entity") which comprise the statement of financial position as at 30 June 2023, the statement of comprehensive income, statement of cash flows, statement of receipt and payments and statement of changes in equity, for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Entity as at June 30 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable law and regulations including MRA guidelines.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Entity in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs and other applicable law and regulations, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements of the Entity as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Entity's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Entity to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

We also report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof.

b) In our opinion, proper books of accounts as required by law and MRA Act & Rule have been kept by the Entity so far as it appeared from our examination of those books, and

c) In our opinion, the statement of financial position and the statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of accounts.

Sk Md Tarikul Islam, FCA
Partner
Enrolment no: 1238
Hoda Vasi Chowdhury & Co
Chartered Accountants
DVC: 2309201238AS195797

Dhaka, 13 August 2023

Society for Social Service (SSS)
Statement of Financial Position
As at 30 June 2023

	Notes	2023 Taka	2022 Taka
Assets			
Non Current Assets			
Property, Plant and Equipment	6	1,024,050,842	967,846,757
Staff and Other Loan	7	728,342,099	621,866,803
		1,752,392,941	**1,589,713,560**
Current Assets			
Staff and Other Loan	7	149,178,502	127,370,309
Inventory	8	19,713,800	10,120,094
Accounts Receivable	9	108,787,526	78,177,211
Advance, Prepayment and Deposits	10	98,388,226	103,927,058
Loan to Clients	11	42,589,364,714	35,944,080,272
Short Term Deposit	12	2,435,122,990	2,930,692,080
Cash and Cash Equivalents	13	1,628,053,267	685,844,859
		47,028,609,025	**39,880,211,883**
Total Assets		**48,781,001,966**	**41,469,925,443**
Capital and Liabilities			
Capital Funds			
Cumulative Surplus	14	11,379,777,223	8,680,426,669
Reserve Fund	15	1,253,084,349	952,914,924
Loan Loss Reserve Fund (LLRF)	16	405,684,396	338,937,164
		13,038,545,968	**9,972,278,757**
Non-current Liabilities			
Loan from Funds	17	938,155,011	1,506,957,134
Term Loan	18	897,147,767	464,441,667
Client's Saving Deposit	19	12,338,780,348	10,132,600,249
Staff Security Deposit	20	72,354,003	65,095,219
Service Benefit Fund	21	375,073,363	296,010,879
Surokkha Fund	22	1,247,579,183	1,009,997,048
Other Funds	23	42,617,495	42,617,495
		15,911,707,170	**13,517,719,691**
Current liabilities			
Loan Loss Reserve Fund (LLRF)	16	1,502,291,819	1,401,629,763
Term Loan	18	9,105,003,669	9,859,755,030
Client's Saving Deposit	19	7,822,871,247	6,144,768,109
Staff Security Deposit	20	18,088,501	16,273,805
Service Benefit Fund	21	19,740,703	15,579,520
Surokkha Fund	22	534,676,793	432,855,878
Accounts Payable	24	5,763,654	1,610,414
Other Liabilities	25	58,242,853	42,271,546
Provision	26	764,069,589	65,182,930
		19,830,748,828	**17,979,926,995**
Total Capital and Liabilities		**48,781,001,966**	**41,469,925,443**

The annexed notes 1 to 36 form an integral part of these financial statements.

Diptimoy Barua
DD & Head of Finance & Accounts

Abdul Hamid Bhuiyan
Executive Director & CEO

Murshed Alam Sarker
Chairman

Sk Md Tarikul Islam, FCA
Partner
Enrolment Number: 1238
Hoda Vasi Chowdhury & Co
Chartered Accountants
DVC: 2309201238AS195797

Dhaka, 13 August 2023

Hoda Vasi
Chowdhury & Co

Society for Social Service (SSS)
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 June 2023

	Notes	Unrestricted	Temporarily Restricted	2023 Taka	2022 Taka
Income					
Service Charges	28	9,413,888,171	36,350	9,413,924,521	6,634,480,833
Bank Interest		48,943,091	69,708	49,012,799	27,918,726
Interest on Short Term Deposit	29	98,215,369	104,685	98,320,054	91,089,244
Grants and Donations	30	72,741,933	433,000	73,174,933	57,088,604
Others Income	31	33,958,320	19,530,992	53,489,312	49,033,165
Total Income		**9,667,746,884**	**20,174,735**	**9,687,921,619**	**6,859,610,572**
Expenditure					
Financial Expenses					
Interest on Term Loan	32	736,182,097	-	736,182,097	478,895,784
Interest on Client's Deposit	33	1,113,856,104	-	1,113,856,104	880,656,763
Interest on Funds	33	109,505,552	-	109,505,552	123,220,428
Interest on Others Fund	33	5,616,124	-	5,616,124	4,404,456
Bank Charges and Commission	33	10,735,740	78,971	10,814,711	8,263,464
		1,975,895,617	**78,971**	**1,975,974,588**	**1,495,440,895**
Operating Expenses					
Salary, Allowance and Benefits	34	3,613,160,891	73,492,121	3,686,653,012	2,777,657,692
Travelling & Transportation		161,256,715	1,922,038	163,178,753	62,864,524
Office Rent		42,396,471	926,828	43,323,299	36,742,049
Utility		15,896,689	1,264,115	17,160,804	15,472,955
Printing and Stationery		22,638,175	558,918	23,197,093	25,395,037
Training Expense	35	48,432,156	322,874	48,755,030	61,331,588
Telephone and Postage		19,490,199	221,766	19,711,965	17,026,705
Entertainment		15,981,505	214,059	16,195,564	13,901,666
Meeting, Seminar and Workshop		9,310,299	40,456	9,350,755	7,098,908
Repair and Maintenance		38,813,609	3,726,632	42,540,241	44,714,688
Registration and License Fees		17,295,194	223,404	17,518,598	12,542,859
Legal Expense		3,688,335	-	3,688,335	1,707,948
Audit Fees		588,750	-	588,750	886,750
Credit Rating Fees		161,250	-	161,250	161,250
Sanity Materials Expense		3,320,371	-	3,320,371	4,059,016
Land and Other Tax		188,539	38,307	226,846	231,595
Other Operating Expense	36	64,989,162	77,963,155	142,952,317	101,190,664
Loan Loss Expense (LLE)	16	430,382,477	-	430,382,477	819,342,915
Depreciation	6	46,594,358	4,188,205	50,782,563	47,010,467
		4,554,585,145	**165,102,878**	**4,719,688,023**	**4,049,339,276**
Total Expenditure		**6,530,480,762**	**165,181,849**	**6,695,662,611**	**5,544,780,171**
Excess of Income over Expenditure before Inter- Program Allocation		3,137,266,122	(145,007,114)	2,992,259,008	1,314,830,401
SSS Contribution to Social Development Program/(SDP)		(145,007,114)	145,007,114	-	-
Excess of Income over Expenditure before Taxation		2,992,259,008	-	2,992,259,008	1,314,830,401
Income Tax Expense		(41,139,119)	-	(41,139,119)	(4,557,559)
Excess of Income over Expenditure after Taxation		**2,951,119,889**	-	**2,951,119,889**	**1,310,272,842**

The annexed notes 1 to 36 form an integral part of these financial statements.

Diptimoy Barua
DD & Head of Finance & Accounts

Abdul Hamid Bhuiyan
Executive Director & CEO

Murshed Alam Sarker
Chairman

Sk Md Tarikul Islam, FCA
Partner
Enrolment Number: 1238
Hoda Vasi Chowdhury & Co
Chartered Accountants
DVC: 2309201238AS195797

Dhaka, 13 August 2023

Society for Social Service (SSS)
Statement of Cash flows
For the year ended 30 June 2023

	Notes	2023 Taka	2022 Taka
Cash Flows from Operating Activities			
Excess of Income over Expenditure (Surplus)	14	2,951,119,889	1,310,272,842
Add: Prior Year Adjustment	14	-	128,004,481
Add: Prior year under/(over) provision adjustment	14	1,518,509	-
Add: Transfer from MFP fund	14	135,010,000	-
Less: Fund Transfer to SBF	14	(19,908,852)	-
CSR Fund Transfer to Social Development Program	14	(135,010,000)	(103,120,000)
Transfer to Reserve Fund	14	(233,378,992)	(96,826,075)
Loan Loss Provision	16	167,409,288	816,730,207
Depreciation for the Year	6	48,797,453	42,227,206
Staff and Other Loan Paid	7	(742,549,758)	(689,368,617)
Staff and Other Loan Realized	7	614,266,269	546,263,802
Inventory Received and Utilized	8	(9,593,706)	(1,270,850)
Accounts Receivable	9	(30,610,315)	(24,012,251)
Advance, Prepayment and Deposits	10	5,538,832	(17,933,438)
Loan Disbursed to Clients	11	(79,934,870,109)	(61,944,444,313)
Loan Realized from Clients	11	73,289,585,667	50,831,385,544
Reserve Fund	15	300,169,425	137,350,684
Accounts Payable	24	4,153,240	34,178
Other Liabilities	25	15,971,307	21,080,964
Provision	26	698,886,659	(64,122,972)
Net Cash Used in Operating Activities		**(2,873,495,194)**	**(9,107,748,608)**
Cash Flows from Investing Activities			
Sale of Property, Plant and Equipment	6	2,415,621	5,522,246
Purchase Property, Plant and Equipment	6	(107,417,159)	(106,913,133)
Short Term Deposit Encashment	12	2,009,089,917	1,184,995,681
Short Term Deposit Investment	12	(1,513,520,827)	(1,749,151,140)
Net Cash Used in Investing Activities		**390,567,552**	**(665,546,346)**
Cash Flow from Financing Activities			
Loan Received from Funds	17	560,850,613	592,020,117
Loan Payment to Funds	17	(1,129,652,736)	(253,289,000)
Term Loan Received	18	13,087,287,476	12,035,802,704
Term Loan Payment	18	(13,409,332,737)	(7,370,096,961)
Client's Saving Deposit Collected	19	15,277,470,238	12,101,417,618
Client's Saving Deposit Refund	19	(12,507,043,105)	(9,157,204,021)
Interest on Clients Saving Deposit	19	1,113,856,104	880,656,763
Staff Security Received	20	17,663,118	18,917,812
Staff Security Payment	20	(8,589,638)	(4,911,845)
Service Benefit Fund Received	21	94,387,494	80,513,143
Service Benefit Fund Payment	21	(11,163,827)	(6,633,905)
Surokkha Fund Received	22	784,524,467	616,605,635
Surokkha Fund Payment	22	(445,121,417)	(336,228,379)
Net Cash from Financing Activities		**3,425,136,050**	**9,197,569,681**
Net Increase / (Decrease)		**942,208,408**	**(575,725,273)**
Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year		685,844,859	1,261,570,132
Closing Cash and Cash Equivalent	13	**1,628,053,267**	**685,844,859**

The annexed notes 1 to 36 form an integral part of these financial statements.

Diptimoy Barua
DD & Head of Finance & Accounts

Abdul Hamid Bhuiyan
Executive Director & CEO

Murshed Alam Sarker
Chairman

Sk Md Tarikul Islam, FCA
Partner
Enrolment Number: 1238
Hoda Vasi Chowdhury & Co
Chartered Accountants
DVC: 2309201238AS195797

Dhaka, 13 August 2023

Society for Social Service (SSS)
Statement of Receipts and Payments
For the year ended 30 June 2023

	Notes	2023 Taka	2022 Taka
RECEIPTS			
I. Opening Cash and Cash Equivalents			
Cash in Hand	13	32,606,131	31,475,146
Cash at Bank	13	653,238,728	1,230,094,986
		685,844,859	**1,261,570,132**
II. Loan Received			
Loan from Funds	17	512,911,555	295,082,991
Term Loan Received	18	13,085,742,040	12,019,695,960
		13,598,653,595	**12,314,778,951**
III. Other Collection			
Fixed Assets Transfer/Sales		32,139	1,421,194
Staff Other Loan Realization	7	58,050,048	51,157,790
Inventory Used	8	12,699,914	5,720,741
Accounts Receivable Realized	9	75,731,595	67,810,853
Advance, Prepayment & Deposit Realized	10	98,313,233	173,270,302
Loan Realized from Clients	11	68,562,664,837	48,313,811,962
Term Deposit Encashment	12	2,009,089,917	1,184,995,681
Reserve Fund Amount Received	15	20,423,681	15,985,562
Client's Deposit Collection	19	12,652,547,284	10,379,590,347
Staff Security Fund Receipts	20	13,095,000	14,745,000
Service Benefit Fund Receipts	21	74,139,111	1,143,325
Surokkha Fund Receipts	22	784,504,391	616,605,635
Accounts Payable Receipts	24	69,411,846	61,587,924
Other Liabilities Receipts	25	50,187,000	37,336,187
Provision Expenses Receipts	26	21,763,222	17,995,076
Fund Receipts for Project Operation		135,093,478	138,351,790
		84,637,746,696	**61,081,529,369**
IV. Other Income and Receipts			
Service Charge	28	8,966,114,622	6,268,234,557
Bank Interest		47,967,356	27,918,556
Interest on Short Term Deposit	29	33,417,539	9,356,409
Grants and Donations	30	16,044,328	26,733,102
Others Income	31	43,124,284	46,001,815
		9,106,668,129	**6,378,244,439**
Total Opening Balance & Receipts (I+II+III+IV)		**108,028,913,279**	**81,036,122,891**
PAYMENTS			
V. Loan refunded			
Loan Refund to Funds	17	1,089,935,775	213,509,402
Term Loan Refund	18	13,408,882,700	7,364,279,143
		14,498,818,475	**7,577,788,545**
VI. Other Refunds			
Fixed Assets Transfer/Purchase		73,897,172	80,733,329
Staff and Other Loan Paid	7	409,932,360	390,903,862
Inventory Purchase	8	25,752,871	13,364,275
Accounts Receivable for the Year	9	30,132,347	35,736,566
Advance, Prepayment and Deposit Paid	10	301,176,930	343,597,249
Loan to Clients	11	78,540,215,000	61,728,027,000
New Short Term Deposit	12	1,442,625,568	1,682,822,053
Client's Deposit Refund	19	6,613,783,931	4,937,599,786
Staff Security Payments	20	5,284,167	3,275,923
Service Benefit Fund Paid	21	9,131,151	6,537,916
Surokkha Fund Payment	22	89,427,822	71,733,948
Accounts Payable Paid	24	141,930,386	68,002,524
Other Liabilities Refund/Adjust	25	27,323,218	10,686,176
Provision Expenses Paid	26	120,909,793	93,439,848
Others Payments and Return	27	529,858,437	479,122,554
		88,361,381,153	**69,945,583,009**

Hoda Vasi Chowdhury & Co

	Notes	2023 Taka	2022 Taka
VII. Expenses and Payments			
Financial Cost	33	907,685,021	647,808,111
Salary, Allowance and Benefits	34	2,224,735,194	1,883,714,529
Travelling & Transportation		132,167,294	51,451,416
Office Rent		28,342,425	23,590,647
Utility		15,589,656	13,635,606
Printing and Stationery		14,391,093	16,633,567
Training Expense	35	33,108,592	45,095,040
Telephone and Postage		16,542,043	16,094,371
Entertainment		14,922,746	12,835,956
Meeting, Seminar and Workshop		5,182,201	5,574,720
Repair and Maintenance		31,935,776	32,389,222
Registration and License Fees		937,073	622,922
Legal Expense		3,163,128	1,444,042
Samity Materials Expense		1,500,251	2,043,011
Tax Payment		3,550	1,325,343
Land and Other Tax		23,490	38,190
Other Operating Expense	36	110,430,851	72,609,785
		3,540,660,384	**2,826,906,478**
Total Payments (V+VI+VII)		**106,400,860,012**	**80,350,278,032**
Closing Cash and Cash Equivalents			
Cash in Hand	13	19,311,272	32,606,131
Cash at Bank	13	1,608,741,995	653,238,728
		1,628,053,267	**685,844,859**
Total Payments & Closing Balance		**108,028,913,279**	**81,036,122,891**

The annexed notes 1 to 36 form an integral part of these financial statements.

Diptimoy Barua
DD & Head of Finance & Accounts

Abdul Hamid Bhuiyan
Executive Director & CEO

Murshed Alam Sarker
Chairman

Sk Md Tarikul Islam, FCA
Partner
Enrolment Number: 1238
Hoda Vasi Chowdhury & Co
Chartered Accountants
DVC: 2309201238AS195797

Dhaka, 13 August 2023

Hoda Vasi
Chowdhury & Co

Society for Social Service (SSS)
Statement of Changes in Capital Funds
For the year ended 30 June 2023

	Surplus	Reserve Fund	Loan Loss Reserve Fund (LLRF)	Total
Balance as on 01.07.2022	8,680,426,669	952,914,924	338,937,164	9,972,278,757
Add: Surplus During the Year	2,951,119,889	-	-	2,951,119,889
Add: During the Year	-	300,169,425	-	300,169,425
Add: Prior year under/(over) provision adjustment	1,518,509	-	-	1,518,509
Add: Transfer from MFP fund	135,010,000	-	-	135,010,000
Less: Fund Transfer to SBF	19,908,852	-	-	19,908,852
Less : Transfer to Social Development Program	135,010,000	-	-	135,010,000
Add: Provision During the Year	-	-	66,747,232	66,747,232
	11,613,156,215	**1,253,084,349**	**405,684,396**	**13,271,924,960**
Less: Transfer to Reserve Fund	233,378,992	-	-	233,378,992
Balance as on 30.06.23	**11,379,777,223**	**1,253,084,349**	**405,684,396**	**13,038,545,968**
Balance as on 01.07.2021	7,442,095,421	815,564,240	243,467,316	8,501,126,977
Add: Surplus During the Year	1,310,272,842	-	-	1,310,272,842
Add: During the Year	-	137,350,684	-	137,350,684
Add: Prior Year Adjustment	128,004,481	-	-	128,004,481
Less : Transfer to Social Development Program	103,120,000	-	-	103,120,000
Add: Provision During the Year	-	-	95,469,848	95,469,848
	8,777,252,744	**952,914,924**	**338,937,164**	**10,069,104,832**
Less: Transfer to Reserve Fund	96,826,075	-	-	96,826,075
Balance as on 30.06.2022	**8,680,426,669**	**952,914,924**	**338,937,164**	**9,972,278,757**

The annexed notes 1 to 36 form an integral part of these financial statements.

Diptimoy Barua
DD & Head of Finance & Accounts

Abdul Hamid Bhuiyan
Executive Director & CEO

Murshed Alam Sarker
Chairman

Sk Md Tarikul Islam, FCA
Partner
Enrolment Number: 1238
Hoda Vasi Chowdhury & Co
Chartered Accountants
DVC: 2309201238AS195797

Dhaka, 13 August 2023

Credit Rating Report...

SSS has been rated by the Credit Rating Agency of Bangladesh (CRAB) on the basis of Financial Statements for the year ended on 30 June, 2022. The summary of the rating is presented below:

2020 - 21 [CRAB]*	2021 - 22 [CRAB]*	Definition
Long Term **AA3**	Long Term **AA3**	Micro Finance Institutions rated in this category are adjudged to offer adequate safety for timely repayment of financial obligations. This level of rating indicates a corporate entity with an adequate credit profile. Risk factors are more variable and greater in periods of economic stress than those rated in the higher categories.
Short Term **ST-2**	Short Term **ST-2**	Strong capacity of timely repayment. Liquidity factors and company fundamentals are sound. Although ongoing funding needs may enlarge total financing requirements, access to capital markets is good. Risk factors are small.
Outlook: **Stable**	Outlook: **Stable**	

Date of Rating December 5, 2022, Valid till December 31, 2023

This rating is higher than the previous rating reflecting the organization's steady qualitative growth momentum.

*** In the year 2021-22, the rating was done by Credit Rating agency of Bangladesh (CRAB) and they awarded the organization "AA3" which means this category are adjudged to offer adequate safety for timely repayment of financial obligations. This level of rating indicates a corporate entity with an adequate credit profile. Risk factors are more variable and greater in periods of economic stress than those rated in the higher categories. "ST-2" which means good liquidity supported by sound fundamental protection factors and risk factors are small in short term.**

এসওএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম

এসওএস-পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল

এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

এসএসএস জেনারেল হাসপাতাল

উপসংহার

এসএসএস-এর বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচি দারিদ্র্য নির্মূলে তিন-যুগেরও বেশি সময় ধরে নিয়োজিত। এসকল কর্মকাণ্ড অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন করে চলছে। সংস্থার কর্মপ্রয়াসের শাশ্বত আবর্তন--তৃণমূলে আমূল পরিবর্তন ও উৎকর্ষসাধন করে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে এসকল কর্মকাণ্ড ঐশ্বর্য-বর্ধন, শান্তি, ন্যায় বিচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়। এসএসএস-এর পুরোগামী অগ্রযাত্রা নবপল্লবে অনন্ত-বর্ষে চলমান থাকবে...।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

প্রধান কার্যালয়: হাউজ-৬/১, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০০৮৩৩৪-৫ , মোবাইল: ০১৭৩০০১১৪৪৪

ফাউন্ডেশন অফিস: এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, পোস্ট বক্স নং ১০, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ
ফোন: ০২৯৯৭৭-৫২৬৩০, ৫২৬৩১; ফ্যাক্স: ৮৮-০৯২১-৬৩৯৩১
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd, ssstgl@yahoo.com
Website: www.sss-bangladesh.org